উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২১ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 8 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 142

আচমকা অবসর ঘোষণা দীপার

বারোর পাতায়

মালদ্বীপের পাশে থাকার আশ্বাস মোদির

সাতের পাতায়

কথায় কথায়

## পুলিশ নিজেরা না বদলালে বিপদ

আশিস ঘোষ

দু'একজন হিরো পুলিশ অফিসারের চরিত্র বাদ দিলে বাংলা ছবিতে পুলিশ প্রায় ভাঁড়। এভাবেই বাঙালি দেখে এসেছে, ভেবে এসেছে পুলিশকে। সিনেমার পুলিশ কথায় কথায় ভুলভাল কাজ করে আর হাসিতে ফেটে পড়ে দর্শক। কোথাও কৌতুকের আড়ালে আছে রাগ আর ক্ষোভ, সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই। পুলিশকে আগের জমানায় একবার সমাজবন্ধু বানানোর চেষ্টা হয়েছিল। তাদের দিয়ে ফুটবল খেলানোর একটা সরকারি চেষ্টাও হয়েছিল। তারপরেও তারা কি বন্ধু হতে পেরেছে?

সেই বিধান রায়, প্রফুল্ল সেনের আমলে ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলনের সময় পুলিশকে কীভাবে দেখা হত তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি পড়ছি। তা নিশ্চিত খুব একটা সুবিধের ছিল না। তবে নকশাল আমলে 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো' দেওয়ালে লেখা দেখেছি। অবশ্য পুলিশকে মাইনের খোঁটা দেওয়া পরে বন্ধ হলেও পুলিশের উপরি নিয়ে কথা বন্ধ হল কই? রাতের পরে যেমন ভোর, ভাদ্রের পর আশ্বিন, তেমনই পুলিশের চাকরি মানেই ঘুষ খাওয়া যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে বহুকাল হল। যুগে যুগে এমনটাই সত্যি। তিলমাত্র বদলায়নি। শাসক পালটে গেলেও পুলিশ পালটাল কই?

এখন গোটা রাজ্যে যেখানে যত ধর্ষণ আর হত্যার ঘটনা ঘটছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্মত্ত জনতার আক্রোশের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। তাঁদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর, থানায় আগুন ধরানো এখন যেন জলভাত। প্রতিদিনকার ঘটনা সাক্ষ্য দিচ্ছে, পুলিশ প্রশাসনের ওপর আস্থা হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কোথাও জান বাঁচাতে লোকের বাড়িতে ঢুকে দোর দিতে হচ্ছে পুলিশকে, কোথাও বা খাটের নীচে, থানার টেবিলের নীচে ফাইলের আড়ালে মাথা বাঁচাতে হচ্ছে তাদের। পুলিশের উপর তীব্র অনাস্থা ফুটে বেরোচ্ছে রাজ্যজুড়ে।

বাম আমলে মানুষের এইরকম রাগ একবার দেখেছিলাম ১৯৯২ সালে। অনেকেরই মনে থাকবে সেই বছর ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার ফুলবাগান থানার একটা ঘটনার কথা। রাস্তার একটা ঝুপড়ি থেকে এক মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে থানার মধ্যেই ধর্ষণ করেছিল এক পুলিশকর্মী। এরপর দশের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

### কয়লাখনি বিস্ফোরণে মৃত ৯

সোমবার সকালে বীরভূমের খয়রাশোলে গঙ্গারামচক-ভাদুলিয়া খোলামুখ কয়লাখনিতে ডিটোনেটর বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু হল। দুর্ঘটনায় জখম আরও ১০ জন। এদিন রাজ্যের মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবারপিছু ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

### কাশ্মীরে ভোটের ফল আজ

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট। মঙ্গলবার বিধানসভার ফল ঘোষণার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিজেপি ও বিরোধী দলগুলি। জনমত সমীক্ষায় এবারও জম্মু গেরুয়া হওয়ার ইঙ্গিত। অন্যদিকে, কাশ্মীরে এনসি ও কংগ্রেস জোটের পাল্লা ভারী।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

### গানে দুর্গা আরাধনা নমোর

তিলোত্তমার সুবিচারের দাবিতে চলছে প্রতিবাদের ঝড়। এই আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেবী দুর্গা তথা নারীশক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় গান বাঁধলেন। তাঁর লেখা 'গরবা' সংগীত 'আভাতি কালে'-র ভিডিও শেয়ার করে দেবীর আশীর্বাদ কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

আজ মহাপঞ্চমী

বোধনের অপেক্ষায়... শিলিগুড়ির উপকার অ্যাথলেটিক ক্লাবে সূত্রধরের তোলা ছবি।

# জমজমাট চতুর্থীর রাত

তমালিকা দে

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সদ্য পাট ভাঙা তাঁতের শাড়ি। সেই শাড়িতেই পরিপাটি বছর সত্তরের বৃদ্ধা। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু 'উমা' দর্শন না করলে কী চলে! তাই ছেলের হাত ধরে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলেছেন মণ্ডপের দিকে। নতুন চটিটাও যে সঙ্গ দিচ্ছে না। বারবার খুলে যাচ্ছে পা থেকে।

শুক্লা ধর নামে ওই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা সুভাষপল্লির সংঘশ্রীর কাছে। সন্ধে ঘনিয়ে তখন রাতের দিকে এগোচ্ছে ঘড়ির কাঁটা। আলোয় আলোয় সেজে উঠেছে রাজপথ। একটু একটু করে জমাট বাঁধছে ভিড়। আর শুক্লার মতো কিছু বাচ্চা-বুড়োর আবদার। 'আবদারই বটে', ভুবনভোলানো একগাল হাসি দিলেন শুক্লা। তারপর নিজেই বলে চললেন, 'বাবুকে আগেই বলে রেখেছিলাম, একটু ফাঁকা ফাঁকা থাকতেই আমাকে ক'টা ঠাকুর দেখিয়ে আনিস। ও প্রতিবারই অবশ্য তাই করে। বয়স হয়েছে, কিন্তু তাই বলে মাকে একবার না দেখলে কী ভালো লাগে বলো!'

দেশবন্ধুপাড়ার দাদাভাই ক্লাবের কাছে বাবার কাছে জোর আবদার এক খুদের, 'লাইট জ্বলা বেলুনটা আমার চাই।' ভদ্রলোক ছেলেকে আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করলেন, ঠাকুর দেখিয়ে এনে ওটা কিনে দেবেন। কিন্তু ছেলে যে নাছোড়বান্দা! তার ওটা চাইই চাই। জ্যামে আটকে পড়ে খুদের বায়না নজরে আসছিল বারবার।

দাদাভাই ক্লাব থেকে যে রাস্তাটা ওয়াইএমএ ক্লাব হয়ে আলো চৌধুরী মোড়ের দিকে যাচ্ছে, সেই রাস্তায় বারবার গাড়ির গতি কমে আসছিল। চারপাশের যান-যন্ত্রণার ছবিই বলে দিচ্ছিল, 'পুজো এসে গিয়েছে।' কিন্তু তাই বলে চতুর্থীতেই এত ভিড়, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না নবাঙ্কুর সংঘ, সংঘশ্রী, দাদাভাই ক্লাব, সুব্রত সংঘ, শক্তিগড় সর্বজনীন, সেন্ট্রাল কলোনি, শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের পুজোমণ্ডপ দেখে।

ধাতস্থ করালেন হাকিমপাড়ার সুচন্দ্রা বসু। তুলনা টানলেন কলকাতার সঙ্গে। চতুর্থীতেই কেন এত ভিড়? তরুণীর পালটা প্রশ্ন, 'কলকাতায় যদি ১০ দিন ধরে পুজো হয়, আমরা কেন পিছিয়ে থাকব?' তাঁর যুক্তি, 'কলকাতার পরের শহরই তো শিলিগুড়ি। দেরিতে হলেও আমরা এখন সাতদিনের উৎসবে মজেছি। আর সেটাতে কত মানুষের আয় হচ্ছে বলুন তো।'

উত্তর মাল্লাগুড়ি জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারে চতুর্থীতেই প্রতিমা দর্শন।

হায়দরপাড়া থেকে নজরুল সরণি ধরে আশ্রমপাড়ার দিকে যেতেই মাইকে ভেসে এল আশা ভোঁশলের সেই বিখ্যাত গান, 'আলো আর আলো দিয়ে, তোমার খুশিটি নিয়ে...'।

সত্যিই সামনে তখন আলো আর আলো। লাল, নীল, সবুজ আলোকমালায় রীতিমতো উৎসবের মেজাজ। নতুন জামার গন্ধ যেন ভাসছে চারিদিকে। ক্যাফে, রেস্তোরাঁর হুল্লোড় থেকে পথের যানজট, সবেতেই পুজো পুজো আবহ।

সেন্ট্রাল কলোনির পুজো দেখতে এসেছিলেন দেশবন্ধুপাড়ার অপর্ণা সরকার। তিনি বলছেন, 'সপ্তমীতে কতটা ভিড় হবে, তা আগেই আন্দাজ করতে পারছি। তাই কাজ সেরে বাড়ির আশপাশের প্রতিমাগুলো দেখে নিচ্ছি।'

কোথাও সাবেকিয়ানা, কোথাও আবার থিমের চমক। বড় পুজোগুলোর অধিকাংশের দুয়ার এখন উন্মুক্ত দর্শনার্থীদের জন্য। তাই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর ভরসায় না থেকে অপর্ণার মতো অনেকেই ছুটলেন প্রতিমা-দর্শনে। সন্ধে গড়িয়ে যত রাত হয়েছে, ভিড়টা ততই গাঢ় হয়েছে। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবে দাঁড়িয়ে উৎপল বিশ্বাস বললেন, 'কয়েক বছর ধরে পুজোর সময় পরিবারের সকলে মিলে রাজ্যের বাইরে ঘুরতে যাই। আগে ঠাকুর না দেখতে পাওয়ায় মন খারাপ হত। তবে এখন আর সেই আক্ষেপ থাকে না। কারণ ষষ্ঠীর মধ্যে ঠাকুর দেখা শেষ হয়ে যায়।'

আরজি কর কাণ্ডের আবহে বাঙালি উৎসবে ফিরবে কি না, তা নিয়ে দোলাচল ছিলই। তবে পুজোর দিন এগোতেই যেভাবে বাজারে ও মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় চোখে পড়েছে, তাতে স্পষ্ট প্রতিবাদ আর উৎসব চলবে সমান তালেই। সেই কারণেই তো নারীদের উৎসর্গ করে একাধিক থিম হয়েছে শহরে।

এদিন সংঘশ্রীর পুজোর উদ্বোধন করেন ডাঃ শ্রেয়সী সেন, ডাঃ সোহিনী ভট্টাচার্য, ডাঃ প্রিয়াংকা চৌধুরী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও কয়েকজন চিকিৎসক। ধর্ষণের মতো সামাজিক ব্যাধি যাতে বন্ধ হয় এবং সব নারী যাতে সম্মান পায়,

এরপর দশের পাতায়

উৎসবের আবহে বাড়ছে আন্দোলনের ঝাঁঝ

# আজ অনশন সব মেডিকেলে

নির্মল ঘোষ

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** সরকার যোগাযোগ করল না বটে অনশনকারীদের সঙ্গে। কিন্তু কিছু দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিল। কলকাতার ধর্মতলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশনের তৃতীয় দিনে নতুন কিছু কর্মসূচি ঘোষিত হল সোমবার। তাতে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ানোর স্পষ্ট বার্তা আছে। অনশন ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। মঙ্গলবার রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে হবে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন। একইদিনে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার অনশন মঞ্চ পর্যন্ত মিছিলের ডাকও দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চমীর বিকেলে ওই মিছিলে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি নাগরিকরাও পা মেলাবেন বলে ঘোষণা করেন জুনিয়ার ডাক্তারদের নেতা দেবাশিস হালদার। এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য সরকারের ঘোষণা হল নবান্ন থেকে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন, জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবিমতো হাসপাতালের উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কাজ ১০ অক্টোবরের মধ্যে ৯০ শতাংশ হয়ে যাবে। রোগীদের রেফারেল সিস্টেম চালু করতে ১৫ অক্টোবর থেকে পাইলট প্রোজেক্ট শুরু হচ্ছে। ১ নভেম্বর থেকে গোটা রাজ্যে ওই সিস্টেম চালু করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের।

এই পদক্ষেপগুলি জানানোর পাশাপাশি মুখ্যসচিব পরোক্ষে অনশনকারীদের বার্তা দিয়ে বলেন, 'অনেকে কাজে ফিরেছেন। বাকিরাও কাজে যোগ দিন।' কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা অবশ্য সোমবার সকালের দিকে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে কড়া মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা উপেক্ষা করে ও অনুমতি ছাড়া জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কলকাতার অনশন মঞ্চে জুনিয়ার ডাক্তাররা। সোমবার। -পিটিআই

**পঞ্চমীতেও আন্দোলন**

- সব মেডিকেল কলেজে ২৪ ঘণ্টার অনশন
- রাতে কর্মবিরতির কর্মসূচি চিকিৎসকদের
- কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল
- ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে থাকবেন নাগরিকরা

কী সেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, তার উল্লেখ তিনি করেননি। কিন্তু আন্দোলনকারীদের অনড় মনোভাব বুঝে সরকার যে সুর নরম করছে, মুখ্যসচিবের সাংবাদিক বৈঠকে তা স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন, 'রাজ্যের ২৮টি মেডিকেল কলেজে ৭,০৫১টি সিসিটিভি বসানো হবে। ইতিমধ্যে ৪৫ শতাংশ ক্যামেরা বসানো হয়েও গিয়েছে। জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবিপূরণে ১১৩ কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ডাক্তারদের ডিউটিরুম, শৌচাগার, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রভৃতি কাজ শেষের মুখে।'

মুখ্যসচিব জানাব, '১ নভেম্বর থেকে প্যানিক বাটন চালু হয়ে যাবে।' সরকারের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিক্রিয়া সোমবার রাত পর্যন্ত জানা যায়নি। ৭ জুনিয়ার ডাক্তারের সঙ্গে অনশনে সোমবার ৬ সিনিয়ার ডাক্তার ও ৩ জন সাধারণ নাগরিক যোগ দিয়েছিলেন। এরপর দশের পাতায়

## উত্তরে পাশে সিনিয়ার চিকিৎসকরা

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** দশ দফা দাবিতে কলকাতার পাশাপাশি এবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আমরণ অনশন শুরু করলেন দুই পড়ুয়া। এদের মধ্যে একজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনঃস্তত্ত্ব বিভাগের পিজিটি অলোককুমার বর্মা এবং উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজের ইন্টার্ন সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকাল ১১টা থেকে থেকে অনশনে বসেছেন তাঁরা।

অলোক ও সৌভিকের মনোবল বাড়াতে পাশে দাঁড়িয়েছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সিনিয়ার চিকিৎসকরাও। পালা করে দিনে এবং রাতে তাঁদের পাশে থাকছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। অন্যদিকে, অনশনকারীদের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবার রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজে সংহতি অনশন কর্মসূচি পালন করা হবে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রধান করণিক উৎপল সরকার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনশনে বসবেন।

সৌভিক বলছেন, 'আমাদের ১০ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত অনশন চলবে। এখন পুরোটা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। উনি মানলে ভালো, না মানলে কলকাতা থেকে যেমন সিদ্ধান্ত হবে আমরা সেভাবেই চলব।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার তথা নিউরো সাইক্রিয়াটিক বিভাগের প্রধান চিকিৎসক নির্মল বেরার বক্তব্য, 'যে ১০ দফা দাবি রাখা হয়েছে, তা ন্যায়সংগত। অন্য দেশে এগুলি সরকার নিজে থেকেই করে। আমাদেরই আন্দোলন করে ছিনিয়ে নিতে হচ্ছে।' এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

# সিবিআই চার্জশিটে নাম শুধু সঞ্জয়ের

রিমি শীল

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** খুন-ধর্ষণের ৫৮ দিনের মাথায় আদালতে চার্জশিট পেশ সিবিআইয়ের। শিয়ালদা আদালতে পেশ করা ওই চার্জশিটে আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনায় অভিযুক্ত একজনই। ওই ঘটনার পর গ্রেপ্তার সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কেই একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। ৪৫ পাতার চার্জশিটে গণধর্ষণের প্রমাণ নেই বলেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে সোমবার ওই চার্জশিটে জানানো হয়েছে।

আরজি কর মেডিকেলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে ওই খুন-ধর্ষণের মামলায় গ্রেপ্তার করা হলেও চার্জশিটে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুধু তথ্যপ্রমাণ লোপাটের। সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ওই অপরাধ ঘটিয়েছিল বলে সিবিআইয়ের বয়ানে উল্লেখ রয়েছে। চার্জশিটে জানানো হয়েছে, ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় ছাড়া অন্য কারও প্রত্যক্ষ যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

স্বভাবতই এতে উল্লসিত শাসক শিবির। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'পুলিশ যা বলেছিল, সিবিআইয়ের চার্জশিটে তারই উল্লেখ আছে। পরে কী গল্প দেবে, পরের ব্যাপার। সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে নানা গল্প ছড়ানো হয়েছিল। আর কেউ জড়িত থাকলে তাঁদের নাম থাকত। সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে এত বিতর্ক। তিনি তো ছিলেন সিবিআইয়ের কাছেই। ন্যূনতম প্রমাণ থাকলে তাঁর বা তাঁদের নাম থাকা উচিত ছিল চার্জশিটে।'

ময়নাতদন্ত নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। বিভ্রান্তি তৈরির অপচেষ্টা ও তাড়াহুড়োর অভিযোগ উঠেছিল। সেউ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কুণাল প্রশ্ন তোলেন, ময়নাতদন্তে ভুল থাকলে ময়নাতদন্তে যুক্তদের নাম চার্জশিটে এল না কেন?'

এরপর দশের পাতায়

# পুজোয় যানজট সামলানোই পুলিশের বড় চ্যালেঞ্জ

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** সোমবার বেলা ১টা। হিলকার্ট রোডে তখন যানজট। রাস্তার দু'ধার দিয়ে বিধান মার্কেটে যাওয়া-আসা করছেন ক্রেতারা। আর তার ফাঁকেই শুরু হয় যানজট। পরিস্থিতি এমনই যে কোনওভাবে এগোনোর চেষ্টা করছিলেন শহরের বাসিন্দা প্রদীপ দাস। ক্ষোভের সুরে তিনি বলছিলেন, 'বিধান মার্কেটে ক্রেতাদের যাওয়া-আসাকে কেন্দ্র করেই যদি এই পরিস্থিতি থাকে, তাহলে দর্শনার্থীদের ঢল নামলে কী পরিস্থিতি হবে?' একই কথা বলতে শোনা গেল শহরের আর এক বাসিন্দা অভিজিৎ দাসকে। যানজট এড়াতে এদিন হিলকার্ট রোডের সঙ্গে মহানন্দাপাড়ার সংযোগকারী রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করতে গিয়ে সেই রাস্তাতেও যানজট শুরু হয়। পরিস্থিতি এমনই হয় যে রাস্তা সংলগ্ন ফুটপাথের ওপর দিয়ে বাইক, স্কুটি হেঁটে নিয়ে যেতে হয় যানজটে আটকে পড়া মানুষজনকে। এই পরিস্থিতিতে এবারের পুজোয় যানজটই যে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না পুলিশ প্রশাসনেরও।

শহরের সারাদিনের পরিস্থিতি নজর এড়ায়নি পুলিশ প্রশাসনের। সোমবার বিকেলে তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানে পুলিশের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেন, 'পুজোর দিনগুলোয় শহর যাতে শান্তিপূর্ণ থাকে, সেজন্য আমরা যাবতীয় চেষ্টা চালাব। তাছাড়া যানজটের বিষয়টা মাথায় রেখে বেশ কিছু ডাইভারশনও করা হয়েছে।' পুজো গাইড অ্যাপও এদিন প্রকাশ্যে আনা হয়।

পুজোর আগেই শহরে তৈরি হওয়া দিনভর যানজট রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ ফেলল পুলিশ প্রশাসনে। এমনকি যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য

সুব্রত সংঘের কাছে যানজটে থমকে গাড়ির চাকা। সোমবার।

বিভিন্ন মোড়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য সবুজ বাতি দিয়েই ফের লালবাতি করতে হল ট্রাফিক পুলিশকে। যার জেরে প্রতিটি মোড়েই কম করে হলেও পনেরো-কুড়ি মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হল শহরের সাধারণ মানুষকে।

এদিন বিধান রোড ধরে ভেনাস মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন অমরেশ রায়। বেশকিছুক্ষণ সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকার পর সবুজ সিগন্যাল পেতেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও এরমধ্যেই ফের বাতি লাল জ্বলে যায়। যা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অমরেশ। তিনি বলেন, 'এমনিতেই গরম। তারমধ্যে যদি এরকম যানজট চারিদিকে থাকে, তাহলে কিছু বলার নেই।'

তবে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হতেই পরিস্থিতি আরও বেগতিক হয়ে দাঁড়ায়। ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে শান্তিনগর-বৌবাজার দিয়ে দেশবন্ধুপাড়ায় আসতে এদিন টোটোচালক অনীক রায়ের সময় লেগেছে দেড় ঘণ্টারও বেশি। তিনি বলছিলেন, 'এমন যানজটের মুখে তো আগে সেরকম পড়িনি। সত্যি খুবই অস্বস্তিকর যানজটের মধ্যে পড়তে হয়েছে।' এদিকে, পরিস্থিতি ক্রমেই জোরালো হতে থাকায় এদিন শুধু সাংবাদিক সম্মেলন করেই নয়, রাতের দিকে বিভিন্ন মোড় পরিদর্শন করতে বেরিয়ে পড়েন ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। শহরের বিভিন্ন মোড় তিনি ঘুরে দেখেন। তবে এরপরেও প্রতি মুহূর্তে যানজটের ছবি স্পষ্ট হয়েছে। শহরের বাসিন্দা অদিত রায়ের কথায়, 'আসলে শহরে এমনি সময়েও যানজট লেগে থাকে, পুজোর সময় পুলিশ কতটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে, সেটাই এখন দেখার।'

# ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর প্রচুর সম্ভার

নিউজ ব্যুরো

**৭ অক্টোবর :** পুজোয় প্রতিটি বাড়িকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি নিয়ে এল 'গ্রেট ফেস্টিভাল অফার-২০২৪'। থাকছে এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটার, স্মার্টফোন, এআই ল্যাপটপ সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নানা সামগ্রীতে দারুণ আকর্ষণীয় অফার। ক্রেতারা পেয়ে যেতে পারেন ২৬ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। এছাড়াও থাকছে একটি ছাড় সহ ৩৬ মাসের ইএমআই-এর ব্যবস্থা। সঙ্গে থাকছে শূন্য ডাউন পেমেন্টের ব্যবস্থাও।

এছাড়াও লাকি ড্র'র মাধ্যমে একটি গাড়ি, একটি দু'চাকার যান, ১০১টি এলইডি টিভি এবং ১০১টি মাইক্রোওয়েভ জিতে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। 'স্ক্র্যাচ অ্যান্ড উইন' কনটেস্টে জিতে নেওয়ার সুযোগ থাকবে ১০০টি এলইডি টিভি, ১০০টি মাইক্রোওয়েভ, ১০০০ মিক্সার, ২০০০ ট্রলিব্যাগ এবং ২০০০টি কেটলি।


পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ কোচবিহার, সুনীতি রোড, কোচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ), পিন-৭৩৬১০১
ইমেল আইডি ঃ bo024020@pnb.co.in

জন বিজ্ঞপ্তি
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কোচবিহার শাখার লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কোচবিহার শাখা (০২৪০২০)-র পক্ষ থেকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, আটটি লকার যেগুলি তিন বছরের বেশি সময় ধরে ভাড়া পরিশোধ করেনি, এবং লকারের মালিকাধীন কোনও ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনও দাবি বা চিঠিপত্র ব্যাংকে আসেনি, তাদের লকার ভাড়া পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে নিম্নে উল্লেখিত লকারগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

| লকারের মালিকাধীন ব্যক্তির নাম এবং ঠিকানা | লকার নং | বকেয়া অর্থমূল্য (টা:) |
|---|---|---|
| বিশ্বজিৎ চৌধুরি, প্রয়াত এল.এম. চৌধুরির পুত্র, আর.আর. রোড, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১ | এএ০০০১০ | ২১৭৮৪.০০ |
| নির্মল কান্তি দত্ত, পুরাতন অফিসপাড়া, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১ | এএ০০০৩২ | ১৬৩৫৬ .০০ |
| জয়ন্ত কুমার মোহন্ত, আর.আর.এন. রোড, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১ | এএ০০০৬৬ | ৯৪৭৬ .০০ |
| চিত্রা ধর, ধীরেন্দ্র নাথ সরকারের কন্যা, গুঞ্জবাড়ি, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১ | এবি০০১০৫ | ৯৪৭৬ .০০ |
| মনোতোষ কুমার দাস, প্রয়াত এম.সি. দাসের পুত্র, পুলিশ লাইন, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১ | এবি০০১৩৩ | ২১৭৮৪ .০০ |
| নরেশ চন্দ্র দাস, পুলিশ লাইন, কোয়ার্টার নং- বি/২, কোতোয়ালি থানাঃ কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১ | এসি০০০৬৭ | ৭৯৬৫ .০০ |
| নীহার কান্তি চক্রবর্তী, পি.ডব্লিউ. ডি কোয়ার্টার নং-০৮, সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১ | এএফ০০০৭১ | ২১১৩৫ .০০ |
| বঙ্কিম রায় চৌধুরি, এম.জে.এন রোড বাইলেন, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১ | এএফ০০০৭৪ | ২১৭৮৪ .০০ |

জামিনদাতা/দাবিদারদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তাদের দাবিকে সঙ্গত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কোচবিহার শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে, নতুবা ব্যাংক লকার ভেঙে খোলার প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হবে।

কোচবিহার শাখা — চিফ ম্যানেজার


## আজ টিভিতে



মধুর হাওয়া সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় আকাশ আটে

### ধারাবাহিক

**জি বাংলা :** বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

**স্টার জলসা :** বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

**কালার্স বাংলা :** বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

**আকাশ আট :** সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

**সান বাংলা :** সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

### সিনেমা

**জি বাংলা সিনেমা :** দুপুর ১২.০০ শিবা শিবানীর গপ্পো, দুপুর ১.০০ দিওয়ানা, বিকেল ৪.০০ দুর্গা সপ্তসতী, সন্ধ্যা ৬.০৫ শপথ নিলাম, রাত ৮.২৫ আজকের সন্তান, রাত ১১.২০ সুবর্ণলতা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ শিবাজী, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধ্যা ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ মহিষাসুরমর্দিনী, বিকেল ৩.৩০ সংঘর্ষ, সন্ধ্যা ৬.৫০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ৯.৫৫ জাগো মা দুর্গা

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ কর্তব্য

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ জীবনসঙ্গী

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ ফয়সালা



সাত পাকে বাঁধা সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটে জলসা মুভিজে



উঁচাই সন্ধ্যা ৬.১৯ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে



সেদিন দেখা হয়েছিল সন্ধ্যা ৭টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়



এয়ার ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন সন্ধ্যা ৭টায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে

# চুরিতে থমকে রেলের সিগন্যালিং

প্রণব সূত্রধর

**আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর :** রেলের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের ইঞ্জিনের দুটি ব্যাটারি সহ সিগন্যালিংয়ের কেবল চুরির অভিযোগ উঠল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে। রবিবার ব্যাটারি চুরির বিষয়টি জানতে পেরে তদন্তে নামে আরপিএফ। ব্যাটারি চুরির অভিযোগে জোড়াইয়ের দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার তাদের আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। এদিকে, ব্যাটারি চুরির জন্য রেলট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ থমকে।

কয়েকদিন আগে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে হঠাৎ সিগন্যালিং ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা যায়। ইঞ্জিনিয়াররা খতিয়ে দেখতে সিগন্যালিং আর্থিং তার চুরির বিষয়টি সামনে আসে। তারপরই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের আরপিএফের কর্তাদের খবর দেওয়া হয়। আরপিএফের তরফে তল্লাশি শুরু করলে জংশন এলাকার দুই অভিযুক্তের হদিস পাওয়া যায়। তাদের ধরা হয়েছে।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন আরপিএফ ইনস্পেকটর ওজি ব্রহ্ম বলেন, 'ব্যাটারি এবং সিগন্যালিংয়ের কেবল চুরির অভিযোগ ওঠার পর খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়। দুটি পৃথক ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও তথ্যপ্রমাণ পেতে তদন্ত চলছে।'



আর্থিংয়ের তামার তারটি মাটির ওপরে ছিল। ফলে সহজেই সেটা চুরি করতে পেরেছে দুষ্কৃতীরা। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ মিটার লম্বা তার চুরি হওয়ার পরে সিগন্যাল সমস্যা দেখা দিতে থাকে বলে অভিযোগ। কেউ বা কারা পরিকল্পিতভাবে কেবলটি চুরি করেছে, বুঝতে পারে আরপিএফ। তারপরেই আরপিএফের বিশেষ টিম আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় খোঁজ চালিয়ে দুই অভিযুক্তর থেকে কেবলটি বাজেয়াপ্ত করে।

**চুরি-কথা**

- আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রেলের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের ইঞ্জিনের দুটি ব্যাটারি চুরি
- চুরি গিয়েছিল সিগন্যালিংয়ের পাঁচ মিটার লম্বা তামার তারটিও
- তদন্তে নেমে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে আরপিএফ

ধৃতদের নাম-পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এটা কোনও চক্রের কাজ। তবে নাশকতার ছকের পরিকল্পনার কোনও প্রমাণ মেলেনি। প্রাথমিকভাবে আরপিএফ জানতে পেরেছে, ওই তার ভাঙাড়ির দোকানে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল।

এর আগেও নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন এলাকার স্টোরহাউস থেকে রেলের বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক তার চুরির চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল। সেসময় কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করে আরপিএফ। এবার সরাসরি সিগন্যালিংয়ের তার চুরি হওয়ায় শোরগোল পড়ে যায় রেলের অন্দরে। আসলে সিগন্যালিংয়ের ত্রুটিজনিত কারণে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। বিষয়টি নজরে আসতেই তাই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করা হয়।

আরপিএফ সূত্রে খবর, রেলের ওই তামার তারগুলি সিগন্যালিংয়ের বিভিন্ন কাজে লাগে। এছাড়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারিগুলির একেকটির দাম ২০-২৫ হাজার টাকা। এই তার, ব্যাটারি চুরি করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। নজরদারির অভাবে মাঝেমধ্যেই সেইসব চুরি হয়ে যাচ্ছে। আর রেলের এই জিনিস চুরির পেছনে কোনও বড় চক্রের হাত রয়েছে বলে আরপিএফ কর্তাদের অনুমান।

## তদন্ত দাবি

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : ইউটিইউসি'র পক্ষ থেকে বীরভূমে শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনিভাবে কয়লা উত্তোলন চলছে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছি।'


**কর্মখালি**

শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে অবস্থিত নামী হোটেলের জন্য ম্যানেজার চাই। যোগাযোগ ঃ বক্স নং 8246, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি।

**ভাড়া**

শিলিগুড়ি - অরবিন্দপল্লিতে গ্যারাজ ভাড়া দেওয়া হবে। Mob : 8250341532. (C/112500)


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৫৯৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৬৩৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭২৫৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৯২৪০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৯২৫০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর



**হারিয়ে যাওয়া**

*সুখিয়াপোখরির অদূরে পারমাগুড়ি খাসমহলে ছবিটি তুলেছেন মৃত্তিকা ভট্টাচার্য।*


**এসি কোচের এসকর্টিংয়ের জন্য এসিসিইএ-এর আউটসোর্সিং কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল-জিএইচ-১৬৫ অব ২০২৪-২৫; তারিখ: ০১-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল-জিএইচ-১৬৫। কাজের নাম ঃ ৪ বছর সময়ের জন্য গুয়াহাটি ও কামাখ্যায় প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণের ডিপোতে এলএইচবি এবং এসকি এসি কোচের এসকর্টিংয়ের জন্য এসিসিইএ-এর আউটসোর্সিং কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২১,৬২,০৬,৮৩৮.১৬ টাকা; বায়নার ধন: ১২,৩১,০০০.০০ টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিইই/গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**পূর্ব রেলওয়ে**

নোটিস নং. ঃ সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ঃ ০৩.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ই-টেন্ডার নং ঃ ক্র. নং. ১. এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_১৫_ওটি, তারিখ ঃ ০৩.১০.২০২৪; কাজের নামঃ ডিআরএম অফিস, মালদার পেছনদিকে বিপর্যয় মোকাবিলা বা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রুম নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি-র কাজ; টেন্ডার মূল্য ঃ ৯৭,০৯,৯০৪.১৩ টাকা; বায়না অর্থঃ ১,৯৪,২০০.০০ টাকা; ক্র. নং. ২. এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_১৬_ওটি, তারিখ ঃ ০৩.১০.২০২৪; কাজের নামঃ মালদা ডিভিশনে কন্ট্রোল সার্কিটের জন্য ৮টি চ্যানেলযুক্ত ভয়েস ডাটা লগার, মনিটর প্রভৃতির প্রতিস্থাপনের কাজ; টেন্ডার মূল্য ঃ ৩১,৪০,২১৯.০০ টাকা; বায়না অর্থঃ ৬২,৮০০.০০ টাকা; ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ ১১.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ২৫.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১১ টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিসবোর্ডঃ সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।

MLD-109/24-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK
A GOVT. ENTERPRISE

HEAD OFFICE, SHIB BARI ROAD, COOCHBEHAR – 736 101 (WEST BENGAL)

IMPLIMENTATION OF PENSION SCHEME IN REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As per the instructions of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt.of India vide LR No. F.No. 8/4/2024-RRB dated -03.10.2024 all those employees who were in Bank's Service on or before 31.03.2010 will be given the benefit of pension from 01.11.1993.

Therefore through this public notice it is inform to all such employees who were in the Bank's Service on or before 31.03.2010 and are not currently drawing pay or pension, have been dismissed /deceased, have taken compulsory retirement / resigned or their legal heirs to apply for pension along with necessary documents (to be downloaded from the Bank website **www.ubkgb.org**) at any regional office of UBKGB, where from he/she is willing to draw pension. The last date for submission of application is 22.10.2024. Application form is available on bank's website **www.ubkgb.org.**

Sd/-
General Manager

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Tekka
(Bengali)
Xing : Dev, Swastika, Rukmini
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M


## শারদীয়ায় ভ্রমণপ্রেমীদের এনবিএসটিসির উপহার

# কলকাতা যেতে স্পেশাল বাস

অনসূয়া চৌধুরী

**জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** পুজো উপলক্ষ্যে নতুন নতুন ট্রেন চালু হয়। এবার কলকাতাগামী পুজো স্পেশাল বাস চালু করছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর জলপাইগুড়ি ডিপো। আর ট্রেনের টিকিটের জন্য হা-হুতাশ করতে হবে না ভেবে খুশি জলপাইগুড়িবাসী। জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা অভীক কর্মকার বলেন, 'আমার ছেলে কলকাতায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করে। সে ষষ্ঠীতে ছুটি পাবে। কিন্তু টিকিট না পাওয়ায় খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। এখন আর চিন্তা নেই।' ষষ্ঠীর বিকেলে পুজো স্পেশাল বাসে চেপে বাড়ি ফিরতে কোনও সমস্যাই হবে না বলে জানালেন।

এনবিএসটিসি'র জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে পঞ্চমীর ভোর পাঁচটা নাগাদ কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবে বাসটি। সেই বাসটি ষষ্ঠীর বিকেলে কলকাতা থেকে রওনা দেবে এবং সপ্তমীতে জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। স্পেশাল বাসটিতে আসন রয়েছে ৫৫ জনের মতো। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার ভাড়া রাখা হয়েছে ৪৮০ টাকা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ি ডিপো ইনচার্জ দীপক রাহা জানালেন, পুজোর সময় ট্রেনের টিকিটের আকাল পড়ে যায়। তৎকালেও টিকিট পাওয়া যায় না অনেকসময়। ফলে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরতে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। তাঁদের কথা মাথায় রেখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পুজো স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা করেছে। বললেন, 'শুধুমাত্র কলকাতা নয়, এই বাসে মালদা, ফরাক্কাও যাওয়া যাবে। ফেরার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা রয়েছে।'

কলকাতাগামী বাসে দুজন চালক সহ একজন কনডাক্টর থাকবেন। নিরাপত্তার বিষয়ে নজর রাখা হবে। তবে অগ্রিম বুকিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। শিলিগুড়ি, ইসলামপুর সহ অন্যান্য স্টপে জায়গা থাকলে সেখান থেকে টিকিট কেটে বাসে উঠতে পারবেন যাত্রীরা। কলকাতা থেকে কেউ আসতে চাইলে সেখানকার ডিপোতে যোগাযোগ করলে সময় জানা যাবে।



**যাত্রার কথা**

- জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে পঞ্চমীর ভোর পাঁচটা নাগাদ কলকাতার উদ্দেশে রওনা
- তারপর ষষ্ঠীর বিকেলে কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে সপ্তমীতে জলপাইগুড়ি
- জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার টিকিটের দাম ৪৮০ টাকা, অগ্রিম বুকিং করতে হবে না

# জমিয়ে ঠাকুর দেখা, ভোজন

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** চতুর্থীতে পুজো পরিক্রমায় বেরিয়ে ঠাকুর দেখার পাশাপাশি জমিয়ে চলল খাওয়াদাওয়া। প্যাটিস থেকে ফ্রায়েড রাইস- মেনুতে ছিল হরেক কিসিমের খাবার। এই পুজো পরিক্রমার উদ্যোক্তা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। পঞ্চমীতেও থাকছে এই ব্যবস্থা। সোমবার নিগমের বাসে চেপে শিলিগুড়ির বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে খুশি দর্শনার্থীরা। এজন্য যাত্রীপিছু নেওয়া হয়েছে ৩৫০ টাকা করে। এনবিএসটিসির শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার শ্যামল সরকারের বক্তব্য, 'সরকারি উদ্যোগে পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

বিগত বছরে ভালো সাড়া পাওয়ায় নিগম এবার দু'দিন পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা করেছে। চলতি মাসের গোড়ায় শুরু হয়েছিল টিকিট বুকিং। জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বাস ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে পৌঁছোতে হবে। সেইমতো এদিন নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়ে যান সকলে।

বাসে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই সকলকে দেওয়া হয় ভুজিয়া, প্যাটিস, জলের বোতল। ডিনারে ছিল ফ্রায়েড রাইস, পনির। জয় দাস, মালবিকা রায়দের বলতে শোনা গেল, 'এটা অন্যধরনের পুজো পরিক্রমা। এর আনন্দই আলাদা।' বীথিকা বলছিলেন, 'আগে বাসে চেপে পুজো পরিক্রমায় তেমন উন্মাদনা ছিল না। গতবছর থেকে এই উন্মাদনাটা চোখে পড়ছে।'

এদিন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে উত্তর মাল্লাগুড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ চত্বরে যায় পরিক্রমার বাস। পরে সেন্ট্রাল কলোনি সহ শহরের বিভিন্ন পুজো পরিক্রমা করে সেটি। এবার একসঙ্গে ৩৯ জন যাত্রী যাতে বাসে চেপে পুজো পরিক্রমা করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডিভিশনাল ম্যানেজার বলেছেন, 'বছর তিনেক আগে এই পরিষেবা শুরু হয়েছিল। এজন্য আমরা যাত্রীপিছু ন্যূনতম টাকা নিয়ে থাকি।'



*এনবিএসটিসির বাসে পুজো পরিক্রমা। সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : তপন দাস*


**পূর্ব রেলওয়ে**

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্কিং/মালদা/২০২৪, তারিখঃ ০৫.১০.২০২৪।

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে জঙ্গীপুর (জেআরএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-২০২৪-১১; নিলাম শুরুঃ ২১.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। লট নং. ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-জেআরএলই-এমএস-২৫-২৪-১; স্টেশন ঃ জঙ্গীপুর, আরও বিশদের জন্য সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-110/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ


## আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ :** হারোনো কোনও জিনিস আজ ফেরত পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দলাভ। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিতে পারবেন। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ। **মিথুন :** সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **কর্কট :** ব্যবসায়িক কাজে দূরে যেতে হতে পারে। সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা আজ ভালো সুযোগ পাবেন। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে অযথা ঋণ করতে যাবেন না। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কন্যা :** চিকিৎসকের পরামর্শ পালন করুন। পথে চলতে আজ খুব সতর্ক থাকুন। **তুলা :** দূরের প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার মিলতে পারে। ছেলের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** অফিসে কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। ধার পরিশোধ করতে হবে আজ। **মকর :** ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনায় সুফল মিলবে। বাবার সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। **কুম্ভ :** সংসারের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে কষ্ট। **মীন :** ব্যবসার জন্য বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। আজ সাংসারিক কাজে ব্যস্ততা থাকবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২১ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৬ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর ২০২৪, ২১ আহিন, সংবৎ ৫ আশ্বিন সুদি, ৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১৬। মঙ্গলবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৯। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১।৪। সৌভাগ্যযোগ শেষরাত্রি ৪।৪৪। বালবকরণ দিবা ৭।৯ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।২০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১।৪ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।২ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৮ গতে ৮।২১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ দিবা ৭।৯ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১।৪ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৬ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৭।৯ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর বোধন। ভারতীয় বায়ুসেনা দিবাস (৮ অক্টোবর)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩ মধ্যে ও ৭।১৪ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৮।২১ মধ্যে ও ৯।১২ গতে ১১।৪৬ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ৩।১১ মধ্যে ও ৪।৫৪ গতে ৫।৩৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্দি শৈশব।।

*শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোমণ্ডপ ও প্রতিমা। ছবি : তপন দাস*

# সীমান্তের পুজোয় সম্প্রীতির নজির

**ফাঁসিদেওয়া, ৭ অক্টোবর :** দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে ফাঁসিদেওয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পুরোনো হাটখোলায়। এলাকার সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষ মিলে এই পুজো করে আসছেন। যদিও মডার্ন স্পোর্টিং ক্লাব দীর্ঘ ৬৪ বছর ধরে এই প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী পুজো পরিচালনা করছে। পুজো কমিটির সদস্যদের কথা অনুযায়ী, দীর্ঘ ১০ বছরের বেশি সময় ধরে মণ্ডপসজ্জার কাজ করে আসছেন স্থানীয় মহম্মদ সফিরুল। এ বছরও তিনিই মণ্ডপ তৈরি করছেন। স্থানীয় মৃৎশিল্পী শুকদেব মালাকার তৈরি করছেন প্রতিমা।

ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ পরেশ বিশ্বাস জানান, সীমান্ত ঘেঁষা এলাকা হওয়ায় পুজোর সময় বিএসএফ এবং পুলিশের তরফ থেকে সমস্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়। এই এলাকার বাসিন্দা দিবাকর সাহা ও তন্ময় মণ্ডল-এর কথায়, এই পুজোয় সম্প্রীতি যেমন বজায় থাকে তেমনই পুজোর অন্যতম উপাদান হল ভক্তি।

দেশভাগের আগে ওপার বাংলা থেকেও অনেক মানুষ মহানন্দা নদী পেরিয়ে এই পুজো দেখতে আসতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই বদলেছে, দু'দেশের মাঝে বসেছে কাঁটাতারের বেড়া। তবুও স্থানীয় প্রবীণ এবং নবীনদের সমন্বয়ে চলছে পুজোর আয়োজন।

# শেষমুহূর্তে ভিড় চোপড়ার বাজারে

*চোপড়া হাটে পুজোর কেনাকাটার ভিড়। সোমবার। -সংবাদচিত্র*

**চোপড়া, ৭ অক্টোবর :** পুজোর বাজার জমে উঠেছে। শেষমুহূর্তে চোপড়ায় জমে উঠেছে পুজোর বাজার। চোপড়া চা বলয়ে বোনাস দেওয়া শুরু হতেই প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা থেকে সদর চোপড়ায় কেনাকাটা করতে আসছেন অনেকে। সোমবার চোপড়া হাটে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়। এখানকার ব্যবসায়ীদের কথায়, দেরিতে হলেও পুজোর বাজার জমতে শুরু করেছে। চোপড়া বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী কৌশিক বসাক বলেন, '৩-৪ দিন ধরে বাজারে কেনাকাটা শুরু হয়েছে।' একই বক্তব্য ব্যবসায়ী মিন্টু বসাকের।

দাসপাড়া বাজার কমিটির ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ তরফদারের কথায়, 'শেষলগ্নে পুজোর বাজার জমে উঠেছে। হাটবারে অনেকে কেনাকাটা করেন।' এলাকার অধিকাংশ চা বাগানে পুজোর বোনাস দেওয়া শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, এবার কাঁচা চা পাতার দাম ঊর্ধ্বমুখী। বিশেষ করে পুজোর বাজারে এলাকায় ফুরফুরে মেজাজ ক্ষুদ্র চা চাষি ও আনারসচাষিদের। এদিকে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের কথায়, আজকাল অনেকেই বাইরে গিয়ে বিভিন্ন শপিং মলে কাপড় কেনেন। অনেকে আবার অনলাইনে কেনাকাটা করেন। তাই আগের মতো আর ব্যবসা নেই। চোপড়ার এক জুতো ব্যবসায়ী মহম্মদ আলম বলেন, 'এবার বাচ্চাদের জন্য কেনাকাটা বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে।'

# সৎমাকে খুনের চেষ্টা

## উঠে আসছে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের তত্ত্ব

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** প্রথমে ছুরির আঘাত করে সৎমাকে হত্যার চেষ্টা। নজর ঘোরাতে বহিরাগতরা হামলা চালিয়েছে বলে বাড়ি থেকে পালিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। শরীরে লেগে থাকা রক্ত দেখে সন্দেহ হওয়ায় শেষমেশ এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়েন ওই তরুণ। পরে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে। রবিবার গভীর রাতে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকদইবাড়ির এমন ঘটনায় শিহরিত এলাকার বাসিন্দারা।

সোমবার দুপুরে অভিযুক্ত গোপাল পালের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত জখম অনীতা পালের প্রতিবেশী শিবু দাস। এরপর সোমবার সন্ধ্যায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিবেশী বলছেন, 'গোপালের গায়ে রক্ত দেখেই সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসা করতেই গোপাল জানায়, অন্য দুই ব্যক্তি নাকি অনীতাকে হত্যার চেষ্টা করেছে। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গোপালকে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দিই।'

বছর কুড়ি আগে স্বামী মারা যায় অনীতার। প্রায় একই সময় ফকদইবাড়ির বাসিন্দা প্রশান্ত পালের স্ত্রী দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এরপর অনীতা

*ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ফকদইবাড়িতে সোমবার।*

ও প্রশান্ত দুজনেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। এরপর থেকে আগের স্ত্রীর সঙ্গে এই পরিবারের আর কোনও যোগাযোগ ছিল না, এমনটাই বলেছেন বাসিন্দারা। নতুন সংসারে প্রশান্ত ও অনীতার দুই মেয়ে হয়। বর্তমানে ১৪ ও ৫ বছর বয়সি দুই মেয়ে রয়েছে অনীতার। কিন্তু দশ মাস আগে মৃত্যু হয় প্রশান্তর। তারপর থেকে দুই মেয়েকে নিয়ে সমস্যায় পড়েন অনীতা। সংসার চালাতে প্রশান্তর রেখে যাওয়া বাইক ও টোটো বিক্রি করতে হয়েছে অনীতাকে। তেলিপাড়া এলাকায় একটি সোফা বানানোর ছোট কারখানা ছিল প্রশান্তর। এখন সেটিও প্রায় ধুঁকতে শুরু করেছে।

অনীতার বড় মেয়ের কথায়, 'বাবা মারা যাওয়ার আগে জানতামই না তাঁর আগে কোনও সংসার ছিল। বাবার মৃত্যুর কয়েকমাস পর থেকে আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে দাদা। তবে এর আগে কোনওদিন রাতে থাকত না। কিন্তু রবিবার রাতে দাদা আমাদের বাড়িতে থেকে যায়।'

খবর পেয়ে কোচবিহার থেকে আসা অনীতার এক আত্মীয় পায়েল ঘোষ পালের অভিযোগ, 'প্রশান্তর বাইকটি দেওয়ার জন্য অনীতাকে চাপ দিচ্ছিল গোপাল। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তিনি। অনীতাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খুনের চেষ্টা করেছে সে।'

থানায় অভিযোগ দায়ের করা শিবুর কথায়, 'রাত দেড়টা নাগাদ চিৎকার শুনে ওই বাড়িতে যাই। ঘরে গিয়ে অনীতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখি। উপায় না দেখে টোটোয় করে তাঁকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাই।' স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, অনীতাকে আঘাত করে প্রথমে টিনের বেড়া ও দেওয়াল টপকে পালিয়ে যান গোপাল। কিন্তু পরবর্তীতে ফেলে যাওয়া চটি ও মোবাইল নিতে এসেই ধরা পড়ে যান।

সোমবার দুপুরে অনীতার বাড়িতে যায় পুলিশ। পুলিশের কাছে অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা কমল পাল বলছেন, 'পুলিশের তরফে সঠিক তদন্ত করে দোষীর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।'

# ফোন করে টাকা দাবি

**চাকুলিয়া, ৭ অক্টোবর :** গোয়ালপোখর-২ ব্লকের জয়েন্ট বিডিওর নাম করে পঞ্চায়েত প্রধানদের কাছ থেকে ফোনে টাকা চাইছেন এক ব্যক্তি। প্রধানদের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে জয়েন্ট বিডিওর নাম করে এক ব্যক্তি প্রতিদিন ফোন করে বলছেন টাকা লাগবে। সোমবার ব্লক অফিসে গিয়ে জয়েন্ট বিডিওকে অভিযোগ জানান ব্লকের সমস্ত প্রধান। জয়েন্ট বিডিও দেবব্রত প্রামাণিক বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।' কানকি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাইসার আলমের বক্তব্য, 'জয়েন্ট বিডিওকে ভালোভাবে চিনি। তিনি একজন সৎ মানুষ। এসব কাজ তিনি করতে পারেন না।'

# আগুন

**ফাঁসিদেওয়া, ৭ অক্টোবর :** বিধাননগরের মুরালীগঞ্জ এলাকায় চা কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে সোমবার। খবর পেয়ে মাটিগাড়া ও ইসলামপুর থেকে ২টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে যায় বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। আগুন লাগায় কারখানার চিমনি সহ বিভিন্ন জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

# বেহাল রাস্তায় ভোগান্তি

**খড়িবাড়ি, ৭ অক্টোবর :** খড়িবাড়ির ভালুকগাড়া এলাকায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাকা রাস্তার কাজ চলছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই কাজ হচ্ছে। চলতি বছরের মে মাসে ভালুকগাড়া থেকে পশ্চিম পাটারামজোত পর্যন্ত ৪.৩ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে চার মাস ধরে স্বর্ণমতি লোহারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৫০০ মিটার অংশে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। রাস্তা নির্মাণের জন্য ঠিকাদার সংস্থা বিভিন্ন সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছে। অভিযোগ, এর জেরে দুর্ঘটনা ঘটছে। তবে কেন চার মাস ধরে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ, তা প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কিংবা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি- কারও জানা নেই। হঠাৎ করে কাজ বন্ধে ক্ষুব্ধ তৃণমূলের বিন্নাবাড়ি অঞ্চল সভাপতি সাগর মালাকার। তিনি বলেন, 'কেন বন্ধ জানা নেই। রাস্তায় ভাঙা পাথর বিছিয়ে রেখেছে ঠিকাদার সংস্থা। মানুষের চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছে।'

স্থানীয় তরুণ তাপস সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রাস্তায় পাথর বিছিয়ে রাখায় টোটো, গ্যাসের গাড়ি ঢুকছে না। পাথর ছিটকে মানুষের গায়ে লাগছে। হামেশাই ঘটছে দুর্ঘটনা। অথচ সব দেখেও জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন নীরব।' পশ্চিম পাটারামজোতের হরিপদ বর্মন, বুলা সরকারের অভিযোগ, 'শিডিউল অনুযায়ী রাস্তাটি করা হয়নি। দেখার কেউ নেই, বলারও কেউ নেই। ঠিকাদার হঠাৎ কাজ বন্ধ করায় চরম ভোগান্তি হচ্ছে।' দ্রুত কাজ শুরুর দাবি করেছেন এলাকাবাসী। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সাগর মালাকারের বক্তব্য, 'এই রাস্তা দিয়ে কয়েকটি গ্রামের পড়ুয়া সাইকেলে চেপে স্কুলে যায়। মুমূর্ষু রোগী ও গর্ভবতীদের খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। রাস্তায় পাথর থাকায় তাঁদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কাজ চালুর বিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে জানানো হয়েছে।'

সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'কেন রাস্তা নির্মাণ বন্ধ তা জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে কথা বলে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।'

सत्यमेव जयते
Government Of India

NSO INDIA
Data for Development

রাষ্ট্র নির্মাণে
যোগদান করার সুযোগ

আসুন আমরা জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে মজবুত করি

পরিসংখ্যান এবং কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক (এমওএসপিআই) বিভিন্ন বিষয়ের উপর সারা ভারত সমীক্ষা পরিচালনা করবে

চলমান সমীক্ষা

- সাময়িক শ্রমশক্তি সমীক্ষা (পিএলএফএস)
- শিল্পসমূহের বার্ষিক সমীক্ষা (এএসআই)
- অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এমন সেক্টর উদ্যোগের বার্ষিক সমীক্ষা (এএসইউএসই)
- সময়ের ব্যবহার সমীক্ষা (টিইউএস)
- পরিষেবা সেক্টর উদ্যোগের বার্ষিক সমীক্ষা (এএসএসএসই)
- কৃষি সমীক্ষা
- মূল্য সংগ্রহ

সমস্ত নাগরিক / উদ্যোগসমূহকে জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের আদমসুমারির কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সহযোগিতা করার অনুরোধ করা হচ্ছে

এনএসও, এমওএসপিআই-এর রিপোর্টসমূহের জন্য অনুগ্রহ করে www.mospi.gov.in দেখুন

CBC 39101/13/0002/2425

www.mospi.gov.in @GoIStats /GoIStats Ministry of Statistics and Programme Implementation Ministry of Statistics & PI

# দিলীপকে কার মদত, চর্চা শহরে

ভাস্কর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** সম্প্রতি নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে শিলিগুড়ির এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বলেছিলেন, 'পুরনিগমের মেয়র পরিষদের সদস্য দিলীপ বর্মনের অনেক বড় হাত। তাই ও যা কিছু বলুক না কেন, কেউ কিছু করতে পারবেন না।' এর আগে দলের জেলা সভানেত্রীকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বেফাঁস কথা বলার পর শাসকদলের এক গোষ্ঠীর নেতারা বলতে শুরু করেছিলেন, দিলীপ আসলে বর্ষীয়ান নেতা গৌতম দেবের লোক। তাই নাকি ওঁর এত ডোন্ট কেয়ার মনোভাব। এবার সেই গৌতমকে নিয়ে দিলীপের মন্তব্য ঘিরে ফের রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা, তবে কি ওর হাত কলকাতা পর্যন্ত?

কেন এত জল্পনা? বেশ কয়েকমাস আগে দলের পাপিয়া ঘোষের দল পরিচালনাকে কটাক্ষ করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছিলেন ওই মেয়র পারিষদ। একবার নয়, বেশ কয়েকবার পাপিয়ার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেও শুধুমাত্র শোকজ ছাড়া আর কোনও পদক্ষেপ করেনি দল। শোকজকে যে দিলীপ তেমন আমল দেন না, সেটা প্রমাণ হল। এবার খোদ শিলিগুড়ির মেয়রের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন তিনি। যা নিয়ে ফের মেয়র পারিষদের দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে, তিনি স্পোর্টস ও ট্রেড লাইসেন্সের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মেয়র পরিষদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ দিন পুরনিগমে আসেন না। এমনকি প্রতিমাসে যে বোর্ডসভা হয়, সেখানে তাঁর অনুপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই বলেছেন, দিলীপের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব ব্যবস্থা না নেওয়ায় বহু নেতা-কর্মী বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছেন নিজের দোষ ঢাকতে। সেসময় জেলার নেতারা সদুত্তর দিতে পারছেন না।



**বিতর্কিত নেতা**

- এর আগে পাপিয়ার বিরুদ্ধে বেফাঁস মন্তব্য
- শোকজ করলেও উত্তর দেননি দিলীপ
- তারপরেও ব্যবস্থা নেয়নি দলীয় নেতৃত্ব
- এবার গৌতমকে কটাক্ষ মেয়র পারিষদের
- নিজের দোষ ঢাকতে দিলীপকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার বহু নেতার
- মেয়র পারিষদের বাড়বাড়ন্তের পেছনে দলে কলকাতা-যোগের জল্পনা

কয়েকমাস আগে দিলীপ স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তিনি জেলা সভানেত্রীকে মানেন না। এছাড়া আইএনটিটিইউসি'র কমিটি গঠন নিয়েও পাপিয়ার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। একসময় বলেছিলেন, তিনি জেলা সভানেত্রীর কাছে জবাব দিতে বাধ্য নন। যা বলার গৌতম দেব এবং কলকাতায় জানাবেন। তখন অনেকের ধারণা হয়েছিল, গৌতমের সৌজন্যে দিলীপের এত বাড়বাড়ন্ত।

এবার সেই ধারণা ভেঙে চুরমার হল। গৌতমের বিরুদ্ধেই শনিবার দিলীপের মন্তব্য, 'মেয়র সাহেব শুধু ঘরে বসে বড় বড় কথা বলেন। তিনি কোনও কাজ করতে পারছেন না। উনি যে কথা বলেন, তাতে কাজ হচ্ছে না। শুধুমাত্র নাম কামানোর জন্য বসে রয়েছেন। উনি যেভাবে কাজ করাচ্ছেন, সেটা ঠিক নয়। ওনার চেহারা দেখে আমাদের কী লাভ?' যদিও পুজোর সময় মেয়র এ নিয়ে কিছু বলতে রাজি হননি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কার মদতে পুষ্ট দিলীপ? ওনার হাত কি বেশি সত্যিই কলকাতা পর্যন্ত? কোন প্রভাবশালীর অঙ্গুলিহেলনে জেলার শীর্ষ নেতাদের পাত্তা দিচ্ছেন না? দলই বা কেন এতকিছুর পর ব্যবস্থা নিতে পারছে না?

জেলা সভানেত্রী শোকজ করলেও তিনি উত্তর দেননি। পাপিয়া অবশ্য প্রতিক্রিয়া দিতে নারাজ। এই পরিস্থিতিতে দলের অন্দরে অনেকে বলছেন, 'পাপিয়ার বিরুদ্ধে বেফাঁস মন্তব্যে যদি জেলার সমস্ত স্তরের নেতা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করতেন, তবে এদিন দেখতে হত না।'

## টুকরো খবর

### জামা উপহার

**বাগডোগরা ও চোপড়া, ৭ অক্টোবর :** দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে সোমবার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন নতুন জামা উপহার দিলেন কয়েকজনকে। এদিন মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বালাসন কলোনিতে প্রায় ২০০ জনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আঠারোখাইয়ের ছিট বাসিন্দাকে জামা উপহার দেন পদ্ম বিধায়ক এবং দলের আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ। এদিনই চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে এলাকার দুঃস্থদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিলি করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল, আইসি সুরজ থাপা প্রমুখ।

### গোরু উদ্ধার

**ফাঁসিদেওয়া, ৭ অক্টোবর :** পেঁয়াজের আড়ালে লুকিয়ে পাচারের সময় ১৫টি গোরু উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি চালানোর সময় এক চালক রাস্তার পাশে লরি রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশ তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় গোরু। প্রাণীগুলোকে খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। পাচারে ব্যবহৃত লরিটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গোরু বিহার থেকে অসমে পাচার করা হচ্ছিল বলে পুলিশের অনুমান। ঘটনায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। চালকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

### 'সোনার তরী'

**বাগডোগরা, ৭ অক্টোবর :** আঠারোখাইয়ে শিলিগুড়ি বিএড কলেজের মাঠে পঞ্চানন স্মৃতি সংঘের দুর্গাপুজোর এবারের থিম 'সোনার তরী'। নিপুণ শিল্পকল্পায় ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপের বাইরের আর ভেতরের অংশ।

আয়োজক কমিটির কর্তা শিবানন্দ বর্মন বললেন, 'আমরা প্রতিবছর বিগ বাজেটের পুজো আয়োজন করি। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। মণ্ডপ তৈরি করছেন জলপাইগুড়ির শিল্পীরা। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়া হচ্ছে প্রতিমা।' মঙ্গলবার পুজো উদ্বোধন করবেন স্থানীয় প্রবীণরা। থাকছে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক এবং প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান।

### নতুন আইসি

**চোপড়া, ৭ অক্টোবর :** চোপড়া থানার নতুন আইসি হিসেবে সোমবার কাজে যোগ দিলেন সুরজ থাপা। এর আগে তিনি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট (এসবি)-এর ইনস্পেকটর ছিলেন। এদিনই চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে সদর চোপড়ায় টোটোচালকদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক বৈঠক হয়। পুজোর দিনগুলোতে যানজট এড়াতে টোটো চালানোর নির্দিষ্ট রুট ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

### বাগানে বিবাদ

**চোপড়া, ৭ অক্টোবর :** চোপড়ার ভবানী চা বাগানে বোনাস দেওয়া ঘিরে সোমবার উত্তেজনা ছড়াল। রবিবার এখানে বোনাস দেওয়া হয়। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এক শ্রমিক বোনাস নিতে গেলে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তখন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। সেই ঘটনার জেরে এদিন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।



সপরিবারে।। শিলিগুড়ির কলেজপাড়া পুজো কমিটির প্রতিমা। সোমবার। ছবি : তপন দাস

# থিমে 'লালকেল্লা'

**নকশালবাড়ি, ৭ অক্টোবর :** নিজেরা কখনও দিল্লি যাননি। চোখের সামনে দেখেননি লালকেল্লা। মোবাইলের সামাজিক মাধ্যমে লালকেল্লা দেখে সেটি তৈরি করছেন রঞ্জিত, শংকর, ডালিম, নরবন্দ্রনাথরা। গত দেড় মাস ধরে লালকেল্লা তৈরি করতে দিনরাত এক করে ফেলেছেন তাঁরা। পরিবার পরিজন ছেড়ে তাঁরা পড়েছিলেন নকশালবাড়িতে। ময়নাগুড়ির নরবন্দ্রনাথের সঙ্গী তাঁরই প্রতিবেশী আরও দশজন শ্রমিক। নকশালবাড়ি কোটিয়াজোতের বিবেকানন্দ ক্লাবের চলতি বছরের মণ্ডপের থিম দিল্লির লালকেল্লা। পুজোর বাজেট প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। এটি তৈরি করতেই ময়নাগুড়ি থেকে দশজন মণ্ডপশিল্পীকে নিয়ে এসেছে নকশালবাড়ির এই ক্লাব। এদের কাঁধেই দায়িত্ব ছিল লালকেল্লা তৈরির।

নকশালবাড়ির মূল শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার অন্দরে রয়েছে দক্ষিণ কোটিয়াজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ। সেখানেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দিল্লির লালকেল্লা। এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই মেচ, আদিবাসী, রাজবংশী সম্প্রদায়ের। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই পুজো শুরু করেছিলেন। এবার সেই বিবেকানন্দ ক্লাবের পুজোর দ্বিতীয় বছর। সোমবার সেখানে দেখা গেল মণ্ডপ তৈরির কাজ এখনও অনেকটাই বাকি। মঙ্গলবার উদ্বোধন। প্যান্ডেল তৈরির মূল কারিগর নরবন্দ্রনাথ বেশি দূর পড়াশোনা করেননি। ছোট থেকেই প্যান্ডেলের কাজ করেন। কে বানিয়েছিলেন লালকেল্লা তাও তাঁর অজানা।

বছর ৪২-এর নরবন্দ্র এবারই প্রথম নকশালবাড়িতে এলেন। তিনি বলেন, 'আমি কখনও শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির বাইরে যাইনি। লালকেল্লা দেখাও দূর অস্ত। ইউটিউব দেখেই গোটা প্যান্ডেলটা বানানোর চেষ্টা করেছি। মাঝে বৃষ্টির জন্য কাজ অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছিল। তাই, গত সাতদিন ধরে আমরা রাতে মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাজ করছি।' আরেক কর্মী রঞ্জিত রায়ের কথায়, 'বাড়িতে ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, বাবা রয়েছেন। কয়েকদিন ধরে দু'দণ্ড কথা বলার সময় পাইনি। কাজ শেষ হলেই বাড়ি ফিরে সবার জন্য নতুন পোশাক কিনব। মণ্ডপ ভালো হলে সবাই ক্লাবের নাম করে আমাদের কথা কেউ মনে রাখে না।'

# চালু করা যাচ্ছে না আধার পরিষেবা

**ফাঁসিদেওয়া, ৭ অক্টোবর :** যন্ত্রাংশ আনা হয়েছে। অথচ অনুমোদন না মেলায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র (বিএসকে)-এ এখনও চালু করা গেল না আধার পরিষেবা। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পাঁচটিতে বিএসকে রয়েছে। সেখানে আধার পরিষেবা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। কিন্তু এখনও পরিষেবা না মেলায় গোটা ব্লকের মানুষকে আধার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্য যেতে হচ্ছে শিলিগুড়ি শহরে।

সপ্তাহে একদিন (শনিবার) শুধুমাত্র ফাঁসিদেওয়া পোস্ট অফিসে আধার ক্যাম্প বসে। সেখানে শিশুদের আধার কার্ড তৈরি থেকে আধার সংশোধন, যাবতীয় কাজ হয়। সপ্তাহের বাকি দিনগুলি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। তাই আধার পরিষেবাকেন্দ্র তৈরির দাবি উঠেছিল। এখনও তা চালু করা যায়নি। ফাঁসিদেওয়ার

**ফাঁসিদেওয়া**

বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেছেন, 'আধার পরিষেবাকেন্দ্র চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। সেটা পাওয়া গেলেই বাড়ির কাছেই পরিষেবা পাবেন।'

প্রশাসনের তরফে বিএসকেগুলিতেই আধার পরিষেবা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিএসকে'র কর্মীদের আধার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এমনকি সমস্ত যন্ত্রাংশও এসে গিয়েছে। কিন্তু অনুমোদন না মেলায় পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না।

অপরদিকে, হেটমুড়ি সিংহীঝোরা এবং জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও পর্যন্ত বিএসকে চালু করা যায়নি। সূত্রের খবর, ওই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিএসকে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আনা হয়েছে। শীঘ্রই সেখানে কর্মী নিয়োগ হবে।

লিউসিপাকড়ির বাসিন্দা সঞ্জয় সিংহ বলেন, 'আমরা ফাঁসিদেওয়া বিএসকেতে যাই। এখানে বিএসকে চালু হলে আর দূরে যেতে হবে না।' লিচুবাগানের চুনারাম মুর্মুর কথায়, 'আমাদের এলাকায় আধার পরিষেবা চালু হলে সকলেই উপকৃত হবে।'

# স্কুল মাঠে অবৈধ নির্মাণ

মহম্মদ হাসিম

**খড়িবাড়ি, ৭ অক্টোবর :** গত দুই বছর ধরে সরকারি স্কুলের জমি দখল হয়ে রয়েছে। খড়িবাড়ি ব্লকের রামভোলাজোতের ধুলিয়া প্রাথমিক স্কুলের মাঠে বাড়ি তৈরি করে ফেলেছেন এক ব্যক্তি। অভিযোগ, সব জানা সত্ত্বেও হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে প্রশাসন। এমনকি এব্যাপারে প্রশ্ন করলে ওই স্কুলের শিক্ষকরা পরস্পরকে দোষারোপ করে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই বছর আগে জমি দখলের বিরুদ্ধে খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ, তারপর থেকে এতগুলো দিন পেরিয়ে গেলেও কেউ কোনও পদক্ষেপ করেনি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৃণাল সিংহ বাতাসি সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআই)-এর দিকে দায় ঠেলে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সেসময় বাতাসি সার্কেলের এসআই থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার পরে কী হল, তা তিনি (এসআই)-ই বলতে পারবেন।'

এদিকে বাতাসি সার্কেলের এসআই দিলীপ বর্মন আবার সম্পূর্ণ বিষয়টি শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। এসআইয়ের কথায়, 'থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর গোটা বিষয়টা দেখছেন চেয়ারম্যানই। তিনি স্কুলের নথিপত্র এখনও আমাদের দপ্তরে পাঠাননি।' এদিকে চেয়ারম্যান বলেছেন, 'বিষয়টি আমার জানা

**খড়িবাড়ি**

নেই।' তবে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

যাঁর বিরুদ্ধে স্কুলের জমি দখলের অভিযোগ উঠছে, সেই বিশ্বজিৎ সিংহের দাদা তাপস সিংহ যুক্তি দিয়েছেন, 'আমার দাদু এই স্কুলকে জমি দান করেছিলেন। কিন্তু পুরো জমি দান করেননি।' তাঁর দাবি, 'আমার ভাই যেটুকু জমিতে বাড়ি বানিয়েছে, সেটা আমাদের জমি।'

স্কুলের পাশেই বাড়ি দীপেন রায়ের। গ্রামের একমাত্র স্কুলের জমি দখল হয়ে থাকলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে 'চুপ' করে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। যাঁরা স্কুলের জমিতে ঘর বানিয়ে গত দু'বছর ধরে বসবাস করছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই মাঠের চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে অধিকাংশ জায়গা ঘিরে ফেলেছেন বলে অভিযোগ।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেছেন, 'এর আগে যখন অভিযোগ উঠেছিল, তখন আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। সব দেখেশুনে স্কুল কর্তৃপক্ষকে ঠিকঠাক করে নিতে বলেছিলাম। বিএলএলআরওকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম।' তাঁর অভিযোগ, 'স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উদাসীন। তাঁরা তাঁদের জমি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেননি।

স্কুলটি ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা হলেও সেই সময় স্কুলের নিজস্ব কোনও জায়গা ছিল না। ১৯৬৪ সালে স্থানীয় বাসিন্দা বিল্টু সিংহ এবং হরকতু সিংহ স্কুলকে তিন বিঘা জমি দান করেন। তারপর থেকেই ওই জমি স্কুলের।



জলদাপাড়ার জঙ্গলে।। ছবিটি তুলেছেন জটেশ্বরের রাহুল চক্রবর্তী। মৈনাক সিংহ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# চিতাবাঘের শাবক নালায়

**ফাঁসিদেওয়া, ৭ অক্টোবর :** চা বাগানের নালা থেকে চিতাবাঘের দুটি শাবক উদ্ধার হল। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন মতিধর চা বাগানে শাবকগুলোকে দেখতে পান শ্রমিকরা। এরপরই বালাসন ডিভিশনের ৬ নম্বর সেকশনে নজরদারি চালাতে ঘোষপুকুর রেঞ্জের তরফে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়। কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল জানিয়েছেন, শাবকগুলি যাতে মানুষ না ধরেন, তাই বনকর্মীরা নজর রাখছেন। শ্রমিকদের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের গবাদি প্রাণীগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে বন দপ্তরকে জানিয়েছেন তাঁরা। দ্রুত খাঁচা বসানোর দাবি তুলেছেন। রেঞ্জ অফিসারের আশ্বাস, খাঁচা পাতার প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হবে।

# পুজো উদ্বোধন

**বাগডোগরা ও চোপড়া, ৭ অক্টোবর :** সোমবার রাতে বাগডোগরা বিহার মোড় দুর্গাপুজো এবং চোপড়া থানাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধন হল। বাগডোগরায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি টেবিল টেনিস কোচ ভারতী ঘোষ। বিশেষ অতিথি ছিলেন একটি স্কুলের অধ্যক্ষ বিমলকুমার ডালমিয়া, সমাজসেবী রামু ছেত্রী, পর্বতারোহী দেবব্রত ঘোষ, আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা প্রমুখ। আয়োজক কমিটির সভাপতি রবি দেবনাথ জানালেন, এবছর ৪৭তম বর্ষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'মহিষাসুরমর্দিনী' গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন 'রুদ্রবীণা'র শিল্পীরা। ৫১ বছরে চোপড়া রয়েল স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় পুজোয় থিম 'কুরুক্ষেত্র'।

# জখম ৩

**রাজগঞ্জ, ৭ অক্টোবর :** সোমবার দুপুরে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন আরোহী গুরুতর আহত হন। রাজগঞ্জ কলেজের মোড়ের পাশে দুপুর ২টো নাগাদ ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি বাইক ফাটাপুকুর থেকে রাজগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। ওই বাইকটির সঙ্গে ফাটাপুকুরগামী অন্য একটি বাইকের সংঘর্ষ হয়।

**চেকে সই নিয়ে বিতর্ক কলেজে**

# জয়ন্তকে সরাতে পুজোর পরেই চিঠি

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** পুজোর ছুটি শেষ হলেই পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত করের অপসারণ চেয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে চিঠি দেবে শিলিগুড়ি কলেজের টিচার্স কাউন্সিল। পরিচালন সমিতির ভূমিকা নিয়ে কলেজের অধ্যাপক মহলে যে ক্ষোভ বাড়ছে, তা এই ঘটনায় স্পষ্ট। ইতিমধ্যে জয়ন্তর অপসারণ চেয়ে টিচার্স কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে গত শনিবার দুটি চেকে জয়ন্ত সই না করায় তাঁকে নিয়ে অধ্যাপক, স্থায়ী ও অস্থায়ী অশিক্ষক কর্মীদের ক্ষোভ চরমে ওঠে। যদিও চাপে পড়ে কলেজে পুজোর ছুটি সত্ত্বেও সোমবার সেন্টার ফি বাবদ ২৩ লক্ষ টাকার চেকে সই করেন তিনি। কেন চেকে সই করা নিয়ে এত জটিলতা তৈরি করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জয়ন্তর অপসারণের দাবি ইস্যুতে গৌতমের মন্তব্য, 'পুজোর আবহে এই বিষয়ে কিছু বলব না। পুজোর পরে বিষয়টি দেখব।'

এদিন চাপে পড়ে জোর করে জয়ন্ত অফিস খুলিয়ে চেকে সই করেছেন বলে দাবি অধ্যাপকদের একাংশের। টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি দর্শনচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'চাপে পড়ে তড়িঘড়ি এদিন অবৈধভাবে কলেজ খুলিয়ে সভাপতি চেকে সই করেন। আগেই অধ্যক্ষ সই করে রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও নিজের দম্ভের কারণে জয়ন্ত কর চেকে সই করছিলেন না। প্রতি পদে পদে কলেজ চালাতে তিনি অসহযোগিতা করে চলেছেন। তাঁকে সরানোর আবেদন আগেই মেয়রের কাছে করেছি। কলেজ খুললে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে সভাপতির অপসারণের জন্য চিঠি দেব বলে ঠিক করেছি আমরা।'

যদিও চেকে সই করার ক্ষেত্রে চাপের কোনও বিষয় নেই বলে দাবি জয়ন্তর। তাঁর কথায়, 'কলেজের অফিস খোলা ছিল। সেন্টার ফি বাবদ টাকা কে কত পাবেন, সেটার তালিকা স্ক্যান করে এদিন মেল করে পাঠানো হয়েছিল বার্সারের কাছে। সেটা খতিয়ে দেখে সই করে বার্সার মেল করে কলেজে পাঠান। তারপর আমি চেকে সই করি। গোটা প্রক্রিয়াটি নিয়ম মেনে হয়েছে। আশা করছি, সকলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে গিয়েছে।'

**প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব**

- শনিবার জয়ন্ত চেকে সই না করায় ঝামেলার সূত্রপাত
- ছুটি সত্ত্বেও এদিন কলেজে এসে সেন্টার ফি বাবদ ২৩ লক্ষ টাকার চেকে সই সভাপতির
- টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারির দাবি, চাপের মুখে সই জয়ন্তর
- সভাপতির সাফাই, পুরোটা হয়েছে নিয়ম মেনে
- অপসারণের দাবিকে পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল নেতা

অপসারণের দাবি নিয়ে জয়ন্তর স্পষ্ট বার্তা, 'টিচার্স কাউন্সিলে অনেকে রয়েছেন। দুই-একজন অধ্যাপক আমাকে নিয়ে বলছেন। তাঁরা যেখানে খুশি যেতে পারেন। সেই বিষয়কে গুরুত্ব দিই না।'

# ট্রাফিক পার্ক বাগডোগরায়

**বাগডোগরা, ৭ অক্টোবর :** বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাওয়া কিংবা আসার পথে পর্যটক সহ প্রতিটা পথচলতি মানুষের চোখে পড়ে বিহার মোড়ে আবর্জনার স্তূপ। সেই ছবিটা বাগডোগরাবাসীর কাছেও ভীষণ অস্বস্তিকর। সেখানেই উদ্বোধন হল ট্রাফিক পার্ক।

সোমবার দুপুরে ট্রাফিক পার্ক উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। পরে তিনি বলেন, 'আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, এরপর উড়ালপুলের নীচে পুরো অংশে সৌন্দর্যায়ন করা হবে।'

ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে পার্কটি। সেখানে প্রবীণ নাগরিক, শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। অবসর সময়ে বসতে পারবেন সাধারণ মানুষ। খেলা যেতে পারে দাবা, ক্যারম, ব্যাডমিন্টন। পার্কে সারাদিন রবীন্দ্রসংগীত বাজবে। একটি মুক্তমঞ্চও নির্মাণ করা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য। পুলিশ কর্তার কথায়, 'পার্কটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সকলের।'

এদিন একটি ফ্রেন্ডলি ব্যাডমিন্টন ম্যাচ হয়। তাছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাত্রীসাথী অ্যাপ ব্যবহারকারী ট্যাক্সিচালকদের টি-শার্ট উপহার দেওয়া হয়। নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়েছে দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের হাতে। সাংবাদিকদের উপহার হিসেবে হেলমেট ও ফ্লুরোসেন্ট জ্যাকেট দেওয়া হয়।

এদিন পুলিশ কমিশনারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, এডিসিপি অভিষেক মজুমদার, এসিপি ট্রাফিক হেড কোয়ার্টার মকসেদুর রহমান, এসিপি (ওয়েস্ট) দেবাশিস বসু, বাগডোগরার ওসি পার্থসারথি দাস, ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায় প্রমুখ।

# পাচারের পথে উদ্ধার সুপারি

**নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ৭ অক্টোবর :** পাচারের আগেই উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার বার্মা সুপারি। সোমবার ভোররাতে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় দুই তরুণকে। নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসা টোল প্লাজা সংলগ্ন এলাকায় সুপারিবোঝাই লরি আটক করে পুলিশ। প্রথমে সুপারির নথিপত্র চাওয়া হয়। চালক তা দেখাতে পারেননি। পরে লরিতে থাকা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা সামসের শা এবং হরি ওম নামে দুই তরুণকে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সুপারিবোঝাই লরিটি বাজেয়াপ্ত করে নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, অসম থেকে দিল্লিতে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল।

আরেকটি ঘটনা ঘটে ঘোষপুকুর-খড়িবাড়ি রাজ্য সড়কে। রবিবার গভীর রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অসম থেকে দিল্লিতে সুপারি পাচারের সময় ৪টি লরি আটক করে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। ৪টি লরির চালক এবং খালাসি মিলিয়ে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা হরি ওম, নভেল কুমার, অমরজিৎ সিং, রামু, দীপ চন্দ, ঋত্বিক কুমার, চন্দন কুমার। আরেকজনের নাম জানা যায়নি। এরা কেউ বিহার এবং কেউ উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। পাচারে ব্যবহৃত লরিগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

**শরীরে কিছু আঘাতের চিহ্ন, দাবি বনকর্তার**

# ধানখেতে হাতির মৃতদেহ

রামপ্রসাদ মোদক ও সুভাষচন্দ্র বসু

**রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ৭ অক্টোবর :** ফের লোকালয়ে হাতির মৃত্যু হল গজলডোবা এলাকায়। সোমবার সকালে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের দুধিয়া এলাকায় মধ্যবয়সি একটি মর্দা হাতিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়রা বন দপ্তরে খবর দেন। বাতাসি ভিটা বিটের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। ঠিক কী কারণে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি।

বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের এডিএফও মঞ্জুলা তিরকি বলেন, 'হাতিটির শরীরে কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে কী কারণে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের আগে বলা যাচ্ছে না।'

**অস্বাভাবিক মৃত্যু**

- সোমবার সকালে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের দুধিয়ার ঘটনা
- মধ্যবয়স্ক মর্দা হাতিটির মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা
- বিদ্যুতের শক অথবা বিষ দিয়ে হাতিটিকে মারা হয়েছে বলে অনুমান
- ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে বন দপ্তরের বক্তব্য



দুধিয়ায় ধানখেতের পাশে মৃত হাতি। সোমবার।

বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের তিস্তার চরের এই এলাকায় হাতির বিচরণ লেগেই থাকে। বন বিভাগ জানিয়েছে, এলাকাটি হাতির করিডর। বিভিন্ন সময় কৃষিখেতে হাতির পাল হানা দিয়েছে। যে এলাকায় হাতিটি মারা গিয়েছে সেটি রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পড়ে। ওই এলাকার বাসিন্দারা হাতির আক্রমণ রুখতে অনেক সময় ইলেক্ট্রিক জিআই তারে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে রাখেন বলে অভিযোগ। খেতের চারপাশে ওই তারের সংস্পর্শে এসে হাতিমৃত্যু আগেও ঘটেছে। পাশাপাশি অনেক জায়গায় থাইমেট জাতীয় কীটনাশক খাবারে মিশিয়ে রাখারও অভিযোগ উঠে আসে। সেই খাবার খেয়ে ইতিপূর্বে এই এলাকায় হাতি মারা পড়েছে। তারপর আবারও একটি হাতির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের এলাকায় হাতি ঢুকে পড়ে। ফলে তাঁদের চরম অসুবিধার মধ্যে থাকতে হলেও হাতির হানার বিষয়টি তাঁরা মেনে নিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ দাসের বক্তব্য, 'সোমবার সকালে ধানখেতের পাশে একটি হাতিকে পড়ে থাকতে দেখি। সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তরে খবর দিই। কী কারণে হাতিটির মৃত্যু হল বুঝতে পারছি না।'

মান্তাদারি এলাকায় হাতি ঢুকে ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি বসতিতেও হানা দেয়। এলাকাবাসী এদিন সকালে মৃত হাতিটিকে দেখে দুধিয়ার পঞ্চায়েত সদস্য পূর্ণ বিশ্বাসকেও দেন। পূর্ণ বলেন, 'কীভাবে হাতিটির মৃত্যু হল তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।'

রবিবার রাতে এলাকায় হাতির হানা ঘটেনি বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা দিলীপ তালুকদার বলেন, 'আমাদের এলাকায় প্রায়ই একটি হাতির দল আসত। কিন্তু তিস্তা নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকদিন লোকালয়ে বুনোরা আসা বন্ধ করে দেয়। এদিন হঠাৎই ধানের জমিতে একটি মৃত হাতিকে পড়ে থাকতে দেখে যথেষ্ট অবাক হয়েছি।'

### ব্ল্যাকমেল, গ্রেপ্তার

এক গৃহবধূর নগ্ন দেহ গোপন ক্যামেরায় তুলে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

### ধর্ষণে ধৃত নাবালক

দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরের জোকায় এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক নাবালককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযোগ, ওই তরুণীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়।

### ঝলমলে আকাশ

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র ছিল ঝলমলে আকাশ। পুজোর মধ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্ষীণ, দাবি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।

### পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা

নিউটাউনে নাবালিকাকে নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ নির্যাতিতার মা। ঘটনার এক মাস কেটে গেলেও হয়নি সোয়াব টেস্ট।

## অভিযোগের তির রাজ্য সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে

# খনিতে বিস্ফোরণে মৃত ৯

**কলকাতা ও দুবরাজপুর, ৭ অক্টোবর :** চতুর্থীতেই বিষাদের সুর। ২৪ ঘণ্টা পরই যখন পুজোর বাদ্যি বেজে ওঠার কথা তখন বীরভূমের আকাশে বাতাসে শুধুই কান্নার রোল, স্বজনহারানোর হাহাকার।

সোমবার সকালে জেলার খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার গঙ্গারামচক-ভাদুলিয়া খোলামুখ কয়লাখনিতে ডিটোনেটর বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই ন'জনের মৃত্যু হল। জখম হলেন আরও দশজন। তাঁদের স্থানীয় খয়রাশোল ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থলে যান বীরভূমের জেলা শাসক বিধান রায়, পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা। ডিএম-এসপি এনিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। এদিন দুপুরে কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন। তিনি জানান, মৃতদের পরিবারপিছু ৩২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, খয়রাশোলের এই খনিটি রাজ্য সরকারি সংস্থা পিডিসিএলের লিজ নেওয়া। তাদের গাফিলতিতে এই মৃত্যু বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

ঘটনায় জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট দিতে বলল নবান্ন। দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি না হয়, তা দেখতেও বলা হয়েছে। দুর্ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'আশা করি, সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'সম্প্রতি বীরভূমের মহম্মদবাজারে ৮১ হাজার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হয়েছিল। যে ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে এনআইএ। এর সঙ্গে এই খনি দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তদন্তে সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখুক প্রশাসন।' ঘটনায় যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা কয়লাখনির শ্রমিক ছিলেন নাকি বাইরে থেকে এসেছিলেন, তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই বীরভূম জেলার জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এই নিয়ে পুলিশ সুপারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ডিটোনেটর ও জিলেটিন স্টিক বোঝাই একটি গাড়ি খনির মুখে এসে দাঁড়ায়। কর্মরত শ্রমিক ও ওভারম্যানরা গাড়ি থেকে ওই বিস্ফোরক নামানোর সময় অসাবধানতায় বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরকবোঝাই গাড়িটি তছনছ হয়ে যায়। প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে ওঠে এলাকা। মুহূর্তে তালগোল পাকিয়ে যায় বাস্তবপুরের বাসিন্দা সোমলাল হেমব্রম (২৮), জয়দেব মুর্মু (৩২), রবিলাল মারান্ডি (২৮), মঙ্গল মারান্ডি (২৯), লুকেশ্বর হেমব্রম (২৭), দেবগঞ্জ গ্রামের যুদ্ধ মারান্ডি (৩২), বিস্ফোরকবোঝাই গাড়ির চালক পলপাই গ্রামের ভজহরি ঘোষ (৩৫), পশ্চিম বর্ধমানের কাজোড়া গ্রামের ওভারম্যান অমৃত সিং ও আরও একজন ওভারম্যান আশরাফ যাদবের দেহ। সবাই ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। তাঁদের শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শিবানী হেমব্রম জানান, তিনি তাঁর পরিবারের লোককে পোশাক দেখে শনাক্ত করেন। শরীরে মাথা, হাত নেই, দুই পা দলা পাকিয়ে মাংসের তালে পরিণত হয়েছে। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে নিহতদের অনেকেরই পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারান।

ঘটনার পরই পিডিসিএল কর্তারা অফিসে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যেতেই তাদের তিরধনুক তুলে তাড়িয়ে দেন আদিবাসী মানুষজন। তাঁদের দাবি, সংস্থার কর্তারা ক্ষতিপূরণ না দিলে দেহ তুলতে দেওয়া হবে না। ফলে, দেহগুলি সেখানে বহুক্ষণ পড়ে থাকে। পুজো শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনরোষ চরমে ওঠে। এদিন লোকপুর থানায় বিক্ষোভ দেখান দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা। পুলিশ তাঁকে আটক করে। খয়রাশোল ব্লক হাসপাতালে জখমদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সিউড়ি সদরের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও পরে দুর্গাপুরের মিশন হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এপ্রসঙ্গে নাকড়াকোন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান লুৎফুর রহমানের অভিযোগ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী দিয়ে কাজ না করানোর জন্যই এতগুলি মানুষের প্রাণ গেল। কয়লা তোলার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না মানায় এই ঘটনা ঘটেছে।

*বিস্ফোরণে ঘনিষ্ঠদের হারিয়ে শোকার্ত পরিবার। (পাশে) ক্ষতবিক্ষত গাড়ি। সোমবার। - অশোক মণ্ডল*

# সিবিআই চার্জশিটে অস্বস্তিতে বিজেপি

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** সিবিআই চার্জশিটে অস্বস্তিতে বিজেপি। আরজি কর কাণ্ডে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করতে চাইছে বলে দাবি করে সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিল বিজেপি। ডাক্তার-ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু বিজেপি দাবি করেছিল, প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করতে সঞ্জয়কে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। এরপরেই তদন্তে নেমে আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে একাধিক আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা। কিন্তু শেষমেশ এদিন আদালতে সিবিআইয়ের চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে একমাত্র সঞ্জয় রায়ের নামই সামনে আসায় চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। সিবিআইয়ের চার্জশিট প্রসঙ্গে এদিন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কথাতেই তা স্পষ্ট।

সুকান্ত বলেছেন, 'আমি এই চার্জশিট মানতে পারছি না। আরজি করের ঘটনায় সঞ্জয় একাই অপরাধী এটা মেনে নেওয়া যায় না।' তবে একই সঙ্গে আরজি করের ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগকেও এদিন সিবিআই প্রশ্নে ঢাল করতে চেয়েছেন সুকান্ত। এদিন সুকান্ত ফের দাবি করেছেন, প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার জন্য ঘটনার পরেই যেভাবে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা হয়েছিল, তার সুবাদে অনেকেই ফাঁক গলে পালাতে পারে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতে, সিবিআই আরজি কর কাণ্ডে খুন ও ধর্ষণ, আর্থিক দুর্নীতি ও তাকে ঘিরে চক্রান্ত নিয়ে তদন্ত করছে। এর মধ্যে একটি মামলায় চার্জশিট হয়েছে। তা নিয়ে এত বিচলিত হওয়ার মতো কিছু নেই। শুভেন্দু বলেন, 'এটাই একমাত্র চার্জশিট নয়, এরপরেও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট হতেই পারে। সিবিআই তদন্তের জন্যই মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছেন। সিবিআই তদন্ত সঠিক পথেই এগোচ্ছে।' রাজনৈতিক কারণেই বিজেপিকে কটাক্ষ করতে সিবিআইয়ের চার্জশিটকেই হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'যাঁরা সিবিআই চেয়েছিলেন তাঁরা দেখুন, মূল ধর্ষণ, খুনের মামলায় শুধু সঞ্জয় রায়ের নামে চার্জশিট দিল সিবিআই। যাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। কুণালের মতে, হয়তো পরে অভিযুক্তের তালিকায় আরও নাম জুড়বে। কিন্তু কলকাতা পুলিশ যে সঠিক পথেই এগোচ্ছিল, সিবিআইয়ের চার্জশিটই তার প্রমাণ।

**আরজি কর কাণ্ড**

তৃণমূলের এই সমালোচনায় অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির অবস্থা এখন শাঁখের করাতের মতো। সিবিআই প্রশ্নে বিজেপি না পারছে কড়া কোনও মন্তব্য করতে না পারছে তাকে সমর্থন করতে।

## পার্থর জামিনের রায়দান স্থগিত

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** কলকাতা হাইকোর্টে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তনমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শুনানি সোমবার শেষ হল। আপাতত রায়দান স্থগিত রয়েছে। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য সহ শিক্ষা দপ্তরের একাধিক আধিকারিকের জামিন মামলার শুনানি এদিন শেষ হয়। সব পক্ষের বক্তব্য শোনাও শেষ হয়েছে। পুজোর পরে আদালত চালু হলে এই মামলার রায়দান করা হবে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২২ জুলাই গ্রেপ্তার হন পার্থ। তাঁদের আইনজীবীদের দাবি, সিবিআই তদন্ত চলছে বলে ট্রায়াল শুরু হয়নি। অন্তত ট্রায়াল শুরু করা হোক। সিবিআইয়ের বক্তব্য, মামলাগুলিতে ১৩৭ জন সাক্ষী রয়েছেন। এখনও তদন্ত চলছে।

# বাংলাকে টেক্কা ত্রিপুরার পদ্মের

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** আয়তনে ছোট হয়েও দলীয় সদস্য সংগ্রহে বাংলাকে টেক্কা দিচ্ছে ত্রিপুরা। ২ মাস কেটে গেলেও, সদস্য সংগ্রহের কাজ যেখানে এখনও শুরুই করতে পারেনি বাংলা, সেখানে বাংলার তুলনায় দ্বিগুণ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে ত্রিপুরা। গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও সদস্য অভিযান শুরু হয়েছে বিজেপির। সম্প্রতি, সদস্য অভিযানে ত্রিপুরা গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। গত ২৯ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরার আগরতলা, ত্রিপুরা সদর, ধলাই ও খোয়াই জেলার সদস্য অভিযানে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। দিলীপের মতে, 'আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে রাজ্য হিসাবে বাংলার তুলনায় যথেষ্ট ছোট হলেও সদস্য অভিযানে বাংলাকে ইতিমধ্যেই অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে ত্রিপুরা। আমাদের এখানে সদস্য সংগ্রহের কাজ এখনও শুরুই করা যায়নি।'

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার রাজ্যকে বুথ পিছু গড়ে ১৫০ থেকে ২০০ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে কেন্দ্র। অন্যদিকে ত্রিপুরায় বুথপিছু গড়ে ৪০০ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। সেই কাজে ইতিমধ্যেই অনেকটাই সফল ত্রিপুরা বিজেপি। রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনও স্বীকার করেছেন, বিশেষ পরিস্থিতির জন্য রাজ্যে সদস্য সংগ্রহের কাজ ২ মাস পিছিয়ে দিতে হয়েছে। পুজোর পরেই এই কাজ শুরু হবে। গত ২০১৮-তে রাজ্যে দলের খাতায় কলমে সদস্য হয়েছিল ৮৮ লাখ। সেবার ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রবল বিজেপি হাওয়ায় এ রাজ্যেও বিজেপির সদস্য বেড়েছিল।

*প্লাবন বিধ্বস্ত ঘাটালে নদীপথে মণ্ডপমুখী দুর্গাপ্রতিমা। সোমবার। ছবি : চিত্ত মাহাতো*

# পুজোয় নাশকতা রুখতে সতর্কবার্তা পুলিশের

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** পুজোয় রাজ্যে হামলা চালাতে পারে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল- মুজাহিদিন (বাংলাদেশ) বা জেএমবি। ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য এসেছে। এরই প্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারদের সতর্ক করলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। জেলাগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে সোমবার পুজোর দিনগুলিতে সমস্ত পুলিশ কর্মীদের সতর্ক থাকতে পুলিশ সুপারদের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

বাংলাদেশে অশান্ত পরিবেশের মধ্যেই জেএমবির একটি দল সীমান্ত টপকে এরাজ্যে ঢুকেছে বলে পুলিশের কাছে খবর। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা, মালদার মহদিপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি, উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে তারা রাজ্যে ঢুকেছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরও এনিয়ে রাজ্যকে সতর্ক করেছে। সোমবার নবান্নে রাজ্য পুলিশের এডিজি জাভেদ শামিম রাজ্যের সমস্ত পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেখানে পুজোয় সর্বত্র নিরাপত্তা বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পুজোতে বারবার রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের বৈঠকেও তিনি এনিয়ে সতর্ক করেছেন। এরই মধ্যে গোয়েন্দা দপ্তরের এই ইনপুট রাজ্য পুলিশের হাতে এসেছে। সাতটি দলে ভাগ হয়ে জামাতের একটি গোষ্ঠী ভারতে ঢুকেছে। তাদের লক্ষ্য, জনসমাগম বেশি হয় এমন বড় পুজোমণ্ডপ। সেখানে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানোর ছক কষেছে তারা। নবান্ন এই তথ্য পেয়েই সব জেলাকে সতর্ক করেছে। একইসঙ্গে বিএসএফের সঙ্গেও সমন্বয় বজায় রেখেছে রাজ্য পুলিশ। তারপরই সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ।

রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম বলেন, 'পুজোয় সবরকম নাশকতা রুখতে রাজ্য পুলিশ সতর্ক রয়েছে। সর্বত্র অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। থাকছে সাদা পোশাকের পুলিশও। পুজো নির্বিঘ্নে কাটবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

নবান্ন সূত্রে খবর, তিনদিন আগেই গোয়েন্দা দপ্তর থেকে খবর আসে রাজ্য পুলিশের কাছে। সেখানেই জানা গিয়েছে, জামাত-উল-মুজাহিদিন-এর মূল লক্ষ্য পুজোয় রাজ্যে নাশকতা চালানো। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর জামাত-উল-মুজাহিদিন বা জেএমবি যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বহু জেলায় প্রতিমা ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। লেখিকা তসলিমা নাসরিন নিজের সমাজ মাধ্যমে মুন্ডুহীন প্রতিমার ছবি পোস্ট করে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে জামাতের পরিকল্পনা চিন্তা বাড়িয়েছে নবান্নের।

# বিনীতের উত্তর তলব কোর্টের

## নির্যাতিতার নাম প্রকাশ

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার নাম প্রকাশের অভিযোগে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের কাছে উত্তর তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সোমবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চে এর শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তরকেও যুক্ত করার নির্দেশ দেয়। বিনীত গোয়েল যেহেতু আইপিএস অফিসার, তিনি কেন্দ্রের ওই দপ্তরের আওতাধীন। তাই, তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হতে পারে তা দপ্তরকে হলফনামা দিয়ে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি জানান, শীর্ষ আদালতে আরজি কর সংক্রান্ত মামলা যেহেতু বিচারাধীন, তাই এই মুহূর্তে হাইকোর্ট আলাদা করে কি এই মামলা শুনতে পারে? এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে একজন আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা যায় কি না তা হলফনামা দিয়ে কেন্দ্রের কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তরকে জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রককে কপি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। পাশাপাশি প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়ে তাঁকেও হলফনামা দিয়ে আদালতে বক্তব্য জানাতে হবে। পুজোর পর অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। ১৩ নভেম্বরের মধ্যে আবেদনকারী ও কেন্দ্র সহ মামলায় যুক্ত সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে।

## অনশন মঞ্চে হস্তক্ষেপ নয় আদালতের

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** ধর্মতলায় ৪৮ ঘণ্টারও বেশি আমরণ অনশনে বসেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাঁদের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করতে চেয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা বিচারাধীন থাকায় এখনই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল না আদালত। আবেদনকারীদের আর্জি, ধর্মতলায় ওই স্থানে অবস্থানের জন্য যাতায়াত ও নানা ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই, রাস্তার একপাশে মঞ্চ সরানোর আবেদন করা হয়। কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

সোমবারই বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। মঙ্গলবার শুনানির সম্ভাবনা।

# যৌন হেনস্তায় এসআই গ্রেপ্তার

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** থানার ভিতরেই এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে অভিযুক্ত পার্ক স্ট্রিট থানার এসআইকে গ্রেপ্তার করা হল। বিভাগীয় তদন্তের পর তাঁর বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবিবার ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্তের পদক্ষেপ নেওয়া হয় ও তাঁকে ক্লোজ করা হয়। সোমবার অভিযুক্ত ওই পুলিশ আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে পার্ক স্ট্রিট থানার তিনতলার রেস্ট রুমে ডেকে পাঠান অভিযুক্ত। তাঁকে পুজোর পোশাক দেওয়ার অছিলায় অশালীনভাবে স্পর্শ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি কর্তব্যরত অফিসারকে জানানোর পরও অভিযোগ নেওয়া হয়নি। তাই প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের স্পিড পোস্টে অভিযোগ জানান ওই মহিলা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সিসিটিভি ফুটেজ ও অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

**পার্ক স্ট্রিট থানা**

*দর্জিপাড়ার মিত্র বাড়িতে দেবীর হাতে অস্ত্রদান। সোমবার। - আবির চৌধুরী*

## জেএনএমে ময়নাতদন্ত

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** কলকাতা হাইকোর্টের ভর্ৎসনার পর কুলতলির নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনে পকসো ধারা যুক্ত করল পুলিশ। সোমবার আদালতের নির্দেশে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে বারুইপুরের অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন এইমসের তিন চিকিৎসক। এদিন সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ মোমিনপুরের কাটাপুকুর মর্গ থেকে কল্যাণী এইমসে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জেএনএম-এ নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্ত এইমসের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়। ঘটনার দু'দিন পরও কুলতলির পরিস্থিতি থমথমে। বিচারের দাবিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিক্ষোভও দেখান স্থানীয়রা। এমনকি রাত পাহারার ডাক দিয়েছেন তাঁরা। ঘটনার দু'দিন পর ফরেন্সিক দল গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে।

মঙ্গলবার, ২১ আশ্বিন ১৪৩১, ৮ অক্টোবর ২০২৪

## উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪২ সংখ্যা

## বঙ্গের পুজো অর্থনীতি

২৪ ঘণ্টা পর আনুষ্ঠানিকভাবে হইহই করে শুরু হয়ে যাবে দুর্গাপুজো। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো নিছক ধর্মীয় আচার বা সারা বছরের দুঃখ-কষ্ট ভুলে উল্লাসে মেতে ওঠা নয়। এর সঙ্গে জড়িত প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি, প্রায় তিন লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান ও রুজিরুটি। বাড়ির পুজো বাদে কলকাতায় এবার প্রায় তিন হাজার এবং গোটা রাজ্যে ৪০ হাজারের বেশি বারোয়ারি পুজোর আয়োজন।

সবক'টি পুজো মাইক্রো-অর্থনীতির সহায়ক হয়ে ওঠে। পাঁচদিনের এই উৎসবে সমাজের নানা ক্ষেত্রের মানুষ নানাভাবে জড়িত। ডেকোরেটার্স কর্মী, মৃৎশিল্পী, পুরোহিত, ঢাকি, ইলেক্ট্রিশিয়ান, নিরাপত্তারক্ষী, প্রতিমা পরিবহণে যুক্ত শ্রমিক, খাদ্য ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে চাষি, ফ্যাশন, টেক্সটাইল, পাদুকা, প্রসাধনী উৎপাদক কিংবা কারবারি, চর্মকার সবাই।

এছাড়া সাহিত্য ও প্রকাশনা, ভ্রমণ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, নাচ-গান, বিনোদন ইত্যাদিতেও দুর্গাপুজোর প্রভাব অনস্বীকার্য। দুর্গাপুজোয় হঠাৎ সবকিছুর বিক্রি বেড়ে যায়। মানুষ প্রবল উৎসাহে দ্বিতীয়া-তৃতীয়া থেকে প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে পড়ে। কর্পোরেটদের উদার স্পনসরশিপ এমনই যে আরজি কর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন জনিত বিষাদ, প্রতিবাদ ছাপিয়ে কলকাতার পুজো এবার আড়েবহরে অনেক বেড়েছে।

যে কোনও উৎসবই বাজারে মুদ্রার লেনদেন বাড়িয়ে তোলে। ইউনেসকো 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'র ট্যাগ দেওয়ায় বঙ্গের দুর্গাপুজো আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'আর্থিক প্রতিবন্ধকতার' অভিযোগ তুললেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪০ হাজার পুজো কমিটির মধ্যে বাছাই করা কয়েকশো ক্লাবকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছে এবার। এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর থাকলেও অর্থনীতিবিদদের মতে, রাজ্যের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে 'বারোয়ারি' পুজো সহায়কের ভূমিকা নেয়। তাঁদের মতে, দুর্গাপুজো হল শ্রমভিত্তিক ভোগবাদী কার্যকলাপ। এটি রাজ্যের মোট দেশজ উৎপাদনের উপর বড় প্রভাব ফেলে।

অ্যাসোচেমের গবেষণা অনুয়ায়ী দুর্গাপুজোকে ঘিরে ২০১৩ সালে ২৫ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল। এগারো বছর পর এবার সেটা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে দুর্গাপুজোর অবদান ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো কার্নিভাল কিংবা জাপানে চেরি ব্লসম উৎসবের থেকে অনেক অনেক বেশি।

২০১৯ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল দুর্গাপুজো ও সৃজনশীল অর্থনীতির সমীক্ষা করেছিল। নাম দিয়েছিল 'ম্যাপিং দ্য ক্রিয়েটিভ ইকনমি অ্যারাউন্ড দুর্গাপুজো ইন ২০১৯।' রাজ্যে এমন সমীক্ষা সম্ভবত সেটি প্রথম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর এজন্য সহায়তা করেছিল। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০২০-র জানুয়ারি পর্যন্ত ওই গবেষণা ও সমীক্ষা চলেছিল।

দুর্গাপুজোয় মূর্তি তৈরি থেকে শুরু করে মণ্ডপে বসানো, নানা ধরনের সামগ্রীর ব্যবহার, আলোকসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পাদুকা, নানা অ্যাক্সেসরিজ, বিভিন্ন খুচরো সামগ্রীর বিক্রয়, স্পনসরশিপ, বিজ্ঞাপন, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি ব্যবহারের ওপর আলাদা আলাদা গবেষণা হয়েছিল। তা থেকে বেরিয়ে আসে যে, দুর্গাপুজো রাজ্যের অর্থনীতিতে ৩২ হাজার ৩৭৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৪.৫ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা তৈরি করে। এই উৎসব-অর্থনীতি পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি-র ২.৫৮ শতাংশ।

পুজোর এই সৃজনশীল অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি অবদান খুচরো সেক্টরের। এ সময় সবচেয়ে বেশি বিক্রিবাটা হয় এবং নানারকম অফার, ডিসকাউন্ট এবং সেলের পণ্য বিক্রি ইত্যাদি সবই দুর্গাপুজোকেন্দ্রিক। চলতি বছর পুজো-অর্থনীতির আকার ব্রিটিশ কাউন্সিলের ওই সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হতে চলেছে। মূল কথা, দুর্গাপুজোকে ঘিরে কর্মসংস্থান ও আয়ের রাস্তা খুলে যায়। তাই, এ রাজ্যে দুর্গাপুজো নিছক উৎসব নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে অর্থনীতি ও উন্নয়নের প্রশ্ন।

## অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

# পুজো জানায়, না থেমে সামনে তাকাও

মনে লুকিয়ে থাকা অতৃপ্তি, ক্রোধ, অহংকার, লোভ, ঈর্ষার সঙ্গে সংগ্রাম ও বিনাশের মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশই পুজো।



রম্যাণী গোস্বামী



বালুরঘাটে মামাবাড়িতে প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজো হত। একচালার ঠাকুর। কাঠামোপুজোর পরেই মূর্তি গড়তে পালমশাই চলে আসতেন। সঙ্গে আসত তাঁর ফ্রক পরা দশ বছরের নাতনি মহামায়া। ত্রিনয়নী মা দুর্গা ও তার ছানাপোনাদের গায়ের রং ফুটফুটে কাঁচা হলুদ। শরতের আলো পড়ে থুতনির কাছে গর্জনতেল চকচক করছে। চমৎকার ডাকের সাজে সেজে দু'পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ। তাঁদের পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে বসে আছে বাহনের দল। অসুরের গায়ের রং গাঢ় নীল কিংবা কচি সবুজ। তাগড়াই চেহারার সঙ্গে পাকানো গোঁফখানা অত্যন্ত মানানসই। পেল্লাই সিংহটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়ে ধরেছে তার পেশিবহুল বাহু। ওর ঠিক নীচেই টুল পেতে বসে মহামায়া নিপুণ হাতে পিচবোর্ড আর রাংতা দিয়ে মায়ের অস্ত্র গড়তে ব্যস্ত। একে একে জেগে উঠছে শিবের দেওয়া ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, বরুণের শঙ্খ, ইন্দ্রের বজ্র, বায়ুর ধনু ও বাণ। মহামায়ার পিঠে লুটিয়ে পড়েছে একঢাল কুচকুচে কালো চুল। আশ্বিনের মৃদুমন্দ বাতাসে তারা কেউটের ফণার মতো দুলছে। আজকের মহামায়ারা নিজেরাই মূর্তি গড়েন। থিম বোনেন। গোটা পুজোর দায়িত্ব পালন করেন সংসার সামলানোর পাশাপাশি।

মনে আছে পুজোর নির্ঘণ্ট বেজে উঠতেই দিদা, মামি, মা-মাসিমণিদের ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠত। এর আগে পুজো তাঁদের কাছে ধরা দিয়েছে ভাদ্রের তপ্ত উঠোনে ঢালাও জামাকাপড় রোদে দেওয়ার আর ঘর পরিষ্কারের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু পুজোর দিনগুলিতে তাঁরাই স্বয়ং দশভুজা। ঠাকুরমশাইকে পুজোর নানা উপচার গুছিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া, ফলপ্রসাদের ফল কাটা, ফুলের ডালা ভর্তি করে ফুল আনা, বাছা, মালা গাঁথা, ধূপধুনোর জোগাড়, দেবীবরণ, আরতির প্রস্তুতি, ভোগ রান্নার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, বাড়ির অতিথিদের দেখাশোনা, এসবের মাঝেই ঢাক, কাঁসর ও ঘণ্টার ছন্দে পুজোর চারটে দিন কখন কীভাবে যে হুস করে পেরিয়ে যেত, তা টেরই পাওয়া যেত না। শুধু যতক্ষণ পর্যন্ত না সিঁদুরখেলার হুল্লোড় পেরিয়ে গিয়ে বিসর্জনের সময়টা আসত।

মামাবাড়ির পুকুরপাড়ে পুরো কাঠামো সমেত ঠাকুরকে কয়েকপাক ঘুরিয়ে 'দুর্গা মাইকি জয়' শব্দে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করার একটু পরে যখন দেখতাম যে ধীরে ধীরে পুকুরে তলিয়ে যাচ্ছে মায়ের গোটা শরীরটা, ভেসে আছে শুধু তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি, তখন প্রতিবছর, প্রত্যেকবারই, আমার মামাতো বোন ঝিল্লি মুখে আঁচলচাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠত। ওর সেই অশ্রু আমাদের চোখের পাতায় শিশিরবিন্দু হয়ে ফুটে উঠত যখন ফাঁকা চণ্ডীমণ্ডপে এসে বসতাম ভাইবোনেরা মিলে। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় বুকের ভিতরের সর্বব্যাপী ওই 'খাঁখাঁ শূন্যতা'র দ্বিতীয় কোনও পরিভাষা অন্তত আমার জানা নেই।

এখনও কি সেই একইভাবে মায়ের বিদায়বেলায় প্রাণ কাঁদে তরুণ প্রজন্মের? হ্যাঁ, তা কাঁদে বৈকি। সারাবছর কর্পোরেটের কাজের পাহাড়ের তলায় পিষে যেতে যেতে মাত্র এই কয়েকটা দিনই তো কাছের মানুষের সঙ্গে রাত জেগে প্যান্ডেল হপিংয়ের, পুজোমণ্ডপে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডায় মেতে ওঠার, অথবা অনলাইনে খাবার আনিয়ে সারাদিন স্রেফ বিছানা আঁকড়ে আলসেমির, অঞ্জলির ভিড়ে বিশেষ কারও সঙ্গে চোখে চোখে কথা বলার, বাঁধনহারা মুক্তির।

আলিপুরদুয়ারের অদূরে আটিয়াবাড়ির হেমা টুডু ওদের পরিবারের ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার। কলকাতায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করছে। পঞ্চমীর দিন বাড়ি এসেই হেমা ছুটেছে মণ্ডপের দিকে। প্রান্তিক চা বাগানের এই একটিমাত্র দুর্গাপুজো। আভরণহীন। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের দিয়ে ঝকমকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঘটাপটা, ফিতে কাটার বালাই নেই। কিন্তু মণ্ডপের মাথায় ঝুলে থাকা নীল আকাশের উজ্জ্বলতায় প্রাণের ছোঁয়া আছে। আছে এলাকার ভাইবোনেদের জন্য নিজের পকেটমানি জমিয়ে নিউ মার্কেট থেকে চুলের ক্লিপ, খেলনা গাড়ি কিনে আনার ও বিলানোর অনাবিল আনন্দ। মায়ের শাড়ি পরে নানা বয়সি মেয়েদের একসঙ্গে দল বেঁধে 'টাউনে' ঠাকুর দেখতে যাওয়া, ফুচকা খাওয়া, হিল জুতো পরে পা মচকে জুতো হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফেরা এসবও সেই নির্মল আনন্দযজ্ঞেরই অঙ্গ।

**সারাবছর কর্পোরেটের কাজের পাহাড়ের তলায় পিষে যেতে যেতে মাত্র এই কয়েকটা দিনই তো কাছের মানুষের সঙ্গে রাত জেগে প্যান্ডেল হপিংয়ের, পুজোমণ্ডপে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডায় মেতে ওঠার, অথবা অনলাইনে খাবার আনিয়ে সারাদিন স্রেফ বিছানা আঁকড়ে আলসেমির, অঞ্জলির ভিড়ে বিশেষ কারও সঙ্গে চোখে চোখে কথা বলার, বাঁধনহারা মুক্তির।**

তবে বেদনার ভারটিও বড় কম নয়। যেদিন মণ্ডপ ফাঁকা হয়ে গেল, হেমার বুকের ভিতরটা যেন ছিঁড়ে আসতে থাকল অপরিমেয় যন্ত্রণায়। এবার যে তারও আজন্মলালিত চেনা গণ্ডি ছেড়ে আবার অচেনা শহরে ফেরার পালা। আহা, বকনা বাছুরটা ওকে কত খুঁজবে। গলায় হাত বুলিয়ে দিলে কী আরাম পায়। ওকে খুঁজবে ফুলে ফুলে ভরা শিউলিতলা, উঠোনের তুলসী গাছ আর অঙ্কের খাতা হাতে ছোট্ট ভাইটা। চা বাগানের একমাত্র হাইস্কুলের ভূগোল দিদিমণি একবার ক্লাস নাইনে ওদের সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছিলেন দুর্গাপুজোর প্রকৃত অর্থ। এই যে প্রতি বছরের মাতৃ আরাধনা, তার মূলভাবটি হল মানুষের অন্তরের খাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা যত অতৃপ্তি, না-পাওয়া, ক্রোধ, অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতার মতো অশুদ্ধ রিপুগুলি, তাদের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম ও বিনাশের মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশ। দিদিমণি আরও বলতেন, মাতৃভাবনার মূল কথাই হল মনোজগতের অশুভ শক্তিকে হারিয়ে শুভ বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। তাই হেমাকেও ওর মনের সমস্ত রকমের ভয় এবং দুর্বলতা কাটিয়ে তাকাতে হবে সামনের দিকে। থেমে গেলে ওর চলবে না কিছুতেই।

ক্যালেন্ডারের এই খোপগুলির জন্যই সারাবছর অপেক্ষা করে থাকেন বহু মানুষ। বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। কাছের মানুষকে পাওয়ার উদগ্র ইচ্ছেরা পাক খেয়ে গুমরে মরে বুকের ভিতরে। কিন্তু সবসময় তা পূরণ হয় না। একালে হোক কিংবা সেকালে, একাকীত্বের হাহাকার যেন চিরন্তন। তেমনটাই চোখে পড়ে যায় জলপাইগুড়ির এক নামকরা বৃদ্ধাশ্রমের দশ-বাই-বারোর কামরায়। ছেলে দেশের বাইরে সেটলড। ফুটফুটে নাতনিকে দেখতে ভারী সাধ হয় উমাদেবীর। ম্যানেজার ছেলেটা এসে ফোনে কীসব খুটুরখুটুর করে। নিমেষে স্ক্রিনের ওপাশে ঝলসে ওঠে আপনজনের প্রিয় মুখগুলো। সে যে কী অপার ভালোলাগা! হোক না বড়ই ক্ষণিকের। বারান্দায় টবে দুটো গাছ পুঁতেছেন উমাদেবী। জল দেন নিয়মিত। ওরা যদি কখনও আসে পুজোয়। একদিন তো ফুল ধরবেই। ওদের দেখাবেন।

পুজোর আগের লাস্ট ওয়ার্কিং-ডে সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। ভেনাস মোড়ের ফ্লাইওভারে ওঠার মুখে রাস্তার বাঁদিকে অস্থায়ী দোকানগুলোয় আরও অন্য মহিলাদের সঙ্গে আলু-পেঁয়াজ বিক্রি করেন এক দিদিমা ও তাঁর নাতনি। কী ব্যাপার? দোকান ফাঁকা রেখে সকলে গেলেন কোথায়?

অদূরেই একটা জটলা। শোরগোল। সেখান থেকে ফিরে আসতেই জানা গেল এক বিচিত্র কাহিনী। কাছেই ঝুপড়ি ঘরে থাকে কোনও একজন বাবা ও তার ছেলে। ছেলের সবে ক্লাস ফোর। বাবা ভরবিকেলেই নেশা করে এসে জান্তবভাবে মারে নিজের সন্তানকে। আজ সবজি বিক্রেতা নারীরা একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটাকে টেনেহিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে এনে উত্তমমধ্যম দিয়েছে।

দিদার মুখে বিজবিজে ঘামের সঙ্গে মিশে আছে পরম প্রশান্তি। দাঁড়িপাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে হেসে বললেন, অকারণে এত মারত দুধের শিশুটাকে যে আর সহ্য হল না দিদিমণি। দিয়েছি খুবসে কড়কে।

ঘাড় হেঁট করে আলু-পেঁয়াজ বেছে চলি। মনের ভিতরে কোথাও যেন স্বস্তির অমোঘ অনুভূতি পিংপং বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায় সেদিকে, যেদিকে রোদ্দুর রাঙা হয়ে এসেছে।

দূরের পুজোমণ্ডপে কোনও এক রমণীয় হাতের ছোঁয়ায় ঢাকের কাঠিতে আগমনী সুর বেজে ওঠে।

*(লেখক অধ্যাপক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)*

## আজ

**১৯৩৬**



লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

**১৯৭৯**



আজকের দিনে প্রয়াত হন লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ।

## আলোচিত



অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত আমার কাছে সহজ ছিল না। কিন্তু এটাই সঠিক সময়। আমার ওই পাঁচ বছরের দীপার কথা মনে আছে, যাকে বলা হত পা সমান বলে কোনওদিন জিমনাস্ট হতে পারবে না। এই দীপাকে দেখে আমি খুব খুশি।

- দীপা কর্মকার

## ভাইরাল/১



পিস্তল ব্যবহার যেন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়ডার ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করায় কয়েকজন তরুণ। বনেটের ওপর রাখা কেক। বার্থ-ডে বয় কেক কাটছে। বন্ধুদের মধ্যে একজনকে পিস্তল বের করে আনন্দে ফায়ার করতে দেখা যাচ্ছে।

## ভাইরাল/২



বাঘের প্রিয় খাদ্য মানুষ। সম্প্রতি সেই বাঘের পিঠে চড়ে মানুষের ঘুরে বেড়ানোর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। পাকিস্তানের এক ব্যক্তি বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরছেন। হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে এরকম বালখিল্য আচরণে ক্ষুব্ধ নেটনাগরিকরা।

## জনমন জনমত



### খরচের প্রতিযোগিতা

সারা ভুবন আলো করে আসছে আমাদের প্রাণভোমরা ঘরের মেয়ে উমা। আদি অনন্তকাল ধরে শরৎ আকাশে সাদা মেঘের ভেলা জানান দেয় উমার আগমনের বার্তা। শরতের নয়ন ভোলানো দৃশ্য, কাশফুল, শাপলা, শালুকের মিষ্টি হাসি- প্রকৃতি এভাবেই বরণ করে উমাকে।

অথচ এখন আধুনিকতার জৌলুসে প্রকৃতিও যেন বিমুখ।

এখন পুজো হয় আভিজাত্যের আবরণে। কে কত টাকা খরচ করতে পারে সেই সবই আলোচনায় প্রাধান্য পায়। নেই কোনও আন্তরিকতার অনুভব। বলিউড স্টাইলের পোশাকে সাজগোজ করা সেলফি ছড়াছড়ি করে। অন্যের চোখে কে কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, সেটাই অন্যতম আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ একটা সময় ছিল যখন নতুন যে কোনও ধরনের জামা হলেই হত। জামার প্রকারভেদ নিয়ে সংশয় ছিল না ছোট থেকে বড় কারও মনে। পুজো কমিটির তরফে সবুজ ঘাসের ওপর চট পেতে খিচুড়ি খাওয়ানো হত। সেই মোটা চালের খিচুড়ির স্বাদ ছিল অমৃতসমান।

এদিকে বাড়ির মা, জেঠিমা ও ঠাকুমা পুজোর আচারবিধি করতেন খুব নিষ্ঠাভরে। তার মধ্যেই তাঁরা তৈরি করতেন বাহারি রান্নার সঙ্গে নানা মিষ্টান্ন। তার মধ্যে নারকেল নাড়ু, মোয়া, খই আমাদের ঐতিহ্য। একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া থেকে কবিতা লেখা, গল্প সবই চলত। কারও সঙ্গে হয়তো বহুদিন পর দেখা হত- সেই মুহূর্তের আবেগ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

এভাবেই কাটত বাঙালির চিরাচরিত উৎসব। কিন্তু এখন সবই টাকার আবরণে মোড়া, যেখানে আন্তরিকতা প্রায় নেই বললেই চলে।

**পম্পা দাস, থানা কলোনি, ইসলামপুর।**

### অল্প মূলধনের ব্যবসার সময়

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো এসে গেল। এই পুজো উপলক্ষ্যে প্রচুর অর্থনৈতিক লেনদেন হয়। অনেক ছোট ব্যবসায়ী বা অস্থায়ী ব্যবসায়ী এ সময় কিছুটা লাভের মুখ দেখেন। কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে বিশেষত শহরাঞ্চলে কয়েক ধরনের ছোট ব্যবসা এখানকার স্থানীয় ছেলেরা করে না। যেমন- অল্প মূলধনে ফুচকা বিক্রি, আখের রস বা ফলের রস বিক্রি, রাস্তায় বেলুন বিক্রি, মাংসের দোকান প্রভৃতি। এইসব ব্যবসার সুবিধা হচ্ছে প্রতিদিনের বিনিয়োগের অর্থ তাড়াতাড়ি উঠে আসা। এইসব ব্যবসা একা করার অসুবিধা হলে দুই-তিনজন বন্ধু নিয়েও অনায়াসে করা যায়। এতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং পরিবারেরও সুবিধা হবে। শুধু দরকার একটু উদ্যোগ এবং সদিচ্ছা। যাদের মূলধন খুব কম, সেইসব ছেলেমেয়ে বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।

**আশিস ঘোষ, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# বৃষ্টির সাতকাহনে বাংলার উৎসব

পুজোর সময় বর্ষা নামলে সব মাটি। তবু অন্তঃপুরে ডুব মারার সময় কিছুটা মেলে। বাইরে বৃষ্টি, দু-একখানা গানও মন্দ নয়!

গোলাম মাসুদ হোসেন





গত কয়েকদিন আগেই প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে উত্তরের জেলাগুলো স্বস্তি প্রার্থনা করছিল। ইশ্বর যেন সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন, তাপমাত্রা সোজা তিরিশের নীচে। সঙ্গে হালকা ঠান্ডা বাতাসের প্রবাহ। নির্ভেজাল ঘুমের জন্য যথার্থ আবহাওয়া। মাঝে মাঝে ঝিরঝির বৃষ্টি। এমন আবহাওয়া কে না প্রার্থনা করে! কিন্তু এই সুন্দর আবহাওয়ার মাঝেও বাঙালির মন যেন ভারাক্রান্ত। কেননা সামনেই শারদীয় উৎসব। উৎসবের দিনগুলোতে দু'ফোঁটা জল পড়লেই ব্যাস! মাটি! সব মাটি! সারাবছরের প্রতীক্ষা, আনন্দ সেই জলেই ভেসে যাবে।

সবুজের সমারোহ। মৃদু বাতাসে কাশফুলের হাতছানি কিংবা আগমনীর উৎসবের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। শরৎকাল মানেই পুলকিত একখানা মন। এই পুলকিত মন আবার সবুজ গ্রামের কচুপাতার উপরে কিংবা সদ্য যৌবনা সবুজ ধানপাতায় দু'ফোঁটা বৃষ্টির জলের ডিগবাজি দেখে উন্মাদপ্রায় হয়ে যায়। সারাদিনের টুপটাপ বৃষ্টি যেন ঘরেই বন্দি করে রাখতে চায়। যেন বলে 'থাক! বৃষ্টিতে বের হয়ে কাজ নেই। বরং ঘরে বসে নিজের মনে ডুব দাও। কতদিন নিজেকে সময় দাওনি নানা ব্যস্ততায়। এমনকি তোমার অবসরটুকুও কেড়ে নিয়েছে মুঠোফোন।'

হ্যাঁ, কথা তো মন্দ নয়! অন্তঃপুরে টুপ করে ডুব মারার সময় কিছুটা মেলে। বাইরে বৃষ্টি ছন্দময়, দু-একখানা গানও মন্দ নয়, আওড়ানো যায়! 'সাতাও নাগাইচে' এই কথাটার মাধুর্য কিছুটা অনুভূত হয়। দিনগুলো বেশ ঘুমিয়ে কাটানোর উপযোগী হয়ে যায়। ব্যস্ততম দিনে হয়তো ঘুমানোর অবসর থাকে না কিন্তু ছুটির দিন হলে কথাই নেই। কিন্তু ছুটির দিনগুলোতে তো 'দেওয়া সাতাও লাগায় না'। এবার সেটা হয়েছে বটে কিন্তু উৎসব পণ্ড করে দেবার যাবতীয় লক্ষণ তার মধ্যে বিদ্যমান। তোমারে চেয়েছি এইরূপে কিন্তু এসময়ে নয়। এবার না হয় ফিরে যাও, এসো অন্য সময়ে। থাকলে থাকো কিন্তু উৎসবের দিনগুলোতে বিশ্রাম নিও। মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষাকে জলমগ্ন কোরো না।

বিশ্বের পরিবর্তিত আবহাওয়ার ফল আমাদের উত্তরের জেলাগুলোতেও পরিলক্ষিত হয়। যদিও আমাদের সবুজে ঘাটতি নেই। উত্তরের পার্বত্য ভূমি থেকে দক্ষিণের সমভূমি, সর্বত্র এখন আমরা কিছুটা হলেও বৃক্ষ সংরক্ষণ ও রোপণের ব্যাপারে যত্নশীল ও সচেতন। তবুও আগের মতো আর সপ্তাহব্যাপী কিংবা তার বেশি সময় ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি যেন নেই। নেই আগের মতো গ্রামের ঘরে ঘরে গুঁড়ো মাছের চচ্চড়ির মিষ্টি ঘ্রাণ।

বৃষ্টিতে অনেকে জাল নিয়ে বের হন ঠিকই, কিন্তু সেই জালে আর আগের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ধরা দেয় না। মনে হয় এরা বোধহয় এখন আর নতুন জলে উৎসাহ পায় না। এদেরও ঠিকানা হয়তো এখন গুগলের সার্চ ইঞ্জিনে। এআই-এর দৌলতে কৃত্রিমভাবে চিত্রিত হওয়ার অপেক্ষায়! এদের জায়গায় এখন চাষ হওয়া বাজারজাত মাছেদের ছানাপোনাদের দেখা যায়, যারা বন্দিদশা থেকে মুক্তির কামনায় কারও পুকুর হতে পলাতক ও নিখোঁজ। এই মুক্তিকামী মাছেদের চচ্চড়িতে দেশি মাছেদের স্বাদ ও গন্ধ কোনওটাই নেই।

মাছেভাতে এবং উৎসবে বাঙালি। যেমনই হোক মাছভাত তো বছরের বিভিন্ন সময়ে মেলে। শরতের উৎসব তো বছরে একবারেই আসে। তাতেও বাংলার আকাশ বাতাস এভাবে অশ্রুবর্ষণ করেই চলেছে। সব বাঙালির উদ্বেগেরও সময়।

*(লেখক দিনহাটার নান্দিনা শিবতলার বাসিন্দা। শিক্ষক)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ৫ | | | | | |
| ৬ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ৭ | | ৮ |
| ৯ | | ১০ | | ১১ | | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১২ | | | ★ | ১৩ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। এই দেবীর বাহন রাজহাঁস ৩। সস্তা বা সহজে যা পাওয়া যায় ৫। অসুর বিনাশকারিণী দেবী দুর্গা ৬। হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা ৭। দেবী-ভগবতীর আটটি শক্তির উৎস ৯। দুর্গার বাহন সিংহ ১২। দুর্গার পরিবারের কর্তা শিবের বাহন ১৩। শ্মশানবাসী শিবের পত্নী হিসেবে দুর্গার পরিচয়

**উপর-নীচ :** ১। সব দেবদেবীর আরাধ্যা দেবী ২। রঙের কাজে লাগে এক ধরনের তেল ৩। যা সুখকর বা যা থেকে সুখ মেলে ৪। দেবী দুর্গার এক নাম ৫। স্বত্ব ছেড়ে কাউকে কিছু দেওয়া ৭। রমণী বা স্ত্রীলোক ৮। কাত্যায়ন ঋষির কন্যা হিসেবে দুর্গার নাম ৯। দেবতাদের রাজা ১০। স্বামীর বোন ১১। শূদ্র হয়ে তপস্যা করার জন্য এই তপস্বী রামের হাতে মারা যান।

### সমাধান ■ ৩৯৫৭

**পাশাপাশি :** ১। বকনা ৪। বাচাল ৫। যম ৭। লাঙল ৮। নামঞ্জুর ৯। দেবীপক্ষ ১১। কৌশিকী ১৩। তল্পি ১৪। বিবর ১৫। বল্মীক।

**উপর-নীচ :** ১। বগলা ২। নাবাল ৩। তালকানা ৬। ময়ূর ৯। দেহাত ১০। ক্ষত্রবিদ্যা ১১। কৌরব ১২। কীচক।

## বিন্দুবিসর্গ

**আজ হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটগণনা ■ জল মাপছে বিজেপি**

# জয়ের গন্ধে কংগ্রেসে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর :** হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী পদে কে বসবেন, তা জানতে আর কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা। জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত, হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে কংগ্রেস। আর জয়ের গন্ধ পেতেই শতাব্দী প্রাচীন দলের অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছে। হরিয়ানার দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা ছাড়াও ভেসে উঠেছে কুমারী শৈলজা ও রণদীপ সুরযেওয়ালার নাম।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা সোমবারই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। এদিন রাতেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা। অন্যদিকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং সিরসার কংগ্রেস প্রার্থী কুমারী শৈলজা ভোটের আগেই বৈঠক করেছেন সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে। এদিন সন্ধ্যায় তিনিও দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী পদের তৃতীয় দাবিদার রণদীপ সুরযেওয়ালাও অমরনাথ দর্শন সেরে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়েছেন বলে খবর। কংগ্রেসের অন্দরে যখন কুর্সি দখলের দৌড় শুরু, তখন আশ্চর্যজনকভাবে শীতল বিজেপি শিবির। দলের প্রদেশ নেতাদের কাউকেই এদিন ভোটের ফল নিয়ে মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং অবশ্য বিজেপির জয়ের দাবি করেছেন।

এদিন কংগ্রেস নেতা ভূপেন্দ্র সিং হুডা ফের দাবি করেন, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন হাইকমান্ড। নির্বাচনের আগে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কাউকে সামনে না আনলেও হুডার পাল্লা ভারী বলেই রাজনৈতিক শিবিরের মত। ২০০৫-এর নির্বাচনে চৌধুরী ভজনলালকে সামনে রেখে প্রচার চালালেও ৬৭টি আসন পাওয়ার পর তাঁকে সরিয়ে ভূপেন্দ্র সিং হুডাকেই মুখ্যমন্ত্রী করেছিল কংগ্রেস। কুমারী শৈলজার বাজিমাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দলিত ভোটব্যাংককে বার্তা দিতে হাইকমান্ড হুডার পরিবর্তে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে পারেন বলে জল্পনা চলছে। তবে কংগ্রেসের বিধায়ক দলে হুডার

> জয়ের গন্ধ পেতেই শতাব্দী প্রাচীন দলের অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছে। হরিয়ানার দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা ছাড়াও ভেসে উঠেছে কুমারী শৈলজা ও রণদীপ সুরযেওয়ালার নাম।

পাল্লা ভারী হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। সূত্রের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে হুডার সমর্থকদের মধ্যে থেকে ৭০ জনকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যদি ৫০ জনও জয়লাভ করেন, তাহলেই হুডার মুখ্যমন্ত্রিত্ব একপ্রকার বাঁধা।

গত পাঁচ বছরে হরিয়ানায় হুডার নেতৃত্বেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে কংগ্রেস। তাঁর পছন্দের নেতা চৌধুরী উদয়ভানকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করা হয়েছে। হুডাপুত্র দীপেন্দ্র দলের অন্দরে রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রবীণ ভূপেন্দ্র সিং হুডাই মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন।

# মেহবুবার সমর্থনে আপত্তি নেই ফারুকের

**শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর :** সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ হয়েছে। বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা হারিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। ৫ বছর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে কাটানোর পর উপত্যকার রাজনৈতিক সমীকরণে বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের ফল ঘোষণার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিজেপি ও বিরোধী দলগুলি। জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত, এবারও জম্মুতে নিজেদের শক্তি ধরে রাখতে পারে বিজেপি। বিপরীতে উপত্যকায় ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) ও কংগ্রেস জোটের পাল্লা ভারী থাকবে। হাতেগোনা আসনে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে পিডিপির। সেই ইঙ্গিত মেনে ফল ঘোষণার আগেই ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি ও এনসি-কংগ্রেস।

সোমবার সরকার গড়তে মেহবুবা মুফতির পিডিপির সমর্থন চেয়েছেন প্রবীণ এনসি নেতা ফারুক আবদুল্লা। বিপরীতে বারামুলার সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার রশিদের নেতৃত্বাধীন ছোট দলগুলির জোট তলে তলে বিজেপিকে সাহায্য করছে বলে অভিযোগ করেছেন ওমর আবদুল্লা। সমীক্ষা অনুযায়ী, ৯০ আসনের বিধানসভায় এবার বিজেপির আসন সংখ্যা ৩০-এর আশপাশে থাকতে পারে। জাদু সংখ্যা স্পর্শ করতে তাদের পিডিপি, অন্যান্য ছোট দল এবং নির্দলদের সমর্থন প্রয়োজন। একই সঙ্গে বিজেপিকে অক্সিজেন জোগাতে পারে লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) নিযুক্ত মনোনীত বিধায়করা। কাশ্মীর বিধানসভায় পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা শরণার্থী, মহিলা এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ৫ জনকে মনোনীত করতে পারেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর। সরকার পক্ষ নিযুক্ত ওই বিধায়করা বিজেপিকে

> আমাদের প্রয়োজন না থাকলেও, আমরা সমর্থন নেব (পিডিপি থেকে)। কারণ, আমাদের যদি এগিয়ে যেতে হয় তবে একসঙ্গে চলতে হবে। এই রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।
>
> **ফারুক আবদুল্লা**

সমর্থন করতে পারেন বলে জল্পনা চলছে।

সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা সোফি ইউসুফ বলেন, 'লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোনীতদের সবাই বিজেপিকে সমর্থন করবেন। অশোক কৌল, রজনী শেঠি, সুনীল শেঠি, ফরিদা খান এবং সঞ্জিতা ডোগরা, সবাই বিজেপির। আমরা এই পাঁচটি আসন পাচ্ছি।' বিজেপির কৌশল আঁচ করে ঘর গোছাতে শুরু করেছে এনসি-কংগ্রেস। সরকার গঠনের ক্ষেত্রে মেহবুবা মুফতির সমর্থন নিতে তাঁদের আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন ফারুক আবদুল্লা। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রয়োজন না থাকলেও, আমরা সমর্থন নেব (পিডিপি থেকে)। কারণ, আমাদের যদি এগিয়ে যেতে হয় তবে একসঙ্গে চলতে হবে। এই রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।'

*মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে এক দলিত পরিবারে আহার রাহুল গান্ধির। সোমবার।*

## দলিত কুটিরে পাত পেড়ে খাওয়া রাহুলের

**কোলাপুর, ৭ অক্টোবর :** দেশের দলিত শ্রেণির মানুষ কী খান, কীভাবে রাঁধেন, সেসব জানতে তাঁদের কুটিরে ঢুঁ মারলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। একটা গোটা দিন দলিত পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার রাহুল সেই ভিডিও পোস্ট করলেন সমাজমাধ্যমে। সঙ্গে লিখলেন নিজের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথাও।

মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের বাসিন্দা দলিত দম্পতি অজয় তুকারাম সানাডে এবং তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা তাঁদের বাড়িতে ডেকেছিলেন রাহুলকে। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে শুধু দেখা বা সুখ-দুঃখের কথা শোনাই নয়, রাহুল হাত লাগালেন রান্নাতেও।

এক্স হ্যান্ডলে রাহুল লিখেছেন, 'দলিতদের খাবারদাবার এবং রন্ধনশৈলী সম্পর্কে আজও আমরা কত কম জানি! সানাডে পরিবারের আমন্ত্রণে তাঁদের বাড়ি গিয়ে আমার দারুণ অভিজ্ঞতা হল।' এরপর তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি আজ হারভযাচি ভাজি আর বেগুন দিয়ে তুর ডাল বানিয়েছি। তারপর খেয়েছি কবজি ডুবিয়ে। খাওয়াদাওয়ার মধ্যেই কথা হয়েছে বর্ণভিত্তিক বৈষম্য আর দলিত ঘরোয়া জীবনের গুরুত্ব নিয়ে।'

এদিকে দলিত পরিবারে রাহুলের সফর আসন্ন মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের ভোট রসায়নকে মজবুত করবে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

## গান লিখে দুর্গা আরাধনা প্রধানমন্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর :** তিলোত্তমার সুবিচারের দাবিতে দেশজুড়ে চলছে প্রতিবাদের ঝড়। নবরাত্রি, শারদোৎসবেও তাতে ছেদ পড়েনি। এই আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেবী দুর্গা তথা নারীশক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় গান বাঁধলেন। তাঁর লেখা 'গরবা' সংগীত 'আভাতি কালে'-র ভিডিও সোমবার শেয়ার করে দেবীর আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক, এই কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'নবরাত্রির শুভ সময়ে মানুষ ভক্তিভরে মা দুর্গার পুজো করেন। শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহযোগে এই আভাতি কালে আমি একটি গরবা গান লিখেছি। আমার গান তাঁর শক্তি ও করুণার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা। দেবীর আশীর্বাদ সবার উপরে থাকুক।' মোদির লেখা গান গেয়েছেন পূর্বা মন্ত্রি। একটি আলাদা পোস্টে কণ্ঠশিল্পীর সুরেলা পরিবেশনের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

# চিকিৎসায় নোবেল দুই মার্কিন বিজ্ঞানীর

**স্টকহোম, ৭ অক্টোবর :** চলতি বছর চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে নোবেল পুরস্কার পেলেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রুভকুন। মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ও জিন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা বিষয়ে দিকনির্দেশক গবেষণার জন্য তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। দুই মার্কিন বিজ্ঞানীর অনুষ্ঠানে নোবেল বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার স্মারক ও অর্থ তুলে দেওয়া হবে।

পার্লম্যান বলেন, অ্যামব্রোস তাঁর নোবেলজয়ী গবেষণা সম্পন্ন করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে তিনি ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে

*ভিক্টর অ্যামব্রোস এবং গ্যারি রুভকুন।*

এই কাজ প্রাণীর দেহের গঠন ও কাজ আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

নোবেল অ্যাসেম্বলি তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'অ্যামব্রোস ও রুভকুনের আবিষ্কার জিনের কর্মকাণ্ড কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তার একটি মৌলিক নীতিকে চিহ্নিত করেছে। এই আবিষ্কার জীবের বিকাশ ও কার্যপ্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।'

সোমবার স্টকহোমে নোবেল অ্যাসেম্বলির সেক্রেটারি থমাস পার্লম্যান এই পুরস্কার ঘোষণা করেন। ডিসেম্বরে সুইডেনে এক কর্মরত। আর জিনবিদ্যার গবেষক রুভকুন তাঁর গবেষণা সম্পন্ন করেন ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল এবং হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে। তিনি বলেন, 'দুই বিজ্ঞানীর গবেষণা জীবের বৃদ্ধি ও কার্যপদ্ধতি বোঝার জন্য অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। এই আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। কোষের ভিতরে জিনগুলি মাইক্রোআরএনএর মাধ্যমে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা আরও ভালোভাবে জানার ফলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা আধুনিক জিন থেরাপিকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে দেবে।'

*সাফারি বাসে হঠাৎ আক্রমণ লেপার্ডের। বেঙ্গালুরুর বানেরঘাটা জাতীয় পার্কে।*

## বাংলাদেশিদের ভুয়ো আধার বাতিলের তৎপরতা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর :** শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ায় পরপরই সেদেশ থেকে ভারতে শরণার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ভারত সরকারও এই পরিস্থিতিতে কিছুটা নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে। তবে সম্প্রতি বিএসএফ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউএডিএআই)-কে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আগেই আসা অনথিভুক্ত অভিবাসীদের আধার নিষ্ক্রিয় করার কথা জানিয়েছে। সন্দেহভাজন একজন বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেপ্তারের পরই, বিএসএফ পুলিশকে অবহিত করে এবং একই সঙ্গে ইউএডিএআই-কেও কার্ড নিষ্ক্রিয় করার জন্য জানায়। বিএসএফের এক আধিকারিকের মতে, এই উদ্যোগ মানব পাচার রোধেই নেওয়া হয়েছে। হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রথমবার বিএসএফ এভাবে সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিকদের ভুয়ো আধার কার্ড বাতিলের উদ্যোগ নিল।

মন্ত্রকের দেওয়া হলফনামায়, ইউএডিএআই, ইমিগ্রেশন ব্যুরো, বিদেশমন্ত্রক এবং ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-কে বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের মানসম্মত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরও সম্প্রতি বিএসএফ ইউএডিএআই-কে চিঠি লিখে বাংলাদেশ থেকে আগত অনথিভুক্ত অভিবাসীদের আধার নিষ্ক্রিয় করার কথা জানিয়েছে।

## ন্যাকে এ+ পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়

**নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর :** ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) মূল্যায়নে এ+ তকমা পেল পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়। ন্যাকের স্বীকৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক,

আধিকারিক ও অশিক্ষক কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন চ্যান্সেলার স্বামী রামদেব। তিনি বলেন, 'পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের সমৃদ্ধি এবং একটি স্বনির্ভর জাতির ভিত প্রস্তুত করা। আমাদের এক দক্ষ যুবশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।' রামদেব আরও বলেন, 'আজ বিশ্বে এমন যুবশক্তির প্রয়োজন যারা বর্তমানের চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান খুঁজে বার করার ক্ষমতা রাখে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলি মূল্যায়ন করতে পারে।'

# মালদ্বীপের পাশে থাকার আশ্বাস মোদির

**নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর :** প্রতিবেশী দেশে ক্ষমতার হাতবদল ভারতের বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে না। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিশ্বাসী নয়াদিল্লি। আর্থিক সংকটের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মালদ্বীপের চিনঘেঁষা প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজুকে সোমবার এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৪ দিনের সফরে রবিবার

**সুর নরম মুইজুর**

দিল্লিতে পা রেখেছেন সস্ত্রীক মুইজু। ভারতে এসেই বৈঠকে বসেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে। তারপর একে একে দেখা করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে।

মুইজুর সঙ্গে আলোচনা সেরেই প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি থেকে ব্রাত্য নয় মালদ্বীপ। করোনা সংক্রমণের সময় এই নীতি মেনে মালদ্বীপের বাসিন্দাদের জন্য ৬ লক্ষ টিকা পাঠিয়েছিল ভারত। পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসা সরঞ্জামও। ভবিষ্যতেও মালদ্বীপকে সাহায্য করতে তৈরি দিল্লি। পাশাপাশি ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত যে মালদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, 'ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য থেকে কোভিড টিকা, পানীয় জল, সব দরকারে মালদ্বীপের পাশে থেকেছে ভারত। দ্বীপদেশে একটি বিমানবন্দর এবং ৭০০টি বাড়ি তৈরি করে হস্তান্তর করা হয়েছে।' মালদ্বীপের ২৮টি দ্বীপে ভারতের সাহায্যে গড়ে ওঠা পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে মোদি জানান, এর ফলে ৩০ হাজারের বেশি মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। বেঙ্গালুরুতে মালদ্বীপের কনসুলেট খোলার বিষয়েও মুইজুর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

দিল্লি সফরের শুরু থেকেই ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুইজু। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালীন মালদ্বীপকে ভারত-বিরোধী শক্তির ঘাঁটিতে পরিণত হতে না দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন। মুইজু বলেন, 'মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হল ভারত। আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু এর ফলে যাতে ভারতের নিরাপত্তা প্রভাবিত না হয়, আমরা সব সময় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখি।' এদিন রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানান মুইজু।

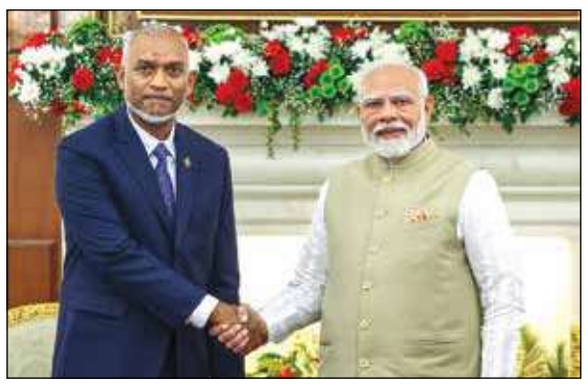

*বৈঠকের পর হাসিমুখে মুইজু এবং নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লি।*

> ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য থেকে কোভিড টিকা, পানীয় জল, সব দরকারে মালদ্বীপের পাশে থেকেছে ভারত।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হল ভারত। আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারতের যাতে নিরাপত্তা প্রভাবিত না হয়, আমরা সব সময় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখি।
>
> **মহম্মদ মুইজু**

## রতন টাটার অসুস্থতা নিয়ে ভুয়ো খবর

**মুম্বই, ৭ অক্টোবর :** গভীর রাতে নিম্ন রক্তচাপ এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে শিল্পপতি রতন টাটা মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে গুজব রটেছিল। সোমবার সকাল থেকেই সংবাদমাধ্যম ছেয়ে যায় সেই ভুয়ো খবরে। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে জল্পনার জল বেশিদূর গড়াতে দেননি রতন টাটা নিজেই। তিনি জানিয়েছেন, তিনি সুস্থ। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি আরও বলেন, বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যার কারণে নিয়মমাফিক শারীরিক পরীক্ষা করাতেই তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায় টাটা লেখেন, 'সম্প্রতি আমার স্বাস্থ্য নিয়ে নানা জল্পনা রটেছে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, এই সব খবরই ভুয়ো। গত কয়েকদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যার জন্য নিয়মমাফিক চেক-আপের জন্য হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি সুস্থ আছি। জনগণ এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে অনুরোধ, ভুয়ো খবর ছড়াবেন না।'

## জামিন লালু, দুই পুত্রের

**নয়াদিল্লি ও পাটনা, ৭ অক্টোবর :** পুজোর মুখে স্বস্তির হাওয়া পাটনার যাদব পরিবারে। জমির বদলে রেলে চাকরি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত সোমবার মাথাপিছু ১ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর দুই পুত্র তেজস্বী ও তেজপ্রতাপের জামিন মঞ্জুর করেছে। তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে এজেন্সিকে অপব্যবহার করা হয়েছে। মামলায় অভিযোগ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ মেলেনি। তাই জামিন দেওয়া হয়েছে।'

# ঝাড়খণ্ডে এনআরসি-ই পদ্মের ভোটের ইস্যু

**রাঁচি, ৭ অক্টোবর :** ঝাড়খণ্ডের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক লড়াই ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছে। এই আবহে ক্ষমতায় এলে রাজ্যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) বাস্তবায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি।

রাজ্যের নানা জায়গায়, বিশেষ করে সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে অভিযোগ। এর ফলে জনবিন্যাস পরিবর্তনের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন আদিবাসীরা। তাঁদের উদ্বেগের বিষয়টি সামনে রেখে এনআরসি-কেই নির্বাচনি ইস্যু করেছে বিজেপি। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পর্যবেক্ষক তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, রাজ্যকে বহিরাগতদের হাত থেকে রক্ষা করতে তাঁর দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অনুপ্রবেশের জেরে ঝাড়খণ্ডে কেবল যে জনসংখ্যা ও জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটছে তা নয়, বরং তা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বুনিয়াদকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই সংকট থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে রাজ্যে দ্রুত এনআরসি চালু করা হবে।

শিবরাজ বলেন, বিজেপির বিস্তারিত নির্বাচনি ইস্তাহার শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তবে এই নির্বাচন

**'রাজনৈতিক স্বার্থে অনুপ্রবেশে ইন্ধন'**

শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য নয়, বরং রাজ্যের ভূমি, কন্যাসন্তান এবং রাজ্যবাসীর জীবনজীবিকা রক্ষাই এবারের নির্বাচনের মূল বিষয়।

শিবরাজের অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যের হেমন্ত সোরেনের সরকার বহিরাগতদের তোয়াজ করছে। তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের জন্য সাঁওতাল পরগনার জনসংখ্যায় যে পরিবর্তন হয়েছে, তা ভীতিকর। সেখানে আদিবাসীদের সংখ্যা ৪৪ শতাংশ থেকে কমে ২৮ শতাংশে এসে ঠেকেছে। অনুপ্রবেশ অবশিষ্ট জনসংখ্যার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শাসকদল ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি মোর্চা ভোটব্যাংক রাজনীতির ফায়দা তুলতে বাংলাদেশিদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। নির্বিচারে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ইত্যাদি বিলি করা হচ্ছে। সেই জোরে বহিরাগতরা অল্পবয়সি মেয়েদের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের বিয়ে করে আদিবাসীদের জমি-জায়গার দখল নিচ্ছে। এটা চলতে থাকলে একদিন ভূমিপুত্র ও কন্যারাই রাজ্য থেকে উৎখাত হয়ে যাবেন। এই বিপদ থেকে তাঁদের বাঁচানোই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য। শিবরাজের হুঁশিয়ারি, 'ক্ষমতায় এলে আমরা সর্বাগ্রে এনআরসি কার্যকর করে অবৈধ বসবাসকারীদের রাজ্য থেকে তাড়াব।'

**গাজা যুদ্ধের বর্ষপূর্তি**

# জয় অবধারিত, দাবি নেতানিয়াহুর

**তেল আভিভ, ৭ অক্টোবর :** শত্রুরা সংখ্যায় যতই বেশি হোক না কেন চলতি সংঘাতে নির্ণায়ক জয় পাবে ইজরায়েল। একথা জানিয়েছেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। গাজার গণ্ডি ছাড়িয়ে লেবাননে বিস্তৃত হয়েছে ইজরায়েলের সেনা অভিযান। যেকোনও সময় ইরানের সঙ্গেও ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরু হতে পারে। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে ৩টি ফ্রন্টে লড়তে হবে ইজরায়েলি সেনাকে। এর জেরে হামাস, হিজবুল্লা ও ইরানের বিরুদ্ধে তাদের নির্ণায়ক জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে মনে করা হচ্ছে। নেতানিয়াহু অবশ্য জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

২০২৩-এর ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর হামাস জঙ্গিদের বেনজির হামলার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেনার এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একবছরে আমাদের সামরিক পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। গত বছর আমরা ভয়ংকর ধাক্কা খেয়েছিলাম। সেই সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। এখন গাজা ও লেবাননে লড়াই চলছে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব।' নেতানিয়াহুর বক্তব্যের রেশ ধরে ইজরায়েলের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারজি হালেভি বলেন, 'একবছর বাদে আমরা হামাসের সামরিক শাখাকে বিধ্বস্ত করতে পেরেছি।'

# জেলে না গিয়ে সরকারে : ইউনূস

**ঢাকা, ৭ অক্টোবর :** অগাস্টের শুরুতেও মনে করা হচ্ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের পরবর্তী গন্তব্য বোধহয় জেল। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালাচ্ছিলেন বাংলাদেশের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ। কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই ঘটে যায় পালাবদল। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপে ভারতে আশ্রয় নিতে হয় শেখ হাসিনাকে। আর ছাত্র নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন ইউনূস।

সম্প্রতি সেদেশের একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের সেই চড়াই উতরাই পর্বের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন ইউনূস। জানিয়েছেন, নতুন দায়িত্ব তিনি উপভোগ করছেন। এক প্রশ্নের জবাবে ইউনূস বলেন, 'এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। আমি দু-দিন আগে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরছিলাম। হঠাৎ করে জেলে না গিয়ে আমি বঙ্গভবনে গিয়ে শপথগ্রহণ করলাম।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে চলা কোটা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যোগের কথা স্বীকার করেননি ইউনূস। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জানান, শেখ হাসিনার পতনের পর ছাত্রনেতারা প্যারিসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি আঁচ করে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নিতে রাজি হন তিনি।

সপরিবার

*ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুই মণ্ডপে দুই সাজে উমা। শিলিগুড়িতে ছবিদুটি তুলেছেন শান্তনু ভট্টাচার্য ও সূত্রধর।*

# ব্রিসবেনে উৎসব শেষ

**অভিশ্রী দাশগুপ্ত**

আমি সদ্য ১৪ পার করা এক কিশোরী। বাবার কাজের জায়গা বিদেশ হওয়ায় ভারতের বাইরের অনেক পুজো দেখেছি। দেশে কলকাতা ও বেঙ্গালুরুর পুজোও দেখেছি। গত ৪ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ায় আছি। কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী ব্রিসবেন আমাদের এখনকার ঠিকানা। এখানকার বাঙালিদের প্রতিষ্ঠান বেঙ্গলি সোসাইটি অফ কুইন্সল্যান্ড (বিএসকিউ) পরিচালিত দুর্গাপুজো এবার ২৭ বছরে পা রাখল। শুরু হয়েছিল পিতলের প্রতিমা দিয়ে। পরে শোলার প্রতিমা। তারপর কলকাতা থেকে আনা হত মাটির প্রতিমা। আর ২০১৬ সাল থেকে পুজো করা হয় ফাইবারের প্রতিমায়। তবে আমাদের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না। যত্ন করে সংরক্ষণ করা হয়।

কলকাতায় তো এখনও পুজো হয়নি। তবে এখানে পুজো হয়ে গেল ৪, ৫ ও ৬ অক্টোবর। কলকাতার থেকে প্রায় এক সপ্তাহ আগে। এমনটা কেন? বড়দের জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলাম, উইকএন্ডে পুজো না করলে নাকি হলঘর বা অডিটোরিয়াম খালি পাওয়া যায় না। তাছাড়া অফিস ছুটির ব্যাপারও তো আছে। এ তো আর কলকাতা নয় যে পুজোর দিনগুলোয় অফিস ছুটি থাকবে। আমাদের এবার পুজো হল কুরপারো সেকেন্ডারি কলেজ অডিটোরিয়ামে।

৪ তারিখ বড়রা সবাই মণ্ডপ সাজাতে লেগে গেল। আর আমরা, ছোটরা ফাইফরমাশ খাটতে লাগলাম। পরদিন পুজো আরম্ভ হয়ে গেল। পুরোহিত বাইরের কেউ নন। বিএসকিউর একজন সদস্য। ঢাকির ব্যাপারও এক। আমাদের মধ্য থেকেই একজন ঢাক বাজালেন।

আমি যেন এই পুজো উপলক্ষ্যে হঠাৎ বড় হয়ে গেলাম। আমার পরনে এখন শাড়ি। বড়রা শাড়ি ও ধুতি পরেছে। ছেলেরা পায়জামা ও পাঞ্জাবি। খুবই ভালো লাগছিল এত লোকের ভিড়। বাংলা ছাড়া আর কোনও ভাষায় কথা নেই। ৫ আর ৬ তারিখ তো সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা অবধি ভিড়ই ভিড়। এবার নাচের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বসে আঁকা প্রতিযোগিতাও হয়েছে। নাচ, গান, নাটক- সব বয়সিদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা। আমি নিজেও তো পারফরমার। গান গেয়েছি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি।

এছাড়া খাওয়াদাওয়ার বেশ বড় ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৭০০ জনের জন্য রান্নার আয়োজন করা হয়েছিল। ৪ তারিখ ডিনার দিয়ে শুরু এবং ৬ তারিখ ডিনার দিয়ে শেষ হয়েছে।

প্রতিমা সংরক্ষণ করার জন্য নিয়ে যেতে হবে। তাই তাকে ট্রাকে তোলা হল। অথচ তখনও তো মায়েদের সিঁদুরখেলাই শুরু হয়নি! পরে দেখি নিয়ে আসা হল ছোট এক পিতলের দুর্গার বিগ্রহ। তারপরে শুরু হল বিসর্জনের বিধি পালন।

সব শেষে এটাই বলব, দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় কোনও উৎসব নয়, বাঙালি সম্প্রদায়ের একতা, ভালোবাসা এবং স্থায়ী চেতনার উদযাপন। সেটা কলকাতায় হোক বা বিশ্বজুড়ে।

# নতুনভাবে বাঁচতে শেখায়

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

পুজোর ক'দিন মণ্ডপ, প্রতিমা আর আলোয় ঝলমল করে গোটা ময়নাগুড়ি শহর। রাস্তায় দর্শনার্থীদের ঢল নামে। তবে এতকিছুর মাঝেও ময়নাগুড়ির গ্রামীণ এলাকার আনাচকানাচে সাদামাঠা পুজোর অনেক কাহিনী লুকিয়ে থাকে। যেমনটা রয়েছে দক্ষিণ মৌয়ামারির যুব চেতনা সংঘের দুর্গাপুজোয়। ১১ বছর আগে নেশাবিহীন গ্রাম গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে গ্রামের তরুণরা একজোট হন এবং পুজো শুরু করেন। এলাকার তরুণরা যাতে নেশাগ্রস্ত না হয়ে পড়েন, সেজন্য এলাকার এক বাসিন্দা তথা কারুশিল্পী রণজিৎকুমার রায়ের উদ্যোগে গড়ে ওঠে যুব চেতনা সংঘ। পাড়ায় প্রায় ২০০ পরিবারের বসবাস। বাসিন্দাদের যে কোনও সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন ক্লাবের সদস্যরা। এলাকাবাসীও ক্লাবের তরুণদের নিয়ে গর্বিত। পুজোমণ্ডপের পাশেই বাড়ি সত্তরোর্ধ্ব পূর্ণিমা দাসের। তাঁর কথায়, 'গ্রামের তরুণদের এই পুজোই যেন সবাইকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে।'

পুজো কমিটির সম্পাদক রণজিৎকুমার রায় বলেন, 'পাড়ার তরুণদের ঐক্যবদ্ধ করতেই এই পুজোর আয়োজন।' এলাকার ২০০ পরিবারের অন্তত ২০০ তরুণ ওই ক্লাবের সদস্য। রুটিনমাফিক রক্তদান শিবির আয়োজন করা, রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেন ওই ক্লাবের সদস্যরাই। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে ওই এলাকায় নজিরবিহীন একতা ও শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ এলাকা হলেও প্রতিটি পরিবারই আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। গ্রামের এক প্রবীণ নাগরিক গণেশ রায়ের কথায়, 'যুব চেতনা সংঘের সদস্যরা আমাদের যে কোনও আপদ বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' একই বক্তব্য স্থানীয় বাসিন্দা রতন সরকারের।

ময়নাগুড়ি রোডের মৃৎশিল্পী সঞ্জিতকুমার রায় প্রতিমা তৈরি করছেন। স্থানীয় ডেকোরেটার মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন। অষ্টমী ও নবমীতে সবাইকে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকবে। পুজোর দিনগুলোতে মণ্ডপ চত্বরে পাড়ার সকলকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। পুজো কমিটির সভাপতি শ্যামল দত্ত বললেন, 'আমরা সবসময় এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য রাখি। বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য।' এবছর ওই পুজোর বাজেট ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ বিজয় রায় জানালেন, স্বল্প বাজেটের পুজো হলেও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহ পুজো সবকিছুকেই হার মানায়। পুজোর ক'দিন পুরো মণ্ডপই যেন একটা আস্ত গ্রাম।

# বাড়ির পুজোয় বাদ হেভি মেক আপ

**দামিনী সাহা**

বাড়িতে কোনও পুজো বা অনুষ্ঠান হলেই তার উৎসাহ হয় অন্যরকম। কে কেমন সাজবে, কোনদিন কোন শাড়ি পরবে। তা নিয়ে হয় দেদার আলোচনাও। বাড়ির অনুষ্ঠান মানে তো শুধু সাজগোজ নয়, থাকে বহু কাজকর্ম। একে অপরের হাতে হাতে কাজ করেন সবাই। এর মধ্যে খুব 'হেভি মেকআপ' করা মুশকিল। কাজ সামলে নিজেকে পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলার মধ্যে মেয়েদের প্রথম পছন্দ শাড়ি ও তার সঙ্গে বাঙালিয়ানা সাজ।

এই ক্ষেত্রে সাজের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে লালপাড় সাদা শাড়ি। এরপর কটন শাড়ি, কটন কুর্তি ইত্যাদি। পুজোর তাড়াহুড়ো, কাজকর্ম এবং হইহই-এর মাঝে যাতে হালকা সাজগোজে নিজেকে পরিপাটি দেখাতে পারেন, তার জন্য মহিলারা এবার বেছে নিয়েছেন হালকা সাজ ও হালকা শাড়ি। কোনও কোনও বাড়িতে যেমন নিয়ম রয়েছে অষ্টমীতে লালপাড় সাদা শাড়ি পরতে হবে, নাকেও নথ পরতে হবে। কিছু বাড়িতে নিয়ম আবার একেবারেই নেই।

আলিপুরদুয়ারের কাঁঠালতলার চৌধুরীবাড়ি হোক কিংবা বাবুপাড়ার ভট্টাচার্যবাড়ি। এমন ঐতিহ্যবাহী বাড়ির মহিলাদের সাজ শুধু তাঁদের সৌন্দর্য নয়, বরং উৎসবের আবেগ ও সংস্কৃতির প্রতীক। মঙ্গলা চৌধুরীর বলেন, 'সারাদিন কাজের জন্য বেশি সাজগোজের সময় হয় না, তবে লাল পাড় সাদা শাড়ি আমার প্রথম পছন্দ।' বারোয়ারি পুজোয় মহিলারা মূলত দেবীবরণ ও অঞ্জলির সময়ে লালপাড় সাদা শাড়ি পরেন। বাকি কাজের সময় পাতলা সুতির শাড়িও ব্যবহার করেন তাঁরা।

নতুন প্রজন্মের মহিলারা হ্যান্ডলুম, সিল্কের শাড়ি পরতে পছন্দ করেন। তার সঙ্গে মানানসই গয়না। অক্সিডাইজড গয়নার চাহিদা আরও বেশি। তবে বাড়িতে দুর্গাপুজো মানেই শুধু শাড়ি নয়। চৌধুরীবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যায় বেড়াতে যাওয়ার সময় ওয়েস্টার্ন পোশাক বা চুড়িদারও পরেন। আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গে ঐতিহ্যের মিশেল যেন তাঁদের সাজে এনে দিয়েছে নতুনত্ব।

লালপাড় সাদা শাড়ির সঙ্গে সোনার গয়নার পাশাপাশি কুন্দন, পার্ল, মিনাকারী বা পোলকির কাজ করা আধুনিক গয়নাও এখন সকলের ভ্যানিটি বক্সে রয়েছে। তমিশ্রা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের বাড়ির মহিলারা পুজোর দিনগুলোতে নতুন শাড়ি ও সোনার গয়না পরেই দেবীবরণ করেন। শাঁখা-পলা, সিঁদুরের এই সাজকে আরও পরিপূর্ণ করে তোলেন। বিশেষ করে মহাষ্টমীর অঞ্জলি বা দশমীর সিঁদুরখেলায় মহিলাদের সাজের এক অন্য রূপ ফুটে ওঠে।' মেকআপ এবং চুলের সাজ আরেকটি জরুরি দিক। ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া অন্বেষা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি ট্র্যাডিশনালভাবে শাড়ি পরলেও জমকালো মেকআপ করতে পছন্দ করি। লাল টুকটুকে লিপস্টিক, বড় টিপ থাকা চাই। হালকা স্মোকি আই মেকআপ বা নিউট্রাল শেডের লিপস্টিকের কম্বিনেশন বেশ ভালো লাগে।' চুলের সাজে রয়েছে বিভিন্ন ফুলের সাজ। খোপায় কখনও গজরা, কখনও আবার লম্বা বিনুনি করে তাতে মালা পেঁচিয়ে নেওয়া, সবই চলে বাড়ির পুজোয়।

সবর্ণী ভট্টাচার্য বলেন, 'মহিলারা সাজগোজের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা মিলিয়ে নিচ্ছেন ভালোভাবেই। শাড়ির পাশাপাশি লেহেঙ্গা, সালওয়ার কামিজও আমাদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে।' প্রতিদিনের ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে পরিবারের সঙ্গে পুজোর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা, নিজেদের পছন্দের সাজগোজ করা, হইহই করে সমস্ত কাজ একসঙ্গে করা, এটাই বাড়ির পুজোর বিশেষত্ব।

**কুন্দনে সাজবে নতুন প্রজন্ম**

# দই রুই

**জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা রক্তিমা কুণ্ডু। গৃহবধূ রক্তিমা ভালোবাসেন রান্নাবান্না করতে। বিভিন্ন রেসিপি বই থেকেই হোক বা অনলাইনে ভিডিও দেখে, রান্না নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট করেন। নিজের মতো করে বানিয়ে নেন অনেক রেসিপি। শুধু রান্না করাই নয়, সেই রান্নাকে ফুড আর্টের সাহায্যে কীভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর তাঁর। ফুড ব্লগ করতেও বেজায় ভালোবাসেন রক্তিমা।**



## উপকরণ

- ৫ পিস রুই মাছ
- ১০০ গ্রাম টক দই
- আধা চা চামচ বেসন
- ১টি পেঁয়াজ
- ১ ইঞ্চি আদা
- ৩টে কাঁচা লংকা
- ১ চা চামচ চিনি
- স্বাদমতো নুন
- ৪ টেবিল চামচ সর্ষের তেল
- ২টি ছোট এলাচ
- ১টা ছোট তেজপাতা
- ১ ইঞ্চি দারচিনি
- ১টা লবঙ্গ
- ১ চা চামচ ঘি
- ১ চা চামচ গরমমশলার গুঁড়ো
- ১০-১২টি ধনেপাতা

## প্রণালী

**প্রথমে টক দইতে চিনি, বেসন ও অল্প নুন দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন। এতে স্বাদ ব্যালান্স হওয়ার পাশাপাশি রান্নায় দেওয়া দই ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমবে। পেঁয়াজ ও আদা একসঙ্গে মিক্সিতে পেস্ট করে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তার জল/রসটা আলাদা করে নিন। এই রস দিয়েই রান্নাটা হবে। এবারে ফেটানো টক দইতে ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজ-আদার রস মিশিয়ে নিলেই গ্রেভির মিশ্রণ তৈরি। মাছগুলোতে ভালো করে নুন মাখিয়ে কড়াইতে তেল গরম করে মাছগুলোকে দু'পাশে হালকা ভেজে তুলে নিন। এবারে ওই তেলেই একে একে তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ ফোড়ন দিয়ে ফোড়নের গন্ধ বের হওয়া অবধি নাড়িয়ে দইয়ের মিশ্রণ ঢেলে অনবরত নাড়তে থাকুন। এতে দই ফেটে যাওয়া পুরোপুরি আটকানো যাবে। ঢাকা না দিয়ে রান্নাটা ৫ মিনিট হতে দিয়ে চেরা কাঁচা লংকা ও ভাজা মাছ দিয়ে দিন। মাছগুলো একবার গ্রেভিতে কোট করে প্রতি দিক ৪-৫ মিনিট করে ফুটতে দিন। ঢাকা না দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্নাটা হবে। এবারে ঘি, গরমমশলার গুঁড়ো, ধনেপাতা ছড়িয়ে হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে গ্যাস অফ করে ৩-৪ মিনিট ঢেকে রেখে নিজের ইচ্ছেমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন দই রুই।**

*ছেলের সাইকেলে চেপে বাজারের পথে প্রতিমা। সোমবার শিলিগুড়িতে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।*

# মা এসো, দুর্গতি দূর করো

মা-কে প্রথম-দ্বিতীয় করার যে চল, তা মানতে পারি না। মা তো মা-ই! মণ্ডপসজ্জা নিয়েও আমার একই কথা। প্রতিযোগিতার বাজারি বিচারের গণ্ডিতে যত্রতত্র শিল্পকে নামিয়ে আনার প্রবণতা সবক্ষেত্রে সমীচীন নয় বৈকি, লিখেছেন **প্রবীর চক্রবর্তী**।

পুজোর ছলে

বহু বছর হল পুজো কাটাই আমার কষ্টের একশেষ বুকে নিয়ে; বড়ই একলা-একলি। শারদী প্রকৃতি জাগে, শহর ছাড়ানো ব্যাকুল বিজনে। কাশ ফোটে। শাপলা-শালুক-পদ্ম-শেফালি-- সবই বুঝি ঝিলমিল শিশিরশীকরে।

আমি যে জাগতে পারি না আর আগের মতো হয়ে। নিজের হাতে ছুঁয়ে দেখার আশে শেষ কবে গিয়েছি কাশের সকাশে-- কোন অবকাশে-- মনে আসে না ঠিক। আপন গোপনপুরে পুজোর ক'দিন সরল প্রাণে দেবীকে ডাকার বৃথা চেষ্টা করি।

বাবা-মায়ের মৃত্যুর পরেও অনেককাল ব্যাপ্ততর পরিবারের নিকটজনদের নিবিড় আবেষ্টনে পুজোর দিনগুলি ফিকে হয়েও একেবারে ফাঁকা ছিল না। বছর পাঁচেক হয়ে গেল, চোখের সমুখ দিয়ে হেলায় ভেলায় ভেসে চলে গেল সদাসুস্মিত বিদগ্ধ সহোদর-- মাস কয়েকের ব্যবধানে অত্যাগসহন নবীন আত্মজ। এই দুজনই ছিল আমার অধুনাতন গুরুমশাই, আমার বিজাতীয় জিজ্ঞাসার জিম্মাদারি নিয়ে রেখেছিল তারাই।

আমার আঁধার ঘরে '...আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো হে।' মা, তুমি এসো। এসো হিমা উমা হয়ে মানুষের সন্নিধানে। শরতের আলোয় শরণ্যয়ী শারদার পায়ে সবার সঙ্গে আমিও সমর্পণ করি নিভৃত প্রাণের শারদাঞ্জলি।

পঞ্জিকা মতে এবার তোমার আসা-যাওয়ার ফল বলে অশুভ। বারের হিসেবে স্মার্ত পণ্ডিতবর্গের বৈচারিক এই ফলাফল নিয়ে আমার বলার কিছু থাকতে পারে না। অনধিকারী আমি। শুধু ভাবতে চাই, আমাদের আবাহনেই তোমার আগমন এবং নিরঞ্জনের আয়োজনও তো পুনরাগমনের অপেক্ষায় তোমারই দিকে চেয়ে থাকতে। বারের গেরোয় শুভাশুভের এই সটান সিদ্ধান্ত মেনে নিলে তোমার সুরচিত পুজোর পৃথিবীটা টলে উঠবে না তো?

*সুভাষপল্লির সংঘশ্রী ক্লাবের প্রতিমা। ছবি : তপন দাস*

> এমনিতেই আমাদের দুর্দশার অন্ত নেই। কোথাও জলমগ্ন গ্রামের পর গ্রাম, ফসলভরা খেত। বৃষ্টির খেয়ালে কোথাও বা আগেভাগেই খরতাপে পুড়ে গেল শিশুধান। পুজোর ছলে যেন ভুলে না যাই কারও কথাই।

জানি তুমি দুর্গা। দুর্গের মতো দুর্গম। সহজে দুর্গের ভিতরে যেমন যাওয়া যায় না। রাজারাজড়ার আমলে দুর্গে-দুর্গেই বলে ছিল তোমার অধিষ্ঠান। শোনা যায়, কোনও এক মন্বন্তরে তুমি দুর্গাসুর, মতান্তরে দুর্গম নামের এক বিক্রমী দৈত্যকে বধ করেই তুমি দুর্গা। মানুষের ইহকালিক মহাবিঘ্ন-মহাভয়-মহাপাপ-সংসারস্রোত-শোক দুঃখময় দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গের তুমিই একমাত্র হন্ত্রী। দুর্গ-ভবসাগরে অসঙ্গাতরণী। তুমি জীবকুলের দুরপনেয় দুর্গতি দূর করো।

দেবি! 'প্রসীদ' ... 'বরদা ভব...'। কথায় কথায় খেই হারিয়ে যায়। দোরে পৌঁছে গিয়েছেন মা। শুরু হয়ে গেল পুজো। কতগুলো দেখলেন ... এরা-ওরা বেশ ভালো করেছে-- ভিড়ের হাওয়ায় ভেসে চলে এমন-তেমন অনেক কথাই। এই ভালোত্বর নিরূপণ মণ্ডপসজ্জার বৈচিত্র্য বা দেবীর বিশেষ রূপের নিরিখে--- ব্যক্তিবিশেষের ভাবনার ভুবনে। যদিও মানুষ আজকাল শুধুই প্রতিমা দেখে প্রণাম করতে নারাজ। বরং বলা ভালো, পুজো পরিক্রমায় বেরোই আমরা। থিম-মিমের টানে। অবশ্যই এই প্রচল প্রকরণের ভিতর দিয়ে কারিগরি দক্ষতার উন্মীলন চোখে পড়ে--- আর্থপ্রবাহের পালেও কমবেশি হাওয়া লাগে।

খারাপ লাগে যখন শুনি, এখনও কিছু কিছু বারোয়ারি-রাজবাড়ির পুজোয় পাঁঠাবলি চলে। বীরভূমের একাধিক গ্রামে কালীপুজোয় মোষবলির প্রথা আছে। প্রশ্ন একটাই : আজও এত রক্ত কেন? মানুষের মননে প্রাণনের জোয়ার লাগুক--- অন্তর্গূঢ় জিঘাংসার বিরুদ্ধে জেগে উঠুক জুগুপ্সা-লজ্জা-ভয়।

এমনিতেই আমাদের দুর্দশার অন্ত নেই। কোথাও জলমগ্ন গ্রামের পর গ্রাম, ফসলভরা খেত। বৃষ্টির খেয়ালে কোথাও বা আগেভাগেই খরতাপে পুড়ে গেল শিশুধান। পুজোর ছলে যেন ভুলে না যাই কারও কথাই। শেষ করি এবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখার প্রসঙ্গানুষঙ্গে। একটি লাইনও ঠিকঠাক মনে নেই। ভাবার্থটুকু তুলে ধরি--- মা-কে প্রথম-দ্বিতীয় করার যে-চল, তা মানতে পারি না। মা তো মা-ই! মণ্ডপসজ্জা নিয়েও আমার একই কথা। প্রতিযোগিতার বাজারি বিচারের গণ্ডিতে যত্রতত্র শিল্পকে নামিয়ে আনার প্রবণতা সবক্ষেত্রে সমীচীন নয় বৈকি। 'আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে তব/ শান্তিবারি চাহি ...।' উৎসবের এই সুলগ্নে মানুষের অনাময় অবন্ধ্য জীবন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

## ইসলামপুরে নজরকাড়া

**নেতাজিপল্লি ও ব্লকপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি :** ইসলামপুর শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির তালিকায় এই পুজো কমিটি রয়েছে। এবছর রাজস্থানের একটি প্রাসাদের আদলে তৈরি করা হয়েছে পুজোমণ্ডপ। সেই মণ্ডপের নাম দেওয়া হয়েছে 'রাজস্থানি প্যালেস'। পুজো কমিটির সভাপতি বিজয় দাস বলেন, প্রতি বছরের মতো এবছরও আমরা ইসলামপুরবাসীকে ভালো পুজো উপহার দিচ্ছি। এবছর আমাদের ১৭ লক্ষ টাকা বাজেট রয়েছে। কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা মণ্ডপ তৈরি করেছেন। মণ্ডপের থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে।

**ইসলামপুর তরুণ সংঘ :** তরুণ সংঘ মানেই মনমাতানো থিমের পুজো। এবছর এই পুজো কমিটির থিমের নাম 'সময়ের তালে তালে বদলায় অনুভূতি।' ইলেক্ট্রিক মেকানিজমের মাধ্যমে পুজোমণ্ডপে ওয়াটার শো, আর্টিফিশিয়াল ফুলের চলমান দৃশ্য দেখানো হবে। এই থিম তৈরি করেছেন শিলিগুড়ির শিল্পীরা। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমাটিকেও একদমই অন্যভাবে এবং আকর্ষণীয় করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই পুজোয় দেখা যাবে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। পুজো কমিটির সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাস বলেন, 'এবছর আমাদের পুজোর বাজেট ২০ লক্ষ টাকা। দর্শনার্থীদের নতুন কিছু উপহার দিতেই এবার এই আয়োজন।'

দেবীপক্ষ

**আমরা সবাই দুর্গাপূজা কমিটি :** এবছর এই পুজোর থিমের নাম 'চাই না হতে উমা।' কন্যাশিশুদের সুরক্ষার বার্তা দিতে এই থিমের আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর বাজেট ১২ লক্ষ টাকা। আমরা সবাই দুর্গাপূজা কমিটির সম্পাদিকা প্রিয়াংকা রায় বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের সমাজে এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে নিষ্পাপ কন্যাদের বন্দি করে, তাদের জীবনকে একটি অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়। পতিতালয়ে তাদের আটকে রেখে চলে অবিরাম উৎপীড়ন। এবারের পুজো আমাদের কাছে শুধুই উৎসব নয়, নারীদের প্রাপ্য সম্মান, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার দাবি তোলা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। তাই দুষ্টচক্রের অবসান ঘটাতে এবং জনগণকে সচেতন করতে আমরা এই থিমের আয়োজন করেছি।'

**রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাব :** এবছরও দুর্গাপুজোতে কালীপুজোর স্বাদ পাওয়া যাবে রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোয়। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। বীরভূমের শিল্পীরা কাঠ এবং প্লাই বোর্ড ব্যবহার করা এই মণ্ডপ তৈরি করেছেন। দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছেন নদিয়া জেলার মৃৎশিল্পীরা। পুজো কমিটির সম্পাদক শুভ কর্মকার বলেন, 'এবছর আমাদের পুজোর বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা। প্রতিবছরই আমরা ভিন্ন স্বাদের পুজো উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি।'

**কমল মেমোরিয়াল ক্লাব :** রাজস্থানের একটি বিষ্ণু মন্দিরের আদলে এই ক্লাবের পুজোমণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। ইসলামপুরের স্থানীয় শিল্পীরাই মণ্ডপ তৈরি করেছেন। কলকাতার কুমোরটুলি থেকে আগত মৃৎশিল্পী তৈরি করেছেন প্রতিমা। ক্লাব সম্পাদক কৌশিক গুন বলেন, 'এবারে আমাদের পুজোর বাজেট ২২ লক্ষ টাকা। প্রতি বছরের মতো এই বছরের পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি রাখা হয়নি।'

## চতুর্থীতেই ভিড় টানছে রামমন্দির

**শুভজিৎ চৌধুরী**

**ইসলামপুর, ৭ অক্টোবর :** চতুর্থী থেকেই ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। সাধারণত ষষ্ঠী বা সপ্তমী থেকেই ঠাকুর দেখতে শুরু করেন দর্শনার্থীরা। তবে এবার সেই ছবিটা একদমই উলটো। এই মুহূর্তে আবহাওয়া ভালো থাকায় আগেভাগেই ঠাকুর দেখার কাজ সেরে নিচ্ছেন অনেকেই।

বিভিন্ন কাজে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ ইসলামপুর শহরে আসেন। এর বাইরে টিউশন পড়তে হোক বা কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নিতে অনেক পড়ুয়া শহরে আসে। তাই কাজের ফাঁকে দিনেরবেলাতেই পুজোমণ্ডপগুলি ঘুরে নিচ্ছেন অনেকে। দিনে ভিড় যেমন হচ্ছে, ঠিক তেমনই সন্ধ্যার পর সেই ভিড় কয়েকগুণ বেড়ে যাচ্ছে।

ইসলামপুর শহরের বেশিরভাগ পুজোমণ্ডপে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতির কাজ চলছে। তবে শহরের বেশ কয়েকটি বিগ বাজেটের পুজোর উদ্বোধন ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। সেই পুজোমণ্ডপগুলিতেই দর্শনার্থীরা বেশি করে ভিড় জমাচ্ছেন।

নিউটাউন রোডে আদর্শ সংঘের রাম মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ দেখতে সারাদিন ধরে দর্শনার্থীদের আনাগোনা লেগে রয়েছে। একে সুবিশাল মণ্ডপ অন্যদিকে মনোমুগ্ধকর আলোকসজ্জা দর্শনার্থীদের আরও বেশি আকর্ষণ করছে।

অন্যদিকে, বাস টার্মিনাস সংলগ্ন ইসলামপুর তরুণ সংঘের 'অনুভূতি' থিম দেখতে এখন থেকেই ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা। এছাড়া বিডিও অফিস সংলগ্ন নেতাজিপল্লি ও ব্লকপাড়া সর্বজনীন পুজো কমিটির

*পুজোমণ্ডপে ভিড় দর্শনার্থীদের।*

আয়োজিত 'রাজস্থানি প্যালেস' দেখতে দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন।

উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, এখন থেকেই মণ্ডপে যেভাবে দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন, পুজোর আগামীদিনগুলিতে ভিড়ের কথা ভেবে চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা।

## অন্নদাতাদের 'উৎসর্গ'

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** প্রতিবছর নিত্যনতুন থিমের ভাবনায় অসাধারণ পুজো করে তাক লাগিয়ে দেয় সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। এবার তাদের পুজোর ৭০তম বর্ষের বিশেষ ভাবনা 'উৎসর্গ'। গ্রামবাংলার সৌন্দর্য, ধান চাষ, ফসল ফলানো, কৃষকদের অবদান সবটাই ফুটিয়ে তোলা হবে পুজোমণ্ডপে। যাঁরা আমাদের মুখে অন্ন জোগান তাঁদের উদ্দেশেই এই থিম উৎসর্গ করা হবে বলে জানাচ্ছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নে প্রবেশ করলেই গ্রামীণ জীবনযাত্রার ছোঁয়া পাবেন দর্শনার্থীরা। প্রতিমা থেকে শুরু করে মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা সবটারই দায়িত্বে শিলিগুড়ির শিল্পীরা। এবছর পুজোর বাজেট প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। ক্লাব সভাপতি বাবলু পালের কথায়, 'আমরা প্রতিবছর নতুন নতুন ভাবনার মাধ্যমে পুজো করার চেষ্টা করি। এবছরও চেষ্টা করছি বিশেষ কিছু করার।' ক্লাবের তরফ থেকে মদন ভট্টাচার্য আপামর শহরবাসীকে তাঁদের পুজো দেখতে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

পুজোয় চণ্ডীপাঠ সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অষ্টমীর দিন ভোগপ্রসাদ বিতরণ করা হবে।

## গ্রেপ্তার এক

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** চম্পাসারির কালকূটে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ রবিবার রাতে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম করণ সুব্বা। গতমাসের ২৫ তারিখ একটি ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এরপর বাড়ির মালিক প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে রবিবার রাতে জংশন এলাকা থেকে করণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চুরি করা সামগ্রী চম্পাসারির একটি পরিত্যক্ত ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল অভিযুক্ত।

## গাড়ির হদিস

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** প্রতারণা কাণ্ডে উধাও হওয়া দুটি গাড়ির হদিস পেল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। একটি গাড়ি মিলেছে নকশালবাড়িতে। অন্যটি মিলেছে আশিঘরে। চুক্তিমতো কাজ না করে প্রতারণার অভিযোগে বিমান অধিকারী নামের এক ব্যক্তিকে গত বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সুব্রত অধিকারী নামে এক ব্যক্তি বিমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সুব্রত অভিযোগ করেন, একটি গাড়ি কেনার পর তিনি বিমানকে সেই গাড়ি চালানোর জন্য দিয়েছিলেন। তিন বছরের চুক্তি থাকলেও সে কোনও টাকাই শোধ করেনি বলে অভিযোগ। এরমধ্যেও গাড়িটিও উধাও হয়ে যায়। এরপর গত শুক্রবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে তিনদিনের হেপাজতে নেয় পুলিশ। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই দুই গাড়িরও হদিস পেল পুলিশ।

## ধৃত চার

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** ডাকাতির উদ্দেশে জড়ো হওয়ার অভিযোগে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ হঠাৎ কলোনির টিকিয়াপাড়া থেকে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার রাতে পুলিশের কাছে গোপন সূত্র মারফত খবর আসে ডাকাতির উদ্দেশ্যে সেখানে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। এরপরই পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে বিনোদ সাহানি, মহম্মদ কামিরজুধিন, ধীরাজ বর্মন ও বিরাজ বর্মনকে গ্রেপ্তার করে।

# সম্পত্তি হাতানোয় অভিযুক্ত কাউন্সিলার

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** পরিজনদের বঞ্চিত করে পারিবারিক সম্পত্তি নিজেদের নামে লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ির এক তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরা হলেন পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল ও তাঁর স্বামী অমরচন্দ্র পাল ওরফে বাবলু। বঞ্চনার অভিযোগে বাবলুর বৌদি বাসন্তী পাল ভক্তিনগর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাবলু। তাঁর বক্তব্য, 'কেউ মুখে যে কোনও দাবি করতেই পারে। কিন্তু কথা তো বলবে উপযুক্ত প্রমাণ। যে জমিটি নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে সেটি আমরা সাত ভাই-বোন মিলে মাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে মা সেই জমি কিছু মূল্যের বিনিময়ে আমার স্ত্রীকে দিয়ে দেয়। সেই নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে।'

বাসন্তীর অভিযোগ, নোটারিতে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করে সেই জমি বিক্রি করা যায় না। এছাড়া তাঁর শ্বশুর মারা যাওয়ার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগেই বাবলু ও তাঁর স্ত্রী সবার থেকে বিভিন্ন কাগজে সই করিয়ে নেন। শোকের আবহে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই জমি হাতবদল হয়ে গিয়েছে বলে তাঁর যুক্তি।

**লক্ষ্মী-বাবলুর নামে থানায় অভিযোগ**

একই অভিযোগ করেছেন বাবলুর বোন পাপড়ি ভাওয়াল। তিনি বলেছেন, 'বাবা প্রচুর জমি-সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। সেগুলোর কিছুই আমরা ভাই-বোনরা পাইনি। বাবার সম্পত্তি কি শুধুই ওর একার?'

বাবলুর দাদা প্রয়াত কৃষ্ণচন্দ্র পাল ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের প্রথমসারির নেতা। একই ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন কাউন্সিলারও ছিলেন কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণের পরিবারের লোকেরাও বাবলুর ব্যবহারে ক্ষিপ্ত। এই পরিবারের অন্য এক আত্মীয় জানিয়েছেন, বাবলুর বাবা ও মায়ের নামে প্রায় ৩০টি জমির দলিলের হদিস মিলেছে। কিন্তু সেই সমস্ত জমির কিছুই অন্য ভাই-বোনরা পাননি। বর্তমানে ইস্টার্ন বাইপাসে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের দুটি জমির প্লট নিয়ে অভিযোগ করছেন পরিবারের অন্যরা।

লক্ষ্মীর বিরুদ্ধেও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন কয়েকজন। পাপড়ির সংযোজন, 'মা মারা যাওয়ার পর আমাদের চার বোনের কাউকে শেষকৃত্যে ডাকেনি বাবলু। আমরা নাকি ওর কাছে মৃত।'

বাবলুরা তিন ভাই ও চার বোন। ইতিমধ্যে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকে চার বোনের সঙ্গে বাবলু সম্পর্ক রাখতে নাকি নারাজ, জানিয়েছেন বোনরাই। বর্তমানে বাবলুর বড় বৌদি এবং শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় চলে যাওয়া বোন পাপড়ির অর্থসংকট রয়েছে। সেই কারণে অন্যরাও চাইছেন, কিছু সম্পত্তির ভাগ এই দুজনকে অন্তত দেওয়া হোক। যদিও এমনটা মানতে একেবারেই নারাজ বাবলু। তাঁর মতে, 'যা হওয়ার আইনের মাধ্যমেই হবে।'

## ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাহায্য দেবেন সাংসদ

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** বিধান মার্কেটে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মেয়র গৌতম দেবও আলাদা করে দোকানদারদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। এবারে আসরে নামলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সোমবার শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিধান মার্কেট ঘুরে দেখেন। সেইসঙ্গে পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত নয়টা দোকানের মালিকদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন। শুধু ক্ষতিপূরণ ঘোষণাই নয়, সাংসদ তহবিল থেকে জলের ট্যাংক তৈরির জন্যও অর্থবরাদ্দ ঘোষণা করলেন। সুযোগ বুঝে ব্যক্তিমালিকানার বিষয়টিও তিনি নতুন করে উসকে দিলেন।

তাঁর বক্তব্য, 'পুরনিগমের বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মার্কেট নতুনভাবে তৈরি করা প্রয়োজন। আর ব্যক্তিমালিকানার যে দাবি রয়েছে, সেটাও ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া প্রয়োজন।'

মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো তিনি দেখুন, রাজ্য সরকারের বিষয়গুলো ওঁর দেখার কথা নয়।'

ব্যক্তিমালিকানা থেকে শুরু করে বিধান মার্কেটের রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ই ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছে বিজেপি। এমনকি গৌতম দেবের সঙ্গে বিধান মার্কেটের দূরত্ব তৈরি হওয়ার পর থেকে বিজেপি নেতৃত্ব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যতটা পারা যায়, ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন সময় সাংসদ থেকে শুরু করে বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা গলার স্বর চড়িয়েছেন। তবে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর মেয়রের সঙ্গে ব্যবসায়ী সমিতির তিক্ত সম্পর্ক মধুর হতে শুরু করেছে। আর এটা বুঝতে পেরেই নিজেদের জায়গা কোনওভাবেই ছাড়তে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিন সাংসদ মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলো পরিদর্শন করে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এদিকে ব্যবসায়ী সমিতি এখন পদ্ম শিবির থেকে নিরাপদ দূরত্ব তৈরি করে রাখতে চাইছে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে জল মাপতে শুরু করেছে। আর তার ফলস্বরূপ এদিন এব্যাপারে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে-কে প্রশ্ন করতেই তাঁর বক্তব্য, 'বিধান মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে যাঁরাই দাঁড়াবেন, সবাইকেই স্বাগত।'

# ঘোগোমালি- সুকান্তনগর তৈরি থিমের লড়াইয়ে

আমার পাড়া আমার পুজো

**শিলিগুড়ি শহরের মূল পুজোর লড়াইয়ে ঘোগোমালি ও সুকান্তনগরের নাম এতদিন না উঠলেও এবার থিমের লড়াইয়ে এই দুই পাড়াও কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। দুই পাড়ার খবর নিয়ে লিখলেন সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** পুজোতে শিলিগুড়ির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে গত বছর পর্যন্ত ঘোগোমালির নাম ছিল না। সেখানে এ বছর নজরকাড়া থিমের মাধ্যমে জনশ্রী ক্লাব ঘোগোমালি এলাকায় দর্শনার্থীদের পুজো দেখতে আকর্ষণ তৈরি করেছে। ধূমপান যে কিছু মানুষকে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, পারিবারিক দিক থেকে জীবনের খাদের কিনারায় নিয়ে যায়, সেটাই পুজো কমিটি 'তাপাতঙ্ক' থিমের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। অন্যদিকে, ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের 'জীবনচক্র' থিম সুকান্তনগর এলাকায় সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে তৈরি। প্যান্ডেলে থিমের ছোঁয়া থাকলেও প্রতিমায় সাবেকিয়ানা রয়েছে। পুজোমণ্ডপে আকর্ষণের বিষয় হয়ে আরজি করের ঘটনা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সুকান্তনগর এলাকায় আরও দু'একটি পুজো হয় ঠিকই, কিন্তু তা তুলনায় ছোট।

ঘোগোমালি এলাকায় ঘরোয়া কয়েকটি পুজো হয়। বারোয়ারি পুজো বলতে জনশ্রী ক্লাবের পুজো। তবে গত বছর পর্যন্ত সেই পুজোয় থিমের কোনও ছোঁয়া ছিল না। এবছর থিম প্যান্ডেল করে অবশ্য আয়োজকরা তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ধূমপান করলে কীভাবে ফুসফুস নষ্ট হয়ে যায়, তা মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে। ধূমপানের কুপ্রভাবে কী করে জীবন দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় সেটিও ৫৫ বছরের

*সুকান্ত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা।*

পুজোমণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে। জনশ্রী ক্লাবের পুজোর দায়িত্ব দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক্লাবের পুরুষ সদস্যরা রয়েছেন থিমের পুজোর দায়িত্বে। মহিলা সদস্যদের হাতে রয়েছে রীতি আচার মেনে আসল পুজোর সমস্ত দায়িত্ব। পুজো কমিটির সভাপতি নারায়ণ সাহার কথায়, 'এবছর পুজোর বাজেট ২০ লক্ষ টাকা। আগামী বছর থেকে এই পুজো আরও বড় করা হবে। পাড়ার মানুষও তাই চাইছেন। এতদিন বড় পুজো না হওয়ায় ঘোগোমালির দিকে কোনও দর্শনার্থীদের ভিড় হত না। কিন্তু এবছর থেকে আমরাও তৈরি।'

সোমবার পুজো প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ৩১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজোমণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি অষ্টমীর দিন তিন হাজার মানুষের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হবে। ক্লাব কমিটির সভাপতি অহীন্দ্র সাহা বলেন, 'দশমীর দিন সিঁদুরখেলা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিসর্জন পর্ব শেষ হলে এলাকার এক হাজার মানুষকে নিয়ে মৎস্যমুখী করা হবে। এবার যেহেতু অষ্টমীপুজোর অঞ্জলি ভোরের দিকে খুব অল্প সময়ের জন্য রয়েছে, তাই সময় সূচি মাইকিং করে বারে বারে আমরা এলাকাবাসীদের জানিয়ে দিচ্ছি।'

অন্যদিকে, সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের তরফে থিমের পুজো করা হলেও মূর্তিতে রয়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। বিদুষী পাল ও মুকেশ সিং নামে দুই শিল্পী তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত খবরের কাগজের কাটিং দিয়ে ছবি তুলে ধরেছেন। যেখানে একটি মুখ তুলে ধরা হয়েছে। যাতে মা দুর্গার সঙ্গে মহিলা চিকিৎসককে একসঙ্গে জোড়া হয়েছে। পুজো কমিটির তরুণ সদস্য দেবপ্রিয় বিশ্বাসের কথায়, 'আরজি করের ঘটনা পুজোমণ্ডপে নিজেদের মতো করে তুলে ধরেছি। চিকিৎসকরা আসল ভগবান। তাঁদের ওপর ওঠা হাত মা দুর্গার ত্রিশূল দিয়ে রুখতে হবে।' এদিন পুজোর উদ্বোধন হয়। সেজন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

# উদয়নের সঙ্গে মঞ্চে তিন ডাক্তার

**শুভঙ্কর সাহা**

**দিনহাটা, ৭ অক্টোবর :** অভয়ার হয়ে বিচার চেয়ে কলকাতায় জুনিয়ার ডাক্তাররা অনশনে বসেছেন। চিকিৎসকদের একাংশ উৎসব থেকে দূরে থেকে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। এর ঠিক উলটো ছবি দেখা গেল দিনহাটায়। রবিবার রাতে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার সহ তিন চিকিৎসককে দেখা গেল পুজোর উদ্বোধনে। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। চিকিৎসক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ পুজোয় 'শামিল' হওয়াকে মেনে নিতে পারছেন না।

রবিবার দিনহাটা মদনমোহনবাড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির ১২৫ বছরের পুজোর উদ্বোধন হয়। সেখানে ওই তিন চিকিৎসক সহ উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী। উদয়নের পাশে দাঁড়িয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো উদ্বোধন করেন তাঁরা। চিকিৎসকদের এই অংশগ্রহণে উচ্ছ্বসিত উদয়ন সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্টও করেন। উদয়ন লিখেছেন, 'ডাক্তারবাবুদের নিয়ে উৎসবে আছি। আমার সঙ্গে আছেন ডাঃ রণজিৎ মণ্ডল, ডাঃ বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ এস রায়।'

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ রণজিৎ মণ্ডলকে রবিবার রাতে আরও কয়েকটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে দেখা গিয়েছে। হাসপাতাল সুপারের অবশ্য সাফাই, 'আরজি করের ঘটনার বিচার চাই। চিকিৎসকদেরও নিরাপত্তা চাই। বাঙালির উৎসবে যখন আট থেকে আশি, সবাই শামিল হয়েছেন, আমরাও তাই উৎসবে যোগ দিলাম।'

একই সুর মন্ত্রীর গলাতেও। তিনি বলেন, 'সবার জীবনেই খারাপ সময় আসে। সেটা কাটিয়ে উঠতে না পারলে আমরা বাঁচব না। আরজি করে অভিযুক্তের ফাঁসি চাই। তবে উৎসবে শামিল হতে হবে।'

এদিকে, গোটা ঘটনায় চিকিৎসকদের পাশাপাশি বাসিন্দারা দ্বিধাবিভক্ত। একটা অংশ উৎসব থেকে দূরে থাকার কথা বললেও অপর অংশ অবশ্য উৎসবে শামিল হওয়ার পক্ষে। আরজি কর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তোলপাড় গোটা দেশ। জুনিয়ার ডাক্তাররা এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে দিনহাটায় পুজো উদ্বোধনে চিকিৎসকদের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছেন অনেকেই। এক চিকিৎসকের কথায়, 'পুজোর উদ্বোধন করাটা অবশ্য ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে এই পরিস্থিতিতে সেটা না করলেই বোধহয় ভালো হত।'

দিনহাটা মদনমোহনবাড়ি সর্বজনীন পুজো কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তিন চিকিৎসক পুজো কমিটির সহ সভাপতি পদে রয়েছেন। পুজোর অন্যতম কর্মকর্তা অমিত দাস বলেন, 'ডাক্তারবাবুরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পুজোয় সহযোগিতা করে আসছেন। এবারের পুজো কমিটির সহ সভাপতি পদে রয়েছেন তাঁরা। তাঁদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকাটাই স্বাভাবিক।'

# গান করতে সিডনি যাচ্ছেন সৌমেন্দ্র

**শামুকতলা, ৭ অক্টোবর :** অস্ট্রেলিয়ার সিডনির পুজো প্যান্ডেল এবার গানে মাতাবেন আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের দক্ষিণ রামপুর গ্রামের সৌমেন্দ্র লাহিড়ি। বিদেশের মাটিতে দুর্গপুজোয় সৌমেন্দ্রর গান গাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুশি ছড়িয়ে পড়েছে বারবিশা এবং দক্ষিণ রামপুর গ্রাম সহ গোটা আলিপুরদুয়ার জেলায়। পেশাগতভাবে ইঞ্জিনিয়ার হয়েও গানকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশের মাটিতে নিজের ইচ্ছেকে পূরণ করাই একমাত্র লক্ষ্য সৌমেন্দ্রর।

এবার সিডনির অন্তত চারটি পুজোর প্যান্ডেলে গান গাইবেন তিনি। ডান্ডাস কমিউনিটি সেন্টারে ত্রিনয়নী দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু করে, বখাম হিল দুর্গাপুজো ও পাশাপাশি আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন 'টাইমলেস মেমোরিজ - সিজন ২'এর অনুষ্ঠানে। ডিজে গোল্ডেন ভয়েস এবং ফ্যাবস নামক মিডিয়া অর্গানাইজেশনের অডিটোরিয়ামেও বসবে গানের আসর। সেখানেই শ্রোতাদের সংগীত সাগরে ভাসাবেন সৌমেন্দ্র।

দক্ষিণ রামপুর গ্রামে বেড়ে ওঠা তাঁর। কর্মসূত্রে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে থাকেন। ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি তাঁর আগ্রহ। মা দীপালি লাহিড়ি বাগচীর কাছে গানের হাতেখড়ি। ভারতে থাকার সময় উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতকে তুলে ধরতে তৈরি তরাই ডট কম নামের একটি ব্যান্ড গড়ে তুলেছিলেন সৌমেন্দ্র। দাদা সৌমেন্দ্র ও ভাই দীপেন্দ্র লাহিড়ি জুটি বেঁধে উত্তরবঙ্গ তথা অসমের বিভিন্ন মঞ্চে দাঁপিয়ে বেরিয়েছে একসময়।

সৌমেন্দ্রর মা দীপালি লাহিড়ি



বাগচী বলেন, 'আমার দুই ছেলেরই গানের প্রতি দারুণ আগ্রহ ছোটবেলা থেকে। ছোট ছেলে দীপেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সংগীত পরিবেশন করছে। বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে এবার সৌমেন্দ্র গান গাইবে। আমাদের কাছে এটা একটা গর্বের বিষয়।'

# ধর্ষণে অভিযুক্তের সশ্রম কারাদণ্ড

**জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত প্রবীণকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক ইন্দিবর ত্রিপাঠী এই সাজা ঘোষণা করেছেন। ২০২০ সালে জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় ঘটনাটি ঘটে। সেইসময় ওই নাবালিকার বয়স ছিল ১৬ বছর।

নির্যাতিতা এবং অভিযুক্ত একে অপরের প্রতিবেশী। সেই সুবাদে একে অপরের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ঘটনার দিন নাবালিকা একাই বাড়িতে ছিল। সেইসময় অভিযুক্ত নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নাবালিকার মা বাড়িতে ফিরে আসার পর বিষয়টি তাঁকে জানায় নির্যাতিতা। জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার বাবা। ঘটনার পর থেকে কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেও পরে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। মামলাটিতে সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'আটজনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাস অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

# পুলিশ নিজেরা না বদলালে বিপদ

*প্রথম পাতার পর*

এরপর পুলিশের দিকে চলন্ত বাস থেকে থুতু ছেটাতে দেখেছি মহিলাদের। সেই অপরাধীর যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। তখনকার বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন ধর্ষিতার পাশে।

এখন কিছু একটা হলেই বাম, বিজেপির নেত্রীরা গিয়ে পুলিশের ওপর চড়াও হচ্ছেন। তাঁদের যাবতীয় রাগ আছড়ে পড়ছে উর্দিধারীদের ওপর। মনে করে দেখুন, কিছুদিন আগে বহু জায়গা থেকে একের পর এক গণপিটুনির ঘটনার খবর এসেছে এ রাজ্যে। খোদ কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রাম, ভাঙড়, তারকেশ্বর, সল্টলেকে চোর বা শিশু পাচারকারী সন্দেহে বেধড়ক মার খেয়ে প্রাণ দিয়েছে অনেকে। উত্তরবঙ্গে চোপড়া, ফুলবাড়িতে রীতিমতো খাপ পঞ্চায়েত বসিয়ে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে। সব ক্ষেত্রেই পুলিশের তোয়াক্কা না করে উত্তমমধ্যম দিয়েছেন সাধারণ মানুষই। পুলিশের ওপর আস্থা হারানোটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ঘটনাগুলি। কোথাও কোথাও এইসব ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন শাসকদলের নেতা-কর্মীরা।

অতি সম্প্রতি কুলতলির ঘটনার পর জনরোষ যেভাবে আছড়ে পড়েছে তা আরও একবার মানুষের আস্থা হারানোর দৃষ্টান্ত সামনে এনেছে। বছর দশেকের এক বালিকাকে হত্যার পর পুলিশ ডায়েরি নিতে গড়িমসি করেছে, অভিযোগ এমনই। তার জেরে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে সেখানকার পুলিশকে। এখন আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে পুলিশকে তাদের ওপর হারানো আস্থা ফেরাতে হবে। নইলে নৌকা ডুবতে সময় লাগবে না।

তবে দলের দাদাদের হুকুম মানতে গিয়ে সে কাজ কতটা হবে তা নিয়ে সংশয় ষোলোআনা। পুলিশ কি পারবে শাসকদলের ছোট-বড় নেতাদের কথার তোয়াক্কা না করতে? তাদের মুখের ওপর বলতে পারবেন, পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দিন। উপরওয়ালার কোনও অন্যায় হুকুম মানতে পারব না।



উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

## দিন গুনছেন ন্যায়বিচারের আশায়

# এক দশক দেবীর মুখ দেখেন না বাবা-মা

**সপ্তর্ষি সরকার**

**ধূপগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** ক্লাস টেনের মেয়েটার খাতার প্রথম পাতায় লেখা ছিল 'নদী নদী নদী, সোজা যেতিস যদি, সঙ্গে যেতুম তোর, আমি জীবনভর।' তার সে ইচ্ছে আর পূরণ হয়নি। এক অশান্ত অন্ধকার বাঁকেই হারিয়ে যেতে হয়েছিল মেয়েটাকে। ২০১৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর কাকভোরে বাড়ির কাছের রেললাইনের ওপর যে জায়গায় একরত্তি মেয়েটার শরীরের দলা পাকানো রক্তমাংসের টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল সেখানে আজ ফুটে থাকা কাশফুল জানান দিচ্ছে মৃন্ময়ীর আগমনী বার্তা। এই রেলপথ এবং দু'পাশের নিথর মাটি হয়তো সবটা জানে। ঠিক যেমন সব সত্যি জানে ১ সেপ্টেম্বরের নিকশ কালো রাত। এরা কেউই আইনের চোখে গ্রাহ্য সাক্ষী নয়। তাই হয়তো আজও বিচার পায়নি মেয়েটা।



*কিশোরীর দেহ যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে আজ কাশফুল ফুটেছে।*

ক'দিন পরে যখন উমা বাপের বাড়ি আসবেন তখন মণ্ডপ এড়িয়ে যাবেন মেয়েটার বাবা-মা। এক দশক ধরে তাঁরা এভাবেই আনন্দ উৎসব থেকে বহু দূরে। মেয়ে হারানোর শোকে পাথর দম্পতি ন্যায়বিচারের দাবিতে দিন গুনছেন। মৃন্ময়ী একদিন ঠিক তাঁদের চিন্ময়ীর হয়ে বিচার করবেন, সেই বিশ্বাস আঁকড়ে দিন কাটান মানুষ দুটো।

আরজি কর আন্দোলনের জেরে অন্তত পদ থেকে সরতে হয়েছে তাবড় আধিকারিক থেকে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে। এই মেয়েটার বেলায় সেসব হয়নি। ঘটনার পরেই চটজলদি 'আত্মহত্যার ঘটনা' বলে দাবি করতে শোনা গিয়েছিল তৎকালীন জেলা পুলিশের এক অ্যাডিশনাল সুপারকে। পরের বছর ২০১৫ সালে মামলার প্রথম ও প্রধান সাক্ষী নিতাই সিংহ রায় খুন হন। সেই মামলায় মৃতার বাবা ও মামাকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তখনও স্বপদে বহাল ছিলেন সেই পুলিশ আধিকারিক। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ দূরের কথা, উলটে ২০১৬ বিধানসভা ভোটে রাজ্যের শাসকদলের হয়ে ভোটে লড়ার টিকিট জোটে তাঁর। বিধায়কের পাশাপাশি মন্ত্রীও হন একদা ওই মামলার তদন্তের দেখভাল করা সেই জেলা পুলিশ আধিকারিক।

ঘটনার মূলটা অবশ্য একটা পাওয়ার টিলার কেনাবেচা নিয়েই। সেটা নিয়েই অভিযোগের সুবাদে ধূপগুড়ি শহরের বাসিন্দা মেয়েটার বাবাকে সালিশি সভায় হাজির থাকার নিদান দিয়েছিল এলাকার 'মাথারা'।



১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ রাত নয়টা নাগাদ পাড়ার মোড়ে সেই সালিশিতে বাবার পাশে ছিল মেয়েটাও। অভিযোগ, সভায় মারধর করা হয় বাবাকে। তা দেখে মুখ খুলেছিল এলাকায় 'ঠোঁটকাটা' হিসেবে পরিচিত ক্লাস টেনের পড়ুয়া মেয়েটা। একরত্তি মেয়েটার প্রতিবাদ সেদিন মেনে নিতে পারেননি সালিশি সভার কেষ্টবিষ্টুরা। পরিবারের অভিযোগ, মোড়লরা নিদান দেন প্রকাশ্যে থুতু ফেলে তা চেটে মুখে মুখে তর্ক করার শাস্তি নিতে হবে মেয়েটাকে। সেই শাস্তি না মেনে বাড়ির দিকে দৌড় দেয় মেয়েটা। সেই রাতে বাড়ির গেটে তার একটি জুতো মিললেও আর দেখা যায়নি মেয়েটাকে। রাতভর খোঁজাখুঁজির পর পরদিন ভোরে পাশের কুলতলি লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে রেললাইনের ওপর দেখা যায় মেয়েটির বিবস্ত্র ছিন্নভিন্ন দেহ।

এরপর ১৩ জন শাসক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় ধর্ষণ ও খুনের। অভিযুক্তদের অনেকেই কিছুদিন জেল খেটে জামিনে মুক্তি পেয়ে যান। এক দশকে দুই অভিযুক্তের যেমন মৃত্যু হয়েছে তেমনি বয়সের ছাপ পড়েছে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের শরীরেও। তবে লড়াইটা ছাড়তে চান না তাঁরা। মেয়ের কথা উঠলে আজও চোখ চিকচিক করে ওঠে, গলা ধরে আসে বাবার। মুহূর্তে চোয়াল শক্ত করে বলে চলেন, বেঁচে থাকলে মেয়েটার আজ বয়স হত পঁচিশ। হয়তো বিয়ে থা করে সুখে ঘরসংসার করত। পড়ার খুব ঝোঁক ছিল। ওরা সেটা হতে দিল না। ওদের শাস্তি দেখে মরতে পারলেই জীবনের শেষ শান্তিটুকু পাব।

কথাগুলো বলার সময় স্বামীর পাশ ঘেঁষে দাঁড়ান মেয়েটার মা। প্রসঙ্গ বদলে দুর্গাপুজোর উৎসবে ফেরার কথা তুলতেই মহিলার ভেজা চোখ দুটোয় যেন আগুন খেলে গেল। জবাব দিলেন, মা দুর্গা যেদিন আমার মেয়ের অপরাধী অসুরগুলোকে খতম করবেন সেদিন দণ্ডি কেটে হলেও তাঁর মুখ দেখতে যাব। উনিও তো মা, তাই চার সন্তান ছাড়া পুজোয় আসেন না। আমি আমার মেয়েটাকে ছাড়া মণ্ডপে যাই কীভাবে?

# নিহত ডাকাত

**কিশনগঞ্জ, ৭ অক্টোবর :** পূর্ণিয়া পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হল এক ডাকাতের। মৃতের নাম মহম্মদ বাবর। সে কিশনগঞ্জের পুতুলবা গ্রামের বাসিন্দা। রবিবার রাতে আরারিয়ার ৩২৭ ই জাতীয় সড়কের পাশে পূর্ণিয়া থানার পুলিশ ও এসআইটির যৌথ এনকাউন্টারে ওই ডাকাতের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সুপার কার্তিকেও শর্মা সোমবার একথা জানিয়েছেন। বাবরের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়া, কাটিহার, কিশনগঞ্জ, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরবঙ্গে শতাধিক ডাকাতি-খুনের অভিযোগ রয়েছে।

# আজ অনশন

*প্রথম পাতার পর*

তবে তাঁদের অনশন প্রতীকী। অনশনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের শারীরিক অবস্থা ক্রমে দুর্বল হচ্ছে।

প্রতিদিন প্রচুর মানুষ অনশন মঞ্চে আসছেন। দূর থেকে মনে হচ্ছে, প্রতিমা দর্শনের জন্য মানুষের ঢল নেমেছে। এতে অনশনকারীদের কার্যত দমবন্ধ অবস্থা হচ্ছে। আন্দোলনকারীরা বাধ্য হয়ে সবাইকে দূরে সরে যেতে বলছেন। মঞ্চের সামনে বোর্ডে লিখে অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থা কিছুক্ষণ পরপর জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের প্রতি অসহযোগিতার অভিযোগ করছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের বায়োটয়লেট ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি।

যদিও শুধু অনশনকারীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য দুটি বায়োটয়লেট সোমবার বসিয়ে নিয়েছেন। অনশনের জন্য মঞ্চ তৈরি করতে অনুমতি চেয়ে লালবাজারে তাঁরা যে ই-মেল পাঠিয়েছিলেন, তাতে সোমবার রাত পর্যন্ত সম্মতি মেলেনি। বরং পুলিশের তরফে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, ধর্মতলা চত্বরে নিরাপত্তার স্বার্থে ১৬৩ ধারা জারি থাকায় সেখানে কোনও অবস্থানের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।

জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে আসছে। 'ব্যাংক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও মঞ্চ'-এর সদস্যরা সোমবার দুপুরে অনশন মঞ্চে এসেছিলেন। সংস্থার পক্ষে সৌম্য দত্ত জানান, সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজোর চারদিন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে প্রতিবাদ অবস্থানে তাঁরা বসতে চেয়েছেন। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

ধর্মতলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের বিনা অনুমতিতে এই কর্মসূচিকে বেআইনি ঘোষণার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু সোমবার হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের বিষয়টি যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, সে কারণে এতে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

# বোয়াল দিয়ে মায়ের ভোগ

**কোচবিহার, ৭ অক্টোবর :** ৩৬০ বছরের পুজোর পরম্পরা মেনে পরিবারের নিজস্ব তালপাতার পুঁথি পড়ে দুর্গাপুজো হতে চলেছে কোচবিহার শহরের ভট্টাচার্যবাড়িতে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবারের ন্যায় এবছরও পুজোয় তন্ত্রধারণ করবেন পরিবারের প্রবীণ সদস্য দুলাল ভট্টাচার্য। তারপর নিয়মরীতি মেনে পুজোতে এবারও সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীর সামনে বোয়াল মাছ কিংবা শোল মাছ দিয়ে ভোগ দেওয়া হবে। সবমিলিয়ে প্রাচীন বাড়ির পুজোকে ঘিরে সাজোসাজো রব পড়ে গিয়েছে। বাড়ির সদস্য কল্যাণ ভট্টাচার্য বললেন, 'আগে পুজোয় সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত মোট পাঁচটি পাঁঠাবলি হত। কিন্তু করোনার সময় থেকে পাঁঠাবলির পরিবর্তে এখন একজোড়া করে পায়রা ওড়ানো হয়।'

# বৈঠকে গরহাজির শিক্ষিকা পাপিয়া

**দীপেন রায়**

**মেখলিগঞ্জ, ৭ অক্টোবর :** স্কুলে দিনের পর দিন মানসিক নির্যাতন থেকে অভব্য আচরণ করেছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি সীতানাথ হাইস্কুলের শিক্ষিকা পাপিয়া রায়। এই ঘটনা চাউর হতেই গতকালই পাপিয়া, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সহ স্কুলের অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেয় ম্যানেজিং কমিটি। বৈঠক হওয়ার কথা ছিল সোমবার দুপুর ১২টায়। বৈঠকে বাকি সকলে উপস্থিত থাকলেও যাঁর সমস্যা শোনার জন্য বৈঠক, সেই শিক্ষিকাই উপস্থিত হলেন না। তাঁর দাবি, হঠাৎ করে ডাকায় তিনি যেতে পারেননি।

স্কুলে পুজোর ছুটি পড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে স্কুল খুলে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন। লাভ হল না। এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আকবর আলি। আকবরের দাবি, 'স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নামে মিথ্যা অভিযোগ করে স্কুলকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁর অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে শুনতে বৈঠকে ডেকেছি। বৈঠকে এলেন না। এর আগেও একদিন বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেদিন তিনি স্কুলে থাকলেও বৈঠকের আগে



*পাপিয়া রায়।*

বেরিয়ে যান।'

এদিনের বৈঠকে যোগ না দেওয়া নিয়ে পাপিয়ার বক্তব্য, 'পুজোর ছুটিতে কোচবিহারের বাড়িতে আছি। নোটিশ ছাড়াই হঠাৎ করে একদিনের মাথায় বৈঠক ডাকা হয়েছে। তাই আমি সেই বৈঠকে উপস্থিত হতে পারিনি।' তবে অভিযোগ থেকে তিনি সরছেন না। এদিনও তিনি বলেন, 'আমাকে দিনের পর দিন মানসিক নির্যাতন করলেও ম্যানেজিং কমিটি কোনও পদক্ষেপ করেনি। বরং আমার বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ করা হচ্ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে আমি কোনও ভুল করিনি।'

এদিন বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিবস রায়চৌধুরী সহ কয়েকজন শিক্ষক ও পার্শ্বশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। রিনা কানু নামে এক পার্শ্বশিক্ষিকা বলেন, 'স্কুলে কোনও দিন দেখিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পাপিয়া ম্যাডামকে হেনস্তা করেছেন বা খারাপ ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজের কোনও স্বার্থে এরকম ভিত্তিহীন অভিযোগ করে থাকতে পারেন।' এনিয়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বলেন, 'পাপিয়া ম্যাডামকেই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়ার কথা হয়েছিল। তিনি দায়িত্ব না নেওয়ায় আমাকে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আমাকে কেন সেই দায়িত্ব দেওয়া হল, তা নিয়ে তিনি সরব হন।'

# চতুর্থীতেও দেখা নেই পর্যটকদের

## হতাশ ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা

**শুভদীপ শর্মা**

**লাটাগুড়ি, ৭ অক্টোবর :** চতুর্থীতেও দেখা নেই পর্যটকদের। হতাশ লাটাগুড়ি ও মূর্তির পর্যটন ব্যবসায়ীরা। প্রতি বছর পুজোর আগে থেকেই এলাকায় নামতে শুরু করে পর্যটকদের ঢল। তবে এবার চতুর্থী পেরিয়ে গেলেও পর্যটকের দেখা না মেলায় হতাশ ব্যবসায়ীরা। অষ্টমী থেকে পর্যটকদের ভিড় নামার আশায় তাকিয়ে এলাকার কয়েক হাজার পর্যটন ব্যবসায়ী।

ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। শুরু হয়ে গিয়েছে সরকারি ছুটিও। প্রতিবছর তৃতীয়া বা দ্বিতীয়া থেকেই ডুয়ার্সের পর্যটনের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়ি বা মূর্তিতে ঢল নামে পর্যটকদের। আর তাদেরকে কেন্দ্র করেই চওড়া হাসি ফোটে এলাকার কয়েক হাজার পর্যটন ব্যবসায়ীর। তবে চলতি বছর চিত্রটা একেবারেই আলাদা। চতুর্থী পেরিয়ে যেতে বসলেও এলাকায় দেখা নেই কোনও পর্যটকের। তাতেই হতাশা ছড়িয়েছে এলাকায়। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'পুজোর শুরুতে বুকিং সেভাবে না থাকলেও অষ্টমী থেকে পর্যটকদের বুকিং রয়েছে। লাটাগুড়ি ও আশপাশ এলাকায়। আশা করা যায় এই রাশ পুজোর পরেও থাকবে।'

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, পুজোর এই ক'টা দিনের দিকেই তাকিয়ে থাকেন এলাকার ব্যবসায়ীরা। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মজিদুল আলমের কথায়, 'বিগত কয়েক বছরে পুজোতে এমন পরিস্থিতি হয়নি। সারা বছর ব্যবসা কমবেশি হলেও পুজোর সময় অন্তত তৃতীয়া থেকেই পর্যটকদের ঢল



*পর্যটকশূন্য লাটাগুড়ির রিসর্ট।*

সম্পাদক অনুপ গোপ বলেন, 'পুজোর এই মরশুমে প্রতিবছর লাটাগুড়িতে পর্যটকদের ঢল নামে। পরিস্থিতি এমন থাকে যে হঠাৎ করে কোনও পর্যটক লাটাগুড়িতে চলে এলে তাদেরকে থাকার জন্য হোটেল বা রিসর্ট দেওয়া কষ্টকর হয়ে ওঠে। তবে চলতি বছর এখনও বহু রিসর্ট ফাঁকাই রয়ে গিয়েছে।' মূর্তি জিপসি ওনার্স নামত। তবে এবার পর্যটকদের কেন দেখা নেই তা বুঝে উঠতে পারছি না।' লাটাগুড়ির জঙ্গলে থাকায় ইকো গাইড চঞ্চল দত্ত জানান, প্রতিবছর পুজো শুরু থেকেই একেকজন গাইড দু'বার-তিনবার একদিনে পর্যটক নিয়ে জঙ্গলে ঘোরাতে যান। তবে এবার সেভাবে এখনও পর্যটকদের দেখা নেই।

# উত্তরে পাশে সিনিয়ার চিকিৎসকরা

*প্রথম পাতার পর*

অনশনকারীদের পাশে দাঁড়াতে জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের একটি প্রতিনিধিদল এদিন মেডিকেলে আসে। ওই দলে ছিলেন ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত, ডাঃ সুদীপন মিত্র, ডাঃ রাহুল ভৌমিক সহ অন্যরা।

আরজি করের ঘটনার পর থেকেই গোটা রাজ্যের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে লাগাতার আন্দোলন চলছে। এই মেডিকেল কলেজে আন্দোলনের প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে, হুমকি সংস্কৃতি দূর করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘেরাও করে রেখে ডিনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। কলকাতায় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলেও এখানে লাগাতার ধর্না কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। কলকাতার পাশে দাঁড়াতে আমরণ অনশনও শুরু হয়েছে।

ছাত্রদের প্রতিনিধিদল হিসেবে দুজন এই মুহূর্তে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে শামিল হয়েছেন। সকাল থেকে একাধিকবার তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে অনশন এবং ধর্না চললেও বাকিরা নিজেদের কাজ ঠিকই করছেন। কোনও রোগীকে যাতে ফিরে যেতে না হয় সেদিকেও নজর রাখছেন। কাজ শেষ করে এসে ধর্না মঞ্চে যোগ দিচ্ছেন। মেডিকেল কলেজে চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়া স্বস্তিক বিশ্বাসের বক্তব্য, '১০ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আমি এবং আমার মতো অনেকেই অনশনকারীদের পাশে রয়েছে। প্রয়োজনে আমরাও গিয়ে অনশনে বসব।'

# সিবিআই চার্জশিটে নাম শুধু সঞ্জয়ের

*প্রথম পাতার পর*

তরুণী চিকিৎসককে গণধর্ষণের অভিযোগ অবশ্য এখনও পর্যন্ত উড়িয়ে দিচ্ছেন তদন্তকারীরা। যদিও সেই অভিযোগটি প্রথম থেকে উঠেছিল। চার্জশিট অনুযায়ী নিহতের দেহে ১৬টি বাহ্যিক এবং ৯টি অভ্যন্তরীণ আঘাত রয়েছে। ফরেন্সিক রিপোর্টে তাঁর নখ থেকে উদ্ধার রক্ত ও টিস্যুর নমুনার সঙ্গে সঞ্জয়ের ডিএনএ'র মিল পাওয়া গিয়েছে।

সিবিআই ২০০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ, ১২ জনের পলিগ্রাফ টেস্ট ও ৫৭ জনের বয়ানের ভিত্তিতে চার্জশিট দিয়েছে। মূল চার্জশিটের সঙ্গে ৬০০ পাতার নথি পেশ করেছে। জুনিয়ার ডাক্তারদের নেতা দেবাশিস হালদারের বক্তব্য, 'শুনেছি, এটা প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে চার্জশিট। এ নিয়ে এখনই মন্তব্য করব না।'

সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'গণধর্ষণের অভিযোগ কেউ কখনও করেনি। কিন্তু শরীরে যত আঘাত রয়েছে, তা একজনের পক্ষে করা সম্ভব কি না সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত।' বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'তদন্তের মাঝপথে কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না।'

# জমজমাট চতুর্থীর রাত

*প্রথম পাতার পর*

তা এবারের থিমের মাধ্যমে তুলে ধরেছে কিশোর সংঘ। চলতি বছর তাঁদের পুজোর থিম 'নারী'। এদিন এই ক্লাবের পুজোরও উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব।

শুধু মণ্ডপে নয়, এদিন উপচে পড়া ভিড় দেখা গিয়েছে শহরের বাজারগুলিতে। পুজোর শেষ বাজারে ম্যাচিং জুতো, ব্লাউজ কিনতে ভিড় জমিয়েছিলেন অনেকে। কেউ কেউ আবার ভিড়ের ঠেলায় বাজারে ঢুকতেই পারেনি। শহরের বড় রাস্তাগুলোয় যানজটেও রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে। নবাঙ্কুর সংঘে ঠাকুর দেখতে এসে রাজা রায় বললেন, 'হিলকার্ট রোড প্রায় এক ঘণ্টা যানজটে আটকে তারপর এই পুজোমণ্ডপে ঢুকতে পারলাম।'

রাত যত বেড়েছে, ভিড়ও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। মিলেমিশে গিয়েছে বাইকের হর্ন আর কিশোর কুমার, আশা ভোঁশলেদের কালজয়ী গানের আওয়াজ। চতুর্থীতেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বাকি দিনগুলোয় কী হবে, তারই জল মাপার চেষ্টা করছেন অনেকে।

## খেলায় আজ

১৯৭৮ : জাহির খানের জন্মদিন। দেশের হয়ে ৩০৯টি ম্যাচ খেলে তিনি ৬১০ আন্তর্জাতিক উইকেট নিয়েছেন।

## সেরা অফবিট খবর

### ‘পা চাটছেন গম্ভীরের’

কানপুর টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম তিনদিনে মাত্র ৩৫ ওভার খেলার পরও দেড় সেশন বাকি থাকতে ভারত জিতে যায়। তারপরই ভারতের আক্রমণাত্মক ক্রিকেটকে গামবল তকমা দিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরকে কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছিল। যার জন্য সুনীল গাভাসকার তাদের সমালোচনা করে বলেছেন, ‘এই জয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অধিনায়ক রোহিত শর্মার। গম্ভীর মাত্র কয়েক মাস হয়েছে ভারতীয় দলের কোচ হয়েছে। তাই গম্ভীরকে এই ধরনের ব্যাটিংয়ের জন্য কৃতিত্ব দেওয়ার অর্থ হল আপনি ওর পা চাটছেন। তাছাড়া গম্ভীর ওর কেরিয়ারে খুব একটা ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের মতো আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেনি।’

## ভাইরাল

### ঋষভের নতুন সংস্করণ হার্দিক

অতীতে ঋষভ পন্থকে অনেকবার দেখা গিয়েছে হাত থেকে ব্যাট ছিটকে যাওয়ার পর বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন। রবিবার গোয়ালিয়রে তাসকিন আহমেদের বোলিংয়ে একইভাবে বাউন্ডারি মারতে দেখা গেল হার্দিক পান্ডিয়াকে। তিনি সজোরে ব্যাট ঘোরালে হাত থেকে ব্যাট ছিটকে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে উড়ে যায়। বল পয়েন্টের পাশ দিয়ে বাউন্ডারি পার করে যায়। এই শট দেখার পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে হার্দিককে নতুন সংস্করণ বলা হচ্ছে ঋষভের।

## ইনস্টা সেরা

টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ক্যাচ মিস করেছিলেন রিচা ঘোষ। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উড়ে গিয়ে দুরন্ত ক্যাচে ফাতিমা সানাকে ফেরান। যার জন্য গতকাল ভারতীয় দলের ফিল্ডার অফ দ্য ডে নির্বাচন করে রিচার হাতে মেডেল তুলে দেন ফিল্ডিং কোচ মুনীশ বালি।

## উত্তরের মুখ

রাজ্য স্কুল গেমস ব্যাডমিন্টনে রুপো পেয়েছে বালুরঘাট ললিতমোহন আদর্শ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির প্রকাশ পাল। রায়গঞ্জে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় প্রকাশ অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়।

## স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারত অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবার কার নেতৃত্বে টেস্টে জয় পায়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

## সঠিক উত্তর

১. মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।

## সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নির্মল সরকার, নিবেদিতা হালদার, অমৃত হালদার, রুদ্র নাগ, বীণাপানি সরকার হালদার, কণিকা, নীলেশ হালদার, অনির্বাণ রায়, সবুজ উপাধ্যায়, সমরেশ বিশ্বাস, অসীম হালদার, সুখেন স্বর্ণকার, বিনায়ক রায়, জীবনকৃষ্ণ রায়, রঞ্জন চক্রবর্তী।

### স্বপ্নপূরণের আবেগে

# ভাসছেন বরুণ

**গোয়ালিয়র, ৭ অক্টোবর :** নিজেকে বদলে ফেলেছেন। এতটাই বদলেছেন যে, তাঁর ঘনিষ্ঠরাই এখন বলেন, এমন বদলের কি প্রয়োজন ছিল?

বরুণ চক্রবর্তীর ভাবনা, মনন অবশ্য অন্য কথা বলে। ২০২১ সালে দুবাইয়ে টি২০ বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকেই টিম ইন্ডিয়ার টি২০-র প্রথম একাদশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। পরে দীর্ঘসময় সময়ের বিরতি। ভারতীয় ক্রিকেটের মূল কক্ষপথ থেকেই প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলেন বরুণ।

কিন্তু হাল ছাড়েননি। পরিবারের সমর্থন তাঁর দিকে ছিলই। সঙ্গে ছিল নিজের উপর আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাস এতটাই প্রবল ছিল যে, বরুণ ঘরোয়া ক্রিকেটে তামিলনাড়ুর হয়ে বা কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএলে- সবসময় সেরাটা উজাড় করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে চলছিল নিজের বোলিং স্কিল বদলে ফেলার সাধনা। গতরাতে গোয়ালিয়রে মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে বরুণের। তিন উইকেট দখল করে টিম ইন্ডিয়ার অনায়াস জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে

*বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০-তে ব্যাটে-বলে ছাপ রেখেছেন হার্দিক পান্ডিয়া।*

### প্রশংসায় সূর্যকুমার

তিনি ফাঁস করেছেন তাঁর সাফল্যের রহস্য। বরুণের দাবি, সাইড স্পিন (আঙুল বেশি ব্যবহার করে স্পিন বোলিং) ছেড়ে তিনি এখন অনেক বেশি করে ওভার স্পিন (হাতের তালুর ব্যবহার করে স্পিন) করেন। স্পিন বোলিংয়ের সম্পূর্ণ টেকনিকাল একটি দিক তুলে ধরে বরুণ বলেছেন, ‘আগে আমি বেশি করে সাইড স্পিন করতাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেটা বদলেছি। এখন আমি ওভার স্পিন করতে পছন্দ করি। দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে এই স্কিল রপ্ত করেছি। আমার বলের নিয়ন্ত্রণ ভালো হয়েছে। আর ব্যাটাররাও বারবার আমার বোলিংয়ের সামনে সমস্যায় পড়ছে।’

বরুণের বদল একদিনে হয়নি। দীর্ঘসময় ধরে তিনি অনুশীলন করেছেন। বরুণের দাবি, প্রায় দুই বছর। তাছাড়া তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে নিজের বোলিং স্কিল রীতিমতো ঘষামাজাও করেছেন তিনি। আর নিজের বোলিং স্কিল বদলে ফেলার পথে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকেও পাশে পেয়েছিলেন বরুণ। ভারতীয় স্পিনারের কথায়, ‘বোলিংয়ে আমার এই টেকনিকাল পরিবর্তন সহজে হয়নি। প্রায় দুই বছরের বেশি সময় লেগেছে। নিয়মিত পরিশ্রম করেছি। তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগেও বহু পরীক্ষা চালিয়েছি আমি। আর অবশ্যই সিনিয়র সতীর্থ অশ্বীনকেও পাশে পেয়েছিলাম। ওর পরামর্শও কাজে লেগেছে আমার।’ শেষ আইপিএলে নাইট জার্সিতে নয়া বোলিং কৌশলের মাধ্যমেই ২১ উইকেট পেয়েছিলেন বরুণ। সেই স্কিলের ব্যবহার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচে তিনি করেছেন।

কোচ গৌতম গম্ভীরের সমর্থন রয়েছে বরুণের সঙ্গে। আর রয়েছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের পিঠ চাপড়ানিও। অর্শদীপ সিং ম্যাচের সেরা হলেও বরুণের জন্যও রয়েছে অধিনায়ক সূর্যের প্রশংসা। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, ‘দল হিসেবে আমরা দুর্দান্ত খেলেছি। অর্শদীপের পেসের বৈচিত্র্যের কথা যেমন বলতে হবে, তেমনই বরুণের স্কিলের প্রশংসাও করতে হবে।’ এদিকে, গোয়ালিয়ারে প্রথম ম্যাচ জয়ের পর আজ টিম ইন্ডিয়া নয়াদিল্লি পৌঁছে গিয়েছে। বুধবার রাজধানীর অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রয়েছে সিরিজের দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচ।

> আগে আমি বেশি করে সাইড স্পিন করতাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেটা বদলেছি। এখন আমি ওভার স্পিন করতে পছন্দ করি। দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে এই স্কিল রপ্ত করেছি। আমার বলের নিয়ন্ত্রণ ভালো হয়েছে। আর ব্যাটাররাও বারবার আমার বোলিংয়ের সামনে সমস্যায় পড়ছে।
>
> -বরুণ চক্রবর্তী

> চোট পেয়ে মাঠের বাইরে থাকার সময়টা ছিল কঠিন। প্রত্যাবর্তন সহজ ছিল না। ফের যেন নতুনভাবে কোনও চোট না লাগে, সেদিকেও নজর ছিল।
>
> -মায়াঙ্ক যাদব

### আমাদের ব্যাটারদের ১৮০ রান করার ক্ষমতা নেই, বললেন শান্ত

# শুরুতে নার্ভাস ছিলাম : মায়াঙ্ক

**গোয়ালিয়র, ৭ অক্টোবর :** অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেছিলেন, আস্থা রাখ নিজের স্কিলের উপর। কোচ গৌতম গম্ভীর বলেছিলেন, ক্রিকেটের বেসিক মাথায় রাখ। অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজন নেই।

অধিনায়ক ও কোচের পরামর্শ পাওয়ার পরও স্বস্তিতে ছিলেন না। বরং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিষেকের মঞ্চে প্রবল নার্ভাস ছিলেন মায়াঙ্ক যাদব। মেডেন ওভার দিয়ে শুরু। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারকে স্পর্শ করে নয়া নজির গড়া। পরে একটি উইকেট দখল। চার ওভারে মোট ২১ রান দিয়ে একটি উইকেট পাওয়ার পর মায়াঙ্ককে নিয়ে আগামীর স্বপ্ন দেখা চলছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রে প্রথম ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার অনায়াস জয়ের পরও স্বস্তিতে নেই মায়াঙ্ক।

সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর জিও সিনেমা ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মায়াঙ্ক। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর নার্ভাস থাকার কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন। মায়াঙ্কের কথায়, ‘আন্তর্জাতিক অভিষেকের মঞ্চে প্রবল উত্তেজিত ছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে ছিলাম নার্ভাস। আসলে দীর্ঘসময় পর চোট সারিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরাটা সহজ কাজের মধ্যে পড়ে না। আর সেই প্রত্যাবর্তনটা হল আমার আন্তর্জাতিক অভিষেক। ফলে নার্ভাস থাকাই তো স্বাভাবিক।’ আইপিএলে ১৫৬ কিলোমিটার গতিতে বল করে হইচই ফেলে দেওয়া মায়াঙ্ক কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যের পরামর্শও পেয়েছিলেন। দুজনই মায়াঙ্কের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও চাপে ছিলেন মায়াঙ্ক নিজে। দুর্দান্তভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে পা রাখার পর মায়াঙ্ক বলেছেন, ‘চোট পেয়ে মাঠের বাইরে থাকার সময়টা ছিল কঠিন। ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের পথটাও সহজ ছিল না। ফের যেন নতুনভাবে কোনও চোট না লাগে, সেদিকেও নজর ছিল। যদিও অধিনায়ক সূর্য ও কোচ গম্ভীর আমায় পরামর্শ দিয়ে চাপ কাটানোর চেষ্টা করেছিলেন।’

*আন্তর্জাতিক অভিষেকেই নজর কেড়েছেন মায়াঙ্ক যাদব।*

মায়াঙ্কের মতোই গতকাল রাতে গোয়ালিয়রে নীতীশকুমার রেড্ডিরও আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছে। তিনিও ছিলেন চাপে। খেলার শুরুতে সহজ ক্যাচও মিস করেছিলেন। যদিও সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন পরিস্থিতির সঙ্গে। নীতীশের কথায়, ‘শুরুতে চাপে ছিলাম। কিন্তু অধিনায়ক সূর্য চাপ কাটিয়ে দেয়। সবসময় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিল। যার ফলে শুরুর চাপটা কিছু সময় পর কেটে যায়।’ টিম ইন্ডিয়া যখন প্রথম ম্যাচে অনায়াস জয়ের পাশে মায়াঙ্ক, নীতীশদের নিয়ে আগামীর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে। তখন বাংলাদেশ শিবিরে শুধুই হতাশা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত প্রথম ম্যাচে সাত উইকেটে হারের দায় চাপিয়েছেন দলের ব্যাটারদের ঘাড়ে। স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁর দলের ব্যাটারদের ১৮০ রান করার ক্ষমতাই নেই। শান্তর কথায়, ‘হতাশাজনক ব্যাটিং। গত দশ বছর ধরেই আমাদের একইরকম অবস্থা। আসলে কখনো-কখনো ভালো খেলি আমরা। আর আমাদের দলের ব্যাটারদের ১৮০ রান করার ক্ষমতাই নেই।’

### সেমিফাইনালের লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কাকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না শেফালি

# হরমনদের আকাশে আশঙ্কার মেঘ

**দুবাই, ৭ অক্টোবর :** চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয়ে মহিলাদের চলতি টি২০ বিশ্বকাপে খাতা খুলেছে ভারত। কিন্তু হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের মন্থর ব্যাটিং নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। সমালোচনাও চলছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে সেমিফাইনালে ওঠার অঙ্ক। ফলে সবমিলিয়ে উইমেন ইন ব্লু-র সেমিফাইনালের আকাশে আশঙ্কার মেঘ জমতে শুরু করেছে।

পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারালেও গ্রুপ ‘এ’-তে ২ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে রয়েছে ভারত। এই গ্রুপে যে দলগুলি অন্তত একটা ম্যাচ জিতেছে তাদের মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার রান রেট সবচেয়ে খারাপ (-১.২১৭)। রবিবার অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাতিলরা পাকিস্তানকে ১০৫ রানে আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই রান তুলতে শেফালি ভার্মা, হরমনপ্রীতরা ১৮.৫ ওভার নিয়ে ফেলেন। অথচ লক্ষ্যমাত্রা ১১ ওভারে সম্পূর্ণ করতে পারলে ভারতের রান রেট ০.০৮৪-এ উঠে আসতে পারত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বুধবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অবশ্যই জিততে হবে ভারতকে। সঙ্গে রান রেটের উন্নতির চাপও থাকবে স্মৃতি মান্ধানাদের উপর। কিন্তু রান রেট বাড়াতে না পারলে নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ভারতকে। যেখানে হরমনরা কিউয়িদের জয় চাইবেন। শুধু তাই নয়, নিউজিল্যান্ড নিজেদের পরবর্তী দুই ম্যাচ জিতুক সেটাও আশা করবে ভারতীয় শিবির। কারণ কিউয়িরা তাদের বাকি তিন ম্যাচ (অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান) জিতলে ভারতের জন্য সেমিফাইনালের টিকিট পাওয়ার অঙ্ক অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

*ঘাড়ে যন্ত্রণা নিয়ে রবিবার মাঠ ছেড়েছিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর।*

> বিশ্বকাপের মঞ্চে সব ম্যাচেই ১০০ শতাংশ দিতে হয়। শ্রীলঙ্কা দল হিসেবে খুব ভালো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভুলচুকের কোনও জায়গা থাকে না। আমাদের সেদিন সেরা ক্রিকেট খেলতেই হবে।
>
> স্মৃতি মান্ধানা

সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়াকে হারালে শেষ চারে পৌঁছে যাবে ভারত। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অজিরা জিতলে এই দুই দলের রান রেট টপকাতে হবে হরমনদের।

হরমনপ্রীত ব্রিগেডের তারকা ওপেনার শেফালি অবশ্য এত সমীকরণ, ‘যদি’, ‘কিন্তু’-র মধ্যে ঢুকতে চাইছেন না। তাঁর ভাবনায় বুধবারের শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। চলতি বছরের এশিয়া কাপের ফাইনালে দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরেছিলেন হরমনরা। তাই বিশ্বকাপের আসরে শ্রীলঙ্কাকে হালকাভাবে নিতে রাজি নন শেফালি। বলেছেন, ‘একটা সময় ছিল যখন চামারি আতাপাত্তু একাই শ্রীলঙ্কার হয়ে রান করত, উইকেট পেত। কিন্তু এশিয়া কাপে গোটা শ্রীলঙ্কা দল দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিল। গত এক বছরে ওরা খুব ভালো উন্নতি করেছিল। চামারি এখনও ওদের সেরা তারকা। কিন্তু বাকিরাও ওকে এখন সঙ্গ দিচ্ছে।’

অন্য ওপেনার স্মৃতির চোখ আবার অস্ট্রেলিয়ার চ্যালেঞ্জে। ২০২০ সালে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে অজিদের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। সেই স্কোয়াডের মান্ধানা, শেফালি, হরমনপ্রীত, জেমিমা রডরিগেজরা এবারও রয়েছেন ভারতীয় দলে। ফলে বিশ্বকাপের আসরে অস্ট্রেলিয়া কী বিষম বস্তু, সেটা মান্ধানা ভালোকরেই জানেন। বলেছেন, ‘বিশ্বকাপের মঞ্চে সব ম্যাচেই ১০০ শতাংশ দিতে হয়। শ্রীলঙ্কা দল হিসেবে খুব ভালো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভুলচুকের কোনও জায়গা থাকে না। আমাদের সেদিন সেরা ক্রিকেট খেলতেই হবে।’

*শতরানের পর আব্দুল্লাহ শফিক। সোমবার মুলতানে।*

# ১৫২৪ দিন পর শতরান মাসুদের

**মুলতান, ৭ অক্টোবর :** ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই চালকের আসনে পাকিস্তান। দিনের শেষে তাদের স্কোর ৩২৮/৪। সৌজন্যে অধিনায়ক শান মাসুদের অনবদ্য ১৫১ রানের ইনিংস। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন ওপেনার আবদুল্লাহ শফিক (১০২)। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম শতরানের সঙ্গে ১৫২৪ দিন পর তিন অঙ্কের রান পেলেন মাসুদ। তিনি ও শফিক জুটি দ্বিতীয় উইকেটে ২৫৩ রান জোড়েন। পাক ব্যাটারদের কাছে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করেন ইংরেজ বোলাররা। বেন স্টোকের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী অধিনায়ক ওলি পোপকেও দিশেহারা দেখিয়েছে। গাস অ্যাটকিনসন (৭০/২), শোয়েব বশির (৭১/০), ক্রিস ওকস (৫৮/১) এবং জ্যাক লিচ (৬১/১) কারোরই এর আগে পাকিস্তানে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। এবং এই ম্যাচেই অভিষেক হল জোরে বোলার ব্রাইডন কার্সের (৫২/০)। সেই সঙ্গে মুলতানের গরম (৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ইংরেজ বোলারদের কাজ আরও কঠিন করে দেয়।

যদিও ম্যাচ শুরুর আগে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ উলটো। একদিকে পাকিস্তান দল নিয়ে চলছিল সমালোচনার ঝড়। কারণ, ২০২১ সাল থেকে দেশের মাটিতে কোনও টেস্ট জিততে পারেনি তারা। গত বছরের শান মাসুদ পাক দলের অধিনায়ক হওয়ার পর টানা পাঁচটি টেস্টে হারে পাকিস্তান। এমনকি শেষ সিরিজে বাংলাদেশও পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে। এইরকম চাপের মুখে সমালোচনার জবাব ব্যাট হাতে দিলেন মাসুদ। তিনি ও শফিক এদিন ওভার প্রতি প্রায় ৫ রান করে তুললেন। কোনওরকম সুযোগ না দিয়েই তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যান স্কোর বোর্ড।

অন্যদিকে, ইংল্যান্ড ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কাকে দুরমুশ করে পাকিস্তানে এসেছিল। কিন্তু প্রথম দিনেই কঠিন পরিস্থিতিতে তারা খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি। প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন সামাজিক মাধ্যম এক্সে মুলতানের পিচকে ‘বোলারদের বধ্যভূমি’ বলে মন্তব্য করেছেন। আরেক ইংরেজ অধিনায়ক মাইকেল ভন মুলতানের পিচকে রাস্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

*অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্ট শতরানের পর শান মাসুদ।*

# কোচ জয়সূর্যে আস্থা শ্রীলঙ্কা বোর্ডের

**কলম্বো, ৭ অক্টোবর :** সাফল্য আসতে শুরু করেছে। আর সাফল্য আসার সঙ্গেই দায়িত্বও বাড়ল সনৎ জয়সূর্যের।

এতদিন তিনি ছিলেন শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের অন্তর্বর্তী কোচ। আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকের শেষে জয়সূর্যকে স্থায়ী কোচের দায়িত্ব দেওয়া হল। শুধু তাই, জয়সূর্যের সঙ্গে নতুন চুক্তিও সেরে ফেলল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। যেখানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বে থাকবেন তিনি।

এমন ঘোষণার পর লঙ্কা ক্রিকেটমহলে স্বস্তির হাওয়া। ঘরের মাঠে সামনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ। তার আগে দলের স্থায়ী কোচ হিসেবে জয়সূর্যের নাম ঘোষণার পর ক্রিকেটারদের মধ্যেও খুশির হাওয়া। জয়সূর্য নিজেও ফুরফুরে মেজাজে। ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপের শুরুতেই বিদায় নেওয়ার পর শ্রীলঙ্কা দলকে সাফল্যের দিশা দেওয়ার স্বপ্ন দেখানো জয়সূর্য আজ তাঁর দায়িত্ব বৃদ্ধির পর বলেছেন, ‘বরাবরই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমি। যখন ক্রিকেটার ছিলাম, তখনও

সেই কাজটা করেছি। এখন কোচ হিসেবেও সেই একই ভাবনা, পরিকল্পনা নিয়ে সামনে তাকিয়েছি। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়ার ভালো। একটাই কথা বলব, নয়া দায়িত্ব আমার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। চেষ্টা করব শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনার।’

# আজ লখনউয়ে অনুষ্টুপরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** বাংলার রনজি মরশুমের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। শুক্রবার থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরু করছে টিম বাংলা। সেই লক্ষ্যেই আগামীকাল লখনউ উড়ে যাচ্ছে পুরো দল। আগামীকাল রাতে উত্তরপ্রদেশ পৌঁছানোর পর পরশু থেকেই সেখানে অনুশীলন রয়েছে বাংলা দলের।

### শুক্রবার শুরু রনজি অভিযান

শেষ মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি বাংলা দলের। মরশুম শেষেই অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। মনোজ পরবর্তী বাংলা ক্রিকেটে নতুন অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। আগামীকাল লখনউ রওনা হওয়ার আগে বাংলার রনজি অধিনায়ক অনুষ্টুপ বলছিলেন, ‘অতীত নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমাদের নতুনভাবে শুরু করতে হবে। সামনে দীর্ঘ মরশুমের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জ নিতে আমরা তৈরি।’ বাংলা দল কতটা তৈরি, সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে বাংলার রনজি অভিযানের শুরুতে দলের সেরা জোরে বোলার আকাশ দীপকে পাওয়া নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।

> আমি নিজেও জানি না রনজিতে আকাশকে পাওয়া যাবে কি না। পেলে দারুণ হবে। কিন্তু সামনে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজও রয়েছে। আকাশ যদি সেই সিরিজের দলে থাকে, তাহলে তার চেয়ে ভালো কী-ই বা হতে পারে। দেখা যাক।
>
> লক্ষ্মীরতন শুক্লা

আকাশকে স্কোয়াডে রেখেই ১৯ জনের দল ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে কি শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে?

সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে প্রশ্নটা করতেই একটু থমকে গেলেন। সময় নিয়ে বললেন, ‘আমি নিজেও জানি না রনজিতে আকাশকে পাওয়া যাবে কি না। পেলে দারুণ হবে। কিন্তু সামনে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজও রয়েছে। আকাশ যদি সেই সিরিজের দলে থাকে, তাহলে তার চেয়ে ভালো কী-ই বা হতে পারে। দেখা যাক।’ শেষ মরশুমে ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিংও ভুগিয়েছিল টিম বাংলাকে। আর এবার মরশুম শুরুর আগেই এমন পরিস্থিতি যে, আকাশের পাশে মুকেশ কুমারকে পাওয়া নিয়েও রয়েছে সংশয়। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘বাংলা থেকে কোনও ক্রিকেটার ভারতীয় দলে থাকলে তাকে অভিনন্দন জানাতেই হবে। আর বাকি যারা স্কোয়াডে থাকছে, তাদের নিয়েই চলবে বাংলা ক্রিকেট। আমি পজিটিভ ভাবনা নিয়েই লখনউ যাচ্ছি।’

# এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ আর নেই মোহনবাগান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** পুজোর আগে শাস্তির খাঁড়া নেমে এল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের উপর।

মাত্র দুইদিন আগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে বড় জয়ে পুজো উপহার পান সমর্থকরা। এদিন ক্লাবের উপর এএফসি-র শাস্তির খাঁড়া নেমে আসায় নিশ্চিতভাবেই হতাশ হবেন তাঁরা। এদিন এএফসি-র সদর দপ্তর থেকে তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ মোহনবাগান আর কোনও ম্যাচে অংশ নিতে পারবে না। তারা লেখে, 'এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ৫.২ ধারা অনুসারে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন নিশ্চিত করছে যে ভারতীয় ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ২ অক্টোবর, ২০২৪-এ গ্রুপ 'এ'-র সূচি অনুযায়ী ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের তাবরিজে না পৌঁছানোয় তারা নিজেদের নাম এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু প্রতিযোগিতা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে ধরা হচ্ছে।' একইসঙ্গে আরও জানানো হয়, মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এবারে খেলা বাকি ম্যাচও বাতিল বলে ধরে নিয়ে সেই খেলার ফলও অগ্রাহ্য করা হবে। ফলে টুর্নামেন্টের নিয়মানুযায়ী গ্রুপ 'এ'-তে কোনও পয়েন্ট বা গোল মোহনবাগানের নামের পাশে আর থাকছে না। অর্থাৎ রাভশান এফসি-র বিপক্ষে পাওয়া এক পয়েন্টও বাতিল হয়ে গেল। পরবর্তীতে আরও বড় শাস্তি হতে পারে তার ইঙ্গিতও দিয়ে রাখা হয়েছে। সবশেষে লেখা হয়, বিষয়টি এএফসি-র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য। এই বিবৃতিতে আবেদন-নিবেদনের কোনও জায়গা রাখা হয়নি। এরপরেও অবশ্য ক্লাবের বেশিরভাগ অংশ মনে করছে, ম্যানেজমেন্ট নিরাপত্তার কারণে ফুটবলারদের না পাঠিয়ে সঠিক কাজ করেছে। কারণ জীবন আগে। সমর্থকদেরও একাংশ পাশে আছেন। তবে অনেকেই আবার মনে করছেন, ওই ঘটনার দিনকয়েক আগেই বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে বিশ্রী ফল না হলে হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিত না সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। সবমিলিয়ে এদিনের শাস্তির পর এই বিষয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

> আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের লিগ্যাল সেলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ওঁরা আমাদের যেভাবে এগোতে বলবেন সেভাবেই এগোব। আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ফুটবলারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। একটা দেশে যুদ্ধ চললে নিরাপত্তার কারণেই সে দেশে ফুটবলারদের পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের পরে আল নাসেরও একই কাজ করেছে। তাই এখন আমরা আইনি পরামর্শ অনুযায়ী চলব।
>
> **দেবাশিস দত্ত,** মোহনবাগান সচিব

**পুজোর আগে এএফসি-র শাস্তির খাঁড়া**

এই শাস্তি প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ক্লাব সচিব ও দলের ডিরেক্টর দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের লিগ্যাল সেলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ওঁরা আমাদের যেভাবে এগোতে বলবেন সেভাবেই এগোব। আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ফুটবলারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। একটা দেশে যুদ্ধ চললে নিরাপত্তার কারণেই সে দেশে ফুটবলারদের পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের পরে আল নাসেরও একই কাজ করেছে। তাই এখন আমরা আইনি পরামর্শ অনুযায়ী চলব।'

এরইমধ্যে মহমেডান ম্যাচ ভুলে ছেলেদের নিয়ে অনুশীলন চালাচ্ছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। ফুটবলারদের আবদারে পুজোর চারদিন ছুটি মঞ্জুর করেছেন বলেই এখন ষষ্ঠী অবধি টানা অনুশীলন চলবে বলে জানা গিয়েছে। ডার্বির আগে আলবার্তো রডরিগেজের চোট সারিয়ে ওঠা দলকে চাঙ্গা করেছে বলে স্বীকার করছেন শুভাশিস বসু-গ্রেগ স্টুয়ার্টরাও। তবে একইসঙ্গে আগামী ১৯ অক্টোবর ডার্বিতে সম্ভবত নেই সাহাল আব্দুল সামাদ। তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট। ফলে সারতে সময় লাগবে বলে খবর।

## শুভেচ্ছা

### জন্মদিন

☺ **অভিজ্ঞান (জিয়ান) :** ৫তম শুভ জন্মদিনে আশীর্বাদ, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। মানুষ হও। **বাবা-অরূপ, মা-শুভশ্রী ও দিদি,** জলপাইগুড়ি।

☺ **প্রিয়াংশি :** শুভ জন্মদিন। তুমি একজন ভালো মানুষ হও। **দাদা - নিখিল রায়, দিদা - মিতালি, মামা - নীহার, বাবা - নিরঞ্জন দাস, মা - রিম্পা,** জল।

## জাদেজার 'জাদু' কাঁটা স্মিথের কাছে

**সিডনি, ৭ অক্টোবর :** আড়াই দিনে বাংলাদেশ বধ।

বৃষ্টির দাপট, প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ চূর্ণ করে 'হুংকার' ভারতীয় দলের। সামনে নিউজিল্যান্ড। তারপর নভেম্বরে বহু প্রতীক্ষিত বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। তার আগে রোহিত শর্মা ব্রিগেডের সেনানীদের নিয়ে অজি ব্রিগেডের ভাবনা সামনে এসেছে।

স্টিভেন স্মিথ যেমন মানছেন অজিদের গলার কাঁটা রবীন্দ্র জাদেজা। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- সবসময় সক্রিয় জাদেজা। প্রতিপক্ষের মাথাব্যথা, বিরক্তির কারণও। আসন্ন যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে তাঁদের জন্য বিরক্তির কারণ ভারতের তারকা অলরাউন্ডার। স্মিথ বলেছেন, 'যুদ্ধের রসদ সবসময় খুঁজে পায় জাদেজা। কখনও রান করে, কখনও উইকেট নিয়ে কিংবা দুর্দান্ত ক্যাচে ম্যাচের রং বদলে দেয়। আমাদের জন্য অস্বস্তির কারণ। এর মূলে ওর দক্ষতা। নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত ক্রিকেটার।'

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৭ টেস্টে ৫৭০ রান করেছেন জাদেজা। গড় ২৮.৫০। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে গড় ৪৩.৭৫। উইকেট পেয়েছেন ৮৯। জাদেজার যে অলরাউন্ড দক্ষতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন জোশ হ্যাজেলউডও। স্মিথের সঙ্গে সহমত পোষণ করে জানান, অস্বস্তির কাঁটা হিসেবে জাদেজাকেই বাছবেন। নাথান লায়োন কোনও একজন নয়, পুরো ভারতীয় দলকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন।

অজি ব্যাটার মার্নাস লাবুশেনের মুখে ঋষভ পন্থের কথা। বলেছেন, 'গোটা ভারতীয় দলের কথাই বলব আমি। যদি কোনও একজনকে বাছতে হয়, তাহলে ঋষভ পন্থকে বাছব। সবসময় হাসিখুশি। মুখে চওড়া হাসি। ও ক্রিকেটও খেলে সঠিক স্পিরিট নিয়ে।'

## আজ মহমেডানের ভাগ্যনির্ধারণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচে একজন ভূমিপুত্র কম খেলানোর অভিযোগ উঠেছিল সাদা-কালো শিবিরের দিকে। এই নিয়ে মঙ্গলবার আইএফএ-র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক বসছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে পয়েন্ট কাটা যেতে পারে মহমেডানের। বাড়তি পয়েন্ট যোগ হতে পারে ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্যে। সেক্ষেত্রে কলকাতা লিগ জয়ে আরও একধাপ এগোবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের কোচ হওয়ার পথে অস্কার ব্রুজোঁ। রবসনকে আনার দাবি থেকে পিছু হটেছেন এই স্প্যানিশ কোচ। সবকিছু ঠিক থাকলে হয়তো দুই-একদিনের মধ্যে তাঁর নাম ঘোষণা করা হতে পারে।

### আচমকা অবসর 'জিমনাস্টিক্স রানির'

# নতুন প্রতিভা তুলে আনতে চাইছেন দীপা

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** আরও দীপা তৈরি করাই লক্ষ্য তাঁর। তিনি 'ভারতীয় জিমনাস্টিক্স রানি' দীপা কর্মকার। সোমবার আচমকাই সমাজমাধ্যমে নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন ৩১ বছরের এই জিমনাস্ট। তবে অবসর নিলেও জিমনাস্টিক্সের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান দীপা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তুলে আনতে চান তিনি।

> চোটের কারণে জিমনাস্টিক্স থেকে সরে দাঁড়াতে হল। একাধিকবার সার্জারিও হয়েছে। সব মিলিয়ে শরীর আর সায় দিচ্ছিল না। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।
>
> **দীপা কর্মকার**

কয়েকমাস আগেও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন দীপা। তারপরেও কেন অবসরের সিদ্ধান্ত? উত্তরে সুদূর আগরতলা থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মুঠোফোনে এই ভারতীয় জিমনাস্ট বলেছেন, 'চোটের কারণে জিমনাস্টিক্স থেকে সরে দাঁড়াতে হল। একাধিকবার সার্জারিও হয়েছে। সব মিলিয়ে শরীর আর সায় দিচ্ছিল না। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।' নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দীপা বলেছেন, 'আমি অবসর নিলেও খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই। জিমনাস্টিক্সকে কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই। ভবিষ্যতে আরও জিমনাস্ট তুলে আনাই লক্ষ্য আমার।' তবে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে আলাদা করে কারও নাম করতে চাননি দীপা। তিনি বলেছেন, 'আলাদা করে কারও নাম করব না। আমাদের দেশে অনেক প্রতিভাবান জিমনাস্ট রয়েছে। এর মধ্যে আগরতলাতেও বেশ কয়েকজন রয়েছে।'

**দীপার সাফল্য**

**বিশ্বকাপ**

২০১৮। মার্সিন। ভল্ট। সোনা
২০১৮। কটবাস। ভল্ট। ব্রোঞ্জ

**কমনওয়েলথ গেমস**

২০১৪। গ্লাসগো। ভল্ট। ব্রোঞ্জ

**এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ**

২০২৪। তাসখন্দ। ভল্ট। সোনা
২০১৫। হিরোশিমা। ভল্ট। ব্রোঞ্জ

মাত্র ছয় বছর বয়স থেকে বিশ্বেশ্বর নন্দীর কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু দীপার। কেরিয়ারের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বেশ্বরই তাঁর কোচ ছিলেন। তাই অবসর নেওয়ার পর পিতৃসম কোচকে ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি তিনি।

২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে নজর কেড়েছিলেন দীপা। ০.১৫ পয়েন্টের জন্য অলিম্পিক পদক হাতছাড়া হয়। তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর মঞ্চে প্রোদুনোভা ভল্টে বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন তিনি। অবশ্য অলিম্পিক পদক না পেলেও বিশ্বকাপের মঞ্চে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। এছাড়া কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও পদক রয়েছে দীপার।

কেরিয়ারের মাঝপথে ডোপিংয়ের অভিযোগে বেশ কিছুদিন নির্বাসনে ছিলেন দীপা। গতবছর নির্বাসন কাটিয়ে ফিরে আসেন তিনি। আসলে লড়াইটা বরাবরই তাঁর রক্তে। প্যারিস অলিম্পিকের লক্ষ্য প্রস্তুতিও নিতে থাকেন তিনি। এরই মাঝে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাও জেতেন । তবে শেষ পর্যন্ত প্যারিসের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তাই অলিম্পিক পোডিয়ামে ওঠার স্বপ্নটা অধরাই থেকেই গেল আগরতলার এই বাঙালি কন্যার।

*৩১ বছরেই জিমনাস্টিক্সকে বিদায় জানালেন ত্রিপুরার কন্যা দীপা কর্মকার।*

# লেওয়ানডস্কিই সেরা স্ট্রাইকার, মত ফ্লিকের

**বার্সেলোনা, ৭ অক্টোবর :** সমালোচকরা বলেছিলেন, তিনি ফুরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু চলতি মরশুমে হ্যান্সি ফ্লিকের হাতে পড়ে যেন নতুন জীবন পেয়েছেন বার্সেলোনার তারকা স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি। পরিসংখ্যান অন্তত সেই কথাই বলছে। চলতি মরশুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১২ ম্যাচে ১১ গোল হয়ে গিয়েছে পোলিশ স্ট্রাইকারের। যারমধ্যে লা লিগায় লেওয়ানডস্কির গোলের সংখ্যা ১০। রবিবারও হ্যাটট্রিক করে একাই ডিপোর্টিভো আলাভেসকে উড়িয়ে দিয়েছেন লেওয়ানডস্কি। বার্সার কোচ ফ্লিকও মজেছেন লেওয়ানডস্কিতে।

একচেটিয়া আধিপত্য নিয়ে জয়ের পর ফ্লিক বলেছেন, 'বর্তমানে লেওয়ানডস্কিই বিশ্বের সেরা বক্স স্ট্রাইকার। ওর সঙ্গে আমি বায়ার্ন মিউনিখেও কাজ করেছি। বায়ার্নের ফর্ম চলতি মরশুমে লেওয়ানডস্কির খেলায় দেখতে পাচ্ছি। ওর মতো স্ট্রাইকার দলে থাকলে কোচের চিন্তা অনেকটাই কমে যায়। ওকে নিয়ে আমি খুশি।' লেওয়ানডস্কির দুরন্ত ফর্মের পিছনে দলের বাকিদের অবদানের কথাও জানাতে ভোলেননি ফ্লিক। তাঁর কথায়, 'রবার্ট অবশ্যই বিশ্বমানের। কিন্তু চলতি মরশুমে ওকে এই জায়গায় পৌঁছে দিতে দলের বাকিদেরও প্রচেষ্টা রয়েছে।'

> রাফিনহা, লামিনে ইয়ামালদের থেকে আমি বেশকিছু ভালো পাস পেয়েছি। যা আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। আমরা প্রথম মিনিট থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছি। গোলগুলি তারই ফসল। বিরতির পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের আরও বেশি ছিল। তবে আমরা আরও ভালো খেলার ক্ষমতা রাখি।
>
> **রবার্ট লেওয়ানডস্কি**

লেওয়ানডস্কির মুখেও সতীর্থদের কথা। বলেছেন, 'রাফিনহা, লামিনে ইয়ামালদের থেকে আমি বেশকিছু ভালো পাস পেয়েছি। যা আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। আমরা প্রথম মিনিট থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছি। গোলগুলি তারই ফসল। বিরতির পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের আরও বেশি ছিল। তবে আমরা আরও ভালো খেলার ক্ষমতা রাখি।'

বার্সার সুখী পরিবারে একটাই দুঃসংবাদ। উরুর চোট নিয়ে সাত-আট সপ্তাহের জন্য ছিটকে গিয়েছেন লেফট উইঙ্গার ফেরান টোরেস।

**e- Tender**

e-Tender notice has been floated by the undersigned for 'Painting work of Administrative Building.' e-NIT No. : KGTM/eNIT/24-25/19 (1st Call) dated 07.10.2024. For details please visit http://wbtenders.gov.in./www.kgtm.in Tender id : 2024_DHE_763182_1

Sd/-
Principal, K.G.T.
Mahavidyalaya, Bagdogra



**নোটিশ**

**নাম- সম্রাট রায়**
সমর নগর, চম্পাসারী, শিলিগুড়ি

গত 24/08/2024 থেকে উক্ত ব্যক্তি আমাদের সংস্থার সঙ্গে আর যুক্ত নেই, আমাদের গ্রাহকগণ যদি তার সঙ্গে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন করেন, তার দায়িত্ব সংস্থার নয়।
বিনিত
**OSL Automotives Pvt. Ltd.**
Sevoke Road, Siliguri

*ভিয়েতনামের নাম ডিনে প্রীতি ম্যাচের প্রস্তুতিতে আপুইয়া রালতে ও লালরিনলিয়ানা নামতে।*

## নাম ডিনে অনুশীলন ভারতের

**নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ অক্টোবর :** ভিয়েতনাম পৌঁছেই অনুশীলনে নেমে পড়ল ভারতীয় ফুটবল দল। এদিন হ্যানয় বিমানবন্দরে নেমে প্রায় ১০০ কিলোমিটার সফর করতে হয় তাদের। ভারতের ম্যাচ নাম ডিন নামের একটি ছোট শহরে। এতটা লম্বা যাত্রার পরেও কোচ মানোলো মার্কুয়েজ সময় নষ্ট করতে রাজি হননি। তিনি ফুটবলারদের নিয়ে নেমে পড়েন স্থানীয় নাম ডিন স্পোর্টস প্যালেস গ্রাউন্ডের মাঠে। ১২ অক্টোবর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারত। কোচ হিসাবে প্রথম জয় পেতে এবার মরিয়া মানোলো।

# ব্রুয়েনকে নাসেরে চান রোনাল্ডো

**রিয়াধ, ৭ অক্টোবর :** বেলজিয়ান মিডিও কেভিন ডি ব্রুয়েনকে দলে চান পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, এই বেলজিয়ান তারকাকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে আল নাসের কর্তাদের অনুরোধ করেছেন পর্তুগাল অধিনায়ক। তিনি নিজে ডি ব্রুয়েনের খেলার বড় ভক্ত। তাই আগামী মরশুমে ডি ব্রুয়েনের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চাইছেন রোনাল্ডো।

বেলজিয়ান তারকা ডি ব্রুয়েনের সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির চুক্তি শেষ হচ্ছে আগামী বছর। ফলে আগামী মরশুমে ডি ব্রুয়েনকে দলে নিতে কোনও অসুবিধা হবে না আল নাসেরের। এই প্লে মেকারকে দলে নিতে পারলে মাঝমাঠে আরও শক্তিবৃদ্ধি হবে নাসেরের। তাই ব্রুয়েনকে দলে নিতে মরিয়া তারা।

যদিও সৌদিতে খেলার বিষয়ে এখনই কিছু ভাবছেন না স্বয়ং ডি ব্রুয়েন। তিনি বলেছেন, 'সৌদিতে খেললে হয়তো প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারব। গত ১৫ বছরে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছি তার থেকে বেশি অর্থ দুই বছর সৌদিতে থাকলে পাব। তবে আমার এখনও ম্যান সিটির সঙ্গে একবছরের চুক্তি বাকি আছে। তাই এই মুহূর্তে আমি সৌদিতে খেলার বিষয়ে কিছু ভাবছি না।'

*সৌদি প্রো লিগে এই মরশুমে ছয় ম্যাচে পাঁচ গোল করে ফেলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এবার তিনি পাশে চাইছেন বেলজিয়াম প্লে মেকার কেভিন ডি ব্রুয়েনকে।*

বিগত কয়েক বছর ধরে ম্যান সিটির মাঝমাঠের অন্যতম স্তম্ভ ডি ব্রুয়েন। পেপ গুয়ার্দিওলার দলকে ত্রিমুকুট জেতানোর মূল কারিগর এই শিল্পী ফুটবলার। তবে গত বছরটা মোটেও ভালো কাটেনি বেলজিয়াম তারকার। চোটের জন্য লিগে মাত্র ১৮টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। চলতি মরশুমেও চোটের কবলে পড়েছেন তিনি। গত মাসে এসি মিলানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে থাইতে চোট পান ডি ব্রুয়েন। চোট সারিয়ে তিনি মাঠে ফিরবেন অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে।

# হেডকে দিয়ে ওপেনিং হবে না, মত ইয়ানের

**মেলবোর্ন, ৭ অক্টোবর :** বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ট্রাভিস হেডকে দিয়ে ওপেনিংয়ের চিন্তাভাবনা থাকলে তা অবিলম্বে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুক অজি থিংকট্যাংক। হেডকে দিয়ে টেস্টে ওপেনিং হবে না। ঠিক এভাবে প্যাট কামিন্সদের সতর্ক করছেন ইয়ান চ্যাপেল।

নভেম্বরের ভারত সিরিজে ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে জট জারি অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর স্টিভেন স্মিথকে দিয়ে চেষ্টা চলে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। সতীর্থরাই স্মিথকে ওপেনিংয়ে চাইছেন না। এখন প্রশ্ন, উসমান খোয়াজার ওপেনিং পার্টনার হবেন কে তাহলে?

হেডের নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। ওডিআই এবং টি২০, দুই ফরম্যাটেই ওপেন করে সফল উইকেটকিপার-ব্যাটার। যদিও ইয়ানের মতে, 'টেস্ট আলাদা মঞ্চ। সাদা এবং লাল নতুন বল সামলানোর ক্ষেত্রেও অনেকটাই তফাত। হেড মূলত শুরু থেকেই আগ্রাসী শট খেলতে পছন্দ করে। প্রতিপক্ষ বোলারদের মাথায় চেপে বসে। উইকেটে টিকে যাওয়া মানে বোলারদের সমস্ত পরিকল্পনা ঘেঁটে ঘ।

**বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি**

মুদ্রার ওপিঠের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। টেস্ট আবহে প্রথম থেকে আগ্রাসন দেখানো কার্যত নিজের পায়ে কুড়ুল মারার শামিল। প্রতিপক্ষ বোলারদের জন্য বাড়তি সুযোগ। টেস্টে মিডল অর্ডারে খেলে অভ্যস্ত হেড। ওপেনিংয়ে নামালে হিতে বিপরীত হতে পারে। যেমনটি ঘটছে স্মিথের ক্ষেত্রে। ওপেনিংয়ে অনভ্যস্ত জায়গায় নেমে চূড়ান্ত ব্যর্থ। হেডকে ওপেন করানোও বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। একমাত্র বিকল্প না থাকলে বাধ্য হয়েই এহেন পদক্ষেপ করা উচিত।'

> হেডের অতি-আগ্রাসী ব্যাটিং নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মাথা খারাপের কিছু নেই। অবশ্য ওপেন করতে নেমে ক্রিজে জমে যাওয়ার পর অশ্বীনকে সামলাতে কিছুটা সুবিধাই হবে। তবে ধুরন্ধর অধিনায়ক নতুন বলেই হেডের সামনে অফস্পিনের চ্যালেঞ্জ ছুড়েও দিতে পারে।
>
> **ইয়ান চ্যাপেল**

ইয়ানের যুক্তি, 'অনভ্যস্ত ওপেনিংয়ে স্মিথ, হেডদের খেলানো মানে প্রতিপক্ষ বোলারদের সামনে বাড়তি সুযোগ। তারাও মুখিয়ে থাকবে হেডদের নতুন বলে পরীক্ষায় ফেলতে। শরীরের কাছে বাড়তি ফিল্ডার রেখে ঝাঁপানোর সুযোগ পাবে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজরা। হেডের আক্রমন যেমন বোলারদের লাইন-লেংথ বিগড়ে দিতে পারে, তেমনই উলটো সম্ভাবনাও থাকবে।'

অফস্পিনের বিরুদ্ধেও হেডের দুর্বলতার কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। ইয়ানের মতে, 'হেডের অতি-আগ্রাসী ব্যাটিং নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মাথা খারাপের কিছু নেই। অবশ্য ওপেন করতে নেমে ক্রিজে জমে যাওয়ার পর অশ্বীনকে সামলাতে কিছুটা সুবিধাই হবে। তবে ধুরন্ধর অধিনায়ক নতুন বলেই হেডের সামনে অফস্পিনের চ্যালেঞ্জ ছুড়েও দিতে পারে।' ইয়ানের দাবি, সবমিলিয়ে বাস্তব হল টেস্ট ফরম্যাটে হেড কখনোই ওপেনার হিসেবে সঠিক বিকল্প নয়।

## সাড়ে পাঁচ বছর পর মাঠে ডুমিনি

**দুবাই, ৭ অক্টোবর :** ২০১৯ সালের জুলাইয়ে ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন জেপি ডুমিনি। এখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে। সোমবার আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে তিনি ফিল্ডিং করতে নেমেছিলেন। তাপপ্রবাহে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার একাধিক ক্রিকেটার। বাধ্য হয়ে সাড়ে ৫ বছর পর আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাঠে নেমেও তিনি ফিল্ডিং স্কিলে দলের হয়ে বেশ কিছু রান বাঁচান। ৫০তম ওভারে হ্যারি টেকটরের শট তিনি বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে আটকে দেন। তারপরও ম্যাচে প্রোটিয়ারা কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। প্রথমে আয়ারল্যান্ড ৯ উইকেটে ২৮৪ রান করে। পল স্টার্লিং ৮৮ ও টেকটর ৬০ রান করেন। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮১ রান তুলেছে।


বিজ্ঞাপন

**ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা**

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা হায়াত আলি - কে 28.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87K 88483 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া একজন কোটিপতি হওয়া কারোর কাছে সহজ কাজ নয়। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জেতার পর আমার আনন্দের সীমা ছিল না। পুরস্কারের এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমাকে সাহায্য করবে আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করে একটি ভালো জীবন পরিচালনা করতে। আমাকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"